উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৩,১৯০.২৮ (-৩৪৫.৮০)

নিফটি : ২৫,৩৫৫.২৫ (-১২০.৮৫)

রাজনীতি ছাড়লে চাষ করবেন শা
দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা জানিয়ে দিয়েছেন, আমরণ রাজনীতিতে থাকার ইচ্ছা তাঁর নেই। অবসর জীবনে তাঁর সঙ্গী হবে বেদ, উপনিষদ আর জৈব চাষ! » ৭

নোবেল দাবি কেজরির
নোবেল পুরস্কারের জন্য নিজেকে যোগ্য বলে দাবি করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আম আদমি পার্টির সরকার দিল্লিতে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে বলে তাঁর দাবি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৫°	২৫°	৩৪°	২৭°	৩৫°	২৭°	৩৪°	২৭°

বাংলা বিতর্কে ক্ষমা চাইলেন প্রসেনজিৎ » ৫

২৬ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 11 July 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 54

দীপাকে সরাল বিজেপি

পঞ্চানন এখনও স্বপদে বহাল ● তৃণমূলে ক্ষোভ

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ১০ জুলাই : জঙ্গলের রাস্তায় গাড়িতে তৃণমূল নেতার সঙ্গে মদের আসর বসানোর অভিযোগে দলীয় সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী দীপা বণিককে। একই কাজের জন্য তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পঞ্চানন রায়ের বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি তাঁর দল। তবে, পঞ্চাননের বিরুদ্ধে দলেই ক্ষোভ দানা বাঁধছে। অবিলম্বে এই ঘটনায় পঞ্চানন রায়ের পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তৃণমূলের এসসি এসটি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস। দল যদি পঞ্চানন রায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয় জেলাজুড়ে তৃণমূলের এসসি এসটি সেল রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করবে বলে এদিন জলপাইগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন তিনি।

আগে রাজনীতি সেভাবে না করা দীপা বণিক বিয়ের পর ক্রান্তিতে

দীপা বণিক।

পঞ্চানন রায়।

এসে ২০১৮ সালে বিজেপিতে নাম লেখান। সে বছরই বিজেপির টিকিট পেয়ে জয়ী হয়ে ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হন দীপা। পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার পাশাপাশি আরএসএস এবং তৎকালীন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীর ঘনিষ্ঠ হওয়ায় ২০২২ সালে বিজেপি মহিলা মোর্চার দায়িত্ব পান।

মঙ্গলবার রাতে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদ জঙ্গল লাগোয়া গজলডোবা যাওয়ার রাস্তায় গাড়িতে পঞ্চানন রায় ও দীপা বণিকের মদের পার্টির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর ক্রান্তির বিভিন্ন জায়গায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, মঙ্গলবার প্রথম নয়, দীপা ও পঞ্চানন রায় প্রায়দিনই রাতে এমন পার্টি করতেন বিভিন্ন স্থানে। রাজ্য রাজনীতিতে বিরোধী দুই শিবিরের নেতা-নেত্রীর কীসের এত ঘনিষ্ঠতা, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে দু'দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যেও।

ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা পঞ্চানন তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পাশাপাশি ক্রান্তি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই দলের দাপুটে নেতা তিনি। ক্রান্তি ব্লকে তৃণমূলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি সিপিএমের আমলে ২০০৩ ও ২০০৮ সালে মাল পঞ্চায়েত সমিতির আসনে জিতেছিলেন পঞ্চানন। ২০১৮ ও ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে জয়লাভ করে ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির প্রথম সভাপতি হন।

পৃথক দুই রাজনৈতিক দলের হলেও দাপুটে বলে 'খ্যাতি' রয়েছে দীপা ও পঞ্চানন দুজনেরই। '২৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটের আগে ক্রান্তির ২০/২১৫ নম্বর বুথে তৃণমূলের সভাপতি কৃষ্ণমোহন রায় ১৫-২০টি পরিবার নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

অবিশ্বাস আর ঘৃণার দরজা-জানলা ভাঙা যায় না

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

জাতীয় সড়কের হাত ছাড়িয়ে আসাম মোড় দিয়ে জলপাইগুড়ি ঢুকছি। সামান্য এগোলে বাঁদিকে আনন্দ চন্দ্র কলেজ দেখলে সোনালি অনুভূতি গ্রাস করে আজও। ওখানেই তো সাহিত্যের দুই হীরকখচিত বর্শা অমিতাভ দাশগুপ্ত-দেবেশ রায় অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘদিন। দুজনেই বিখ্যাত 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা সময়ে। প্রতীক হয়ে ওঠেন জলপাইগুড়ির, উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের।

চিরকালের বামপন্থী, সুবিখ্যাত অমিতাভের একটা কবিতা ফিরে আসছে আজকের আবহে।

এবারই একশো বছরে পা দিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। নিঃশব্দেই পেরিয়ে যাচ্ছে মহাজন্মক্ষণের স্টেশন। অধিকাংশ লোকে ভুলে গিয়েছে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জনক এক খ্যাতনামা বঙ্গসন্তান। তাঁর হাতে তৈরি মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টিও। তিনি চিরকালীন মানবেন্দ্রনাথ রায়। আসল নাম-পদবি আলাদা ছিল-- নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

ভারতে, বাংলায় কমিউনিজমের জনবিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষাপটে যেন একমাত্র বেঁচে আছে কমিউনিস্ট কবিদের আত্মসমালোচনা।

নব্বই দশকে অমিতাভর কলম লিখেছিল, 'সব সময় দলের কথা না ভেবে/ যদি মাঝে মাঝে দেশের কথা ভেবে ফেলি/আমাকে ক্ষমা করবেন, কমরেডস/পাঁচ আর সাত নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের ভোট কম ব'লে/ সেখানকার মানুষ রাস্তা পাবে কি পাবে না জানতে চেয়েছিলাম।/ আমার জিভ কেটে নেবেন না/ পার্টির ছেলে নয় ব'লে ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস চন্দন/ কাজটা পাবে কি পাবে না— বলতে চেয়েছিলাম/ আমার নাক ঘষে দেবেন না।/দাগি বদমায়েশ/আমাদের হয়ে উর্দি বদল করলেই/ রেহাই পাবে কি পাবে না— বলতে চেয়েছিলাম/ আমায় জুতোয় মাড়িয়ে যাবেন না/ বিশ্বাস করুন কমরেডস/ আমি দলছুট নই বিক্ষুব্ধও নই...'

এরপর দশের পাতায়

ধর্ষণ-খুনে ফাঁসির সাজা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের দায়ে তিনজনকে ফাঁসির সাজা দিল আদালত। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর এই সাজা ঘোষণা করেছেন। ২০২০ সালের রাজগঞ্জ থানা এলাকায় এই নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটেছিল। অভিযুক্তরা হল রহমান আলি, জামিরুল হক ও তামিরুল হক। নাবালিকাকে অপহরণের পর অভিযুক্তরা তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করে। এরপর তার শ্বাসরোধ করে খুন করে অভিযুক্তরা। ঘটনার প্রমাণ লোপাটের জন্য খুনের পর নাবালিকার মৃতদেহ একটি নির্মীয়মাণ শৌচালয়ের সেপটিক ট্যাংকে ফেলে দিয়েছিল অভিযুক্তরা। ঘটনার প্রায় ৫ বছরের মাথায় অভিযুক্তদের ফাঁসির সাজা দিল আদালত। এদিন আদালতে সাজা ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা। আদালতের রায়ে খুশি তাঁরা।

২০২০ সালের ১০ অগাস্ট রাজগঞ্জের বাসিন্দা দশম শ্রেণির ওই ছাত্রী সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। রাত পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে এসে মোবাইল ঘেঁটে একটি ৩০ সেকেন্ডের কল রেকর্ডিং উদ্ধার করে। যেখানে শোনা যায় কোনও

দোষী সাব্যস্ত ৩

- ২০২০ সালের অগাস্টে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় দশম শ্রেণির ছাত্রী
- কয়েকদিন পর সে একজনের ফোনে জানায় তাকে চটেরহাট এলাকায় আটকে রাখা হয়েছে
- পরবর্তীতে রাজগঞ্জের প্রধাননগর পাড়ার একজনের বাড়ির সেপটিক ট্যাংক থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়
- ৩ জন মিলে তাকে কয়েকবার ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুন করে

একজন পুরুষ কণ্ঠ নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে যায় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ক্যানালের রাস্তায়। ওই দিন ঝড়-বৃষ্টি থাকায় পরিবারের সদস্যরা পরদিন রাজগঞ্জ থানায় অপহরণের মামলা রুজু করে। সেই সঙ্গে যে নম্বর থেকে ফোন আসে সেই নম্বরটিও পুলিশকে জানায়। এই ঘটনার দিনদুয়েক বাদে নাবালিকা তাঁর এক আত্মীয়ের মোবাইলে ফোন করে জানায় রহমান আলি নামে একজন তাকে চটেরহাট এলাকায় আটকে রেখেছে। সেই সময় নাবালিকার হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে রহমান আলি পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি ওই আত্মীয়কে জানায় তাদের মোহর সম্পন্ন হয়েছে।

পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি পুলিশকে জানানোর পাশাপাশি নিজেরা নাবালিকার খোঁজে চটেরহাট এলাকায় যান। কিন্তু সেখানে মেয়ের খোঁজ না পেয়ে ফিরে আসেন। অন্যদিকে রহমানের মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে পুলিশ। দিনকয়েকের মধ্যেই প্রথমে রহমান গ্রেপ্তার হয়। রহমান প্রথমে অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে অপহরণের কথা। এরপর পুলিশ রহমানকে চাপ দিতেই সে তার বন্ধু জামিরুলের নাম বলে। এরপর জামিরুলকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দুজনকে প্রথমে আলাদা আলাদা এবং পরে মুখোমুখি জেরা করতেই তারা স্বীকার করে নাবালিকাকে অপহরণের পর বেশ কয়েকবার ধর্ষণ করেছে। এরপর তার শ্বাসরোধ করে খুনের পর রাজগঞ্জ প্রধানপাড়া এলাকার বাসিন্দা কাজিবার রহমানের বাড়ির পিছনদিকে একটি নির্মীয়মাণ শৌচালয়ের সেপটিক ট্যাংকে দেহ ফেলে দিয়েছে।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনায় অভিযুক্ত রহমানের আত্মীয় তামিরুলের নাম।

এরপর দশের পাতায়

সন্তানদের সঙ্গে খুনসুটি 'জয়পুর রানি'র। নাহারগড় বায়োলজিকাল পার্কে বৃহস্পতিবার।

আধার, ভোটার কার্ড বিবেচনা করার সুপ্রিম পরামর্শ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনে নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলার নিষ্পত্তি হল না। তবে আধার কার্ড, সচিত্র পরিচয়পত্র ও র‍্যাশন কার্ডকে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের নথি হিসেবে না মানতে কমিশনের সিদ্ধান্ত আপাতত বাধাপ্রাপ্ত হল সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে।

১ অগাস্ট বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের নির্দিষ্ট সময়ের আগে এই মামলায় পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে। শুনানি হবে ২৮ জুলাই। তার আগে কেন নির্বাচন কমিশন ওই নথিগুলিকে মানতে চাইছে না, তা হলফনামা দিয়ে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে জানাতে বলেছে শীর্ষ আদালত।

কমিশন আদালতে নানাভাবে সওয়াল করেছিল, যাতে তাদের নির্দেশিকা অনুযায়ী বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধা না পড়ে। স্থগিতাদেশ না দিলেও সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু কমিশনকে সরাসরি সেই সুযোগ দেয়নি। ওই বিশেষ সমীক্ষায় জন্মের শংসাপত্র, পাসপোর্ট, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার শংসাপত্রের মতো ১১টি নথি গ্রহণযোগ্য হলেও আধার, ভোটার ও র‍্যাশন কার্ড না রাখায় আপত্তি জানিয়েছিলেন অনেকে।

ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের হয়। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ সেই মামলায় জানিয়ে দিল, কমিশন নির্ধারিত নথিগুলি পূর্ণাঙ্গ নয়। *এরপর দশের পাতায়*

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

পূজার ২ কোটি টাকা ঋণ ভাবাচ্ছে পুলিশকে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১০ জুলাই : গাড়ি চুরিচক্রের পান্ডা সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর তিন শারগেদ গ্রেপ্তার হওয়ার পর এখন পুলিশের নজরে মেটেলির প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য পূজা কুজুর। তাঁর সঙ্গে সোমনাথের কী ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল, ২ কোটি টাকা দিয়ে তিনি ২৬টি গাড়ি কেন কিনেছিলেন, সেই টাকার উৎস-সবই খতিয়ে দেখার কথা ভাবছেন তদন্তকারীরা। পূজার এই উত্থান নিয়ে মেটেলি বাজারেও গুঞ্জন কম নয়। এক সময় সকলের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা বছর ৩৫-এর পূজার চালচলন যে দিন-দিন অনেকটা বদলে গিয়েছে, তা স্বীকার করেন মেটেলির অনেকেই।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে পূজার বাড়ি মেটেলি চা বাগানের ধোবিলাইনে। সেখানেই বাগানের শ্রমিক আবাসনে মা ও বোনের সঙ্গে থাকেন পূজা। প্রায় পনেরো বছর আগে বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের ওপরেই ছিল সংসারের দায়িত্ব। পূজার মা বর্তমানে বাগানের সুপারভাইজার পদে কর্মরত। মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয় থেকেই স্নাতক

মেটেলি চা বাগানে পূজা কুজুরের বাড়ি।

হয়েছিলেন পূজা। পড়াশোনার পাশাপাশি এনসিসি ক্যাডেট ছিলেন। এনসিসির বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয় থাকতে দেখা যেত পূজাকে।

বেশ চড়াই উতরাই পেরিয়ে নিজের রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করেছিলেন পূজা। এনসিসি ক্যাডেট থাকায় নেতৃত্বের ক্ষমতা ছিল পূজার। সেই সূত্রেই চোখে পড়েন তখন আদিবাসী আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা ডুয়ার্সের আদিবাসী নেতাদের। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার টিকিটে প্রার্থী হন। সেই নির্বাচনে ঝাড়খণ্ড মুক্তি

এরপর দশের পাতায়

অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না স্কুল

সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনা কেন প্রশাসনের নজরে আনা হয়নি, সংশ্লিষ্ট স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে জানতে চাইল চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি)। শুধু তাই নয়, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক অনিয়ম উঠে এসেছে জেলা প্রশাসনের তদন্ত রিপোর্টে। ঘটনা প্রসঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে পেশ করা সাফাইয়ে যে সিডব্লিউসি খুশি নয়, তা কমিটির কর্তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আগামীতে এই ধরনের ঘটনা এড়াতে ও পড়ুয়াদের নিরাপত্তায় স্কুল কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছে সিডব্লিউসি। শুধু পরিকল্পনাই নয়, ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী ব্যবস্থা নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ তা সরেজমিনে দেখতে সিডব্লিউসি সদস্যরা যেতে পারেন বলেও জানা গিয়েছে।

> স্কুলের অধ্যক্ষ এসেছিলেন। উনি ঘটনার বিষয় স্বীকার করেছেন। আমরা তাঁকে বলেছি স্কুলে শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে। সেই সঙ্গে স্কুল বোর্ডের আইনের মধ্যে যা রয়েছে সবটাই কার্যকর করতে।
>
> **মান্না মুখোপাধ্যায়**
> *চেয়ারপার্সন, সিডব্লিউসি*

বৃহস্পতিবার সিডব্লিউসি দপ্তরে স্কুলের অধ্যক্ষকে ডাকা হয়েছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা অধ্যক্ষকে ঘটনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কমিটির চেয়ারপার্সন। এদিন দপ্তর থেকে বের হওয়ার সময় সাংবাদিকদের এড়িয়ে যান অধ্যক্ষ। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'এই প্রসঙ্গে আমি কিছু বলব না।' সিডব্লিউসির চেয়ারপার্সন মান্না মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্কুলের অধ্যক্ষ এসেছিলেন। উনি ঘটনার বিষয় স্বীকার করেছেন। আমরা তাঁকে বলেছি স্কুলে শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে। সেই সঙ্গে স্কুল বোর্ডের আইনের মধ্যে যা রয়েছে সবটাই কার্যকর করতে। ওঁকে একটা সময় দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উনি ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কী পরিকল্পনা নিলেন এবং কার্যকর করলেন তার রিপোর্ট জমা দিতে হবে।'

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

রত্নগর্ভা চম্পাকলিই পিলখানার পালিকা মা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

৭ থেকে ৮টি মা-হারা শাবককে দুধ খাইয়েছে চম্পাকলি। ঠিক যেন পালিকা মা। পাশাপাশি নিজের ৭ থেকে ৮টি সন্তানকেও বড় করেছে। সর্বশেষ বছর ছয়েক আগে তিতি নামের এক অনাথ শাবককে মাতৃদুগ্ধ দিয়ে বড় করেছে।

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১০ জুলাই : পান্নায় সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে এশিয়ার সবথেকে বয়স্ক হাতি বৎসলার। সেখানে সে ছিল হস্তীশাবকদের অভিভাবকের মতো। আর জলদাপাড়ায় ঠিক যেন বৎসলার ভূমিকাই পালন করে চম্পাকলি। বৎসলার মতো না হলেও চম্পাকলিরও বয়েস হয়েছে অনেক। ৪০ বছরের কর্মজীবন শেষে সামনের বছর অবসর নেবে সে। এযাবৎ ৭-৮ জন মাতৃহীন হস্তীশাবককে দুধ খাইয়ে বড় করেছে সে।

মাত্র ২০ বছর বয়সে তাকে বিহারের শোনপুর মেলা থেকে কিনে এনেছিল বন দপ্তর। পরবর্তী সময়ে এই কুনকিই জলদাপাড়ার সম্পদ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে অনাথ হস্তীশাবকদের মাতৃদুগ্ধ পান করিয়ে বড় করার ক্ষেত্রে তো রেকর্ড তৈরি করেছে এই চম্পাকলি। বন দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, ৭ থেকে ৮টি মাহারা শাবককে দুধ খাইয়েছে সে। ঠিক যেন পালিকা মা। পাশাপাশি নিজের ৭ থেকে ৮টি সন্তানকেও বড় করেছে। সর্বশেষ বছর ছয়েক আগে তিতি নামের এক অনাথ শাবককে মাতৃদুগ্ধ দিয়ে বড় করেছে। তিতি এখন কুনকি হাতির প্রশিক্ষণ শেষ করে টহলদারির কাজ করছে। বনকর্মীরা বলছেন, চম্পাকলি নিজে একজন রত্নগর্ভা। তার গর্ভে জন্ম নেওয়া চন্দন, ডায়না, আম্রপালি, এণাক্ষী, চৈতি, বিদ্যা, সকলেই 'প্রতিষ্ঠিত'। তারা সকলেই সাফল্যের সঙ্গে বন ও বন্যপ্রাণীদের রক্ষার কাজ করে চলেছে।

চম্পাকলিকে শোনপুর মেলা থেকে আনার পর তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ভোটে খড়িয়া নামের মাহুত। তিনি অবসর নেওয়ার পর দায়িত্ব নেন সোমা ওরাওঁ। সোমা অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়ার পর দায়িত্ব নেন রবি বিশ্বশর্মা। সেই থেকে রবিই এখনও চম্পাকলির মাহুত। চম্পাকলির ঠিকানা জলদাপাড়ার হলং সেন্ট্রাল পিলখানা। মাহুত রবি জানালেন, চম্পাকলির মতো ঠান্ডা স্বভাবের হাতি খুব বিরল। দায়িত্ব পালনে ও কোনও ত্রুটি রাখে না। যে কোনও পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় সামলে নেয়। মানুষের মতোই ওদেরও চাকরির সার্ভিস বুক রয়েছে। ৬০ বছর বয়সে অবসর নিতে হয়। বর্তমান ওর বয়স ৫৯ বছর। চাকরিজীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অবসরের দিন গুনছে চম্পাকলি।

চম্পাকলির ইতিহাস বলছে,

জলদাপাড়ার পিলখানায় সেই চম্পাকলি। অবসর দোরগোড়ায়।

তার কখনও অশান্ত হওয়ার রেকর্ড নেই। পর্যটকদের পিঠে বসিয়ে সবচেয়ে বেশি নিরাপদে ঘুরিয়ে আনার রেকর্ড রয়েছে তার। আবার দক্ষিণবঙ্গে গিয়ে বুনো দামাল হাতিদের শায়েস্তা করার ক্ষমতাও যে তার রয়েছে, সেটাও হাতেকলমে প্রমাণিত।

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি তো ওই কুনকির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জানালেন, চম্পাকলির তুলনা নেই। ওর জন্যই প্রচুর অনাথ শাবকের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করা অনাথ শাবকদের বাঁচানোর একমাত্র পথ ছিল মাতৃদুগ্ধ ও মায়ের আদর। চম্পাকলি এই দুটোই সমানভাবে দিয়ে বাঁচিয়েছে তাদের। ভাস্কর বললেন, 'আমরা অন্য মা হাতিদের দিয়েও অনাথ

এরপর দশের পাতায়

শ্যাম স্টিল স্টার্ডফ্লেক্স জোন

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : বাড়িতে ড্যাম্প পড়া কীভাবে সারাজীবনের জন্য আটকে দেবেন? সেই সমস্যার সমাধান এবার চলে এসেছে আলিপুরদুয়ারে। বৃহস্পতিবার শ্যাম স্টিল স্টার্ডফ্লেক্স জোন-এর আউটলেটের উদ্বোধন হল আলিপুরদুয়ারে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক রানা চক্রবর্তী বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা। এছাড়া কীভাবে দেওয়াল ড্যাম্পমুক্ত করা যায়, সেটা সন্ধ্যায় দেখানো হয় মিস্ত্রিদের। সংস্থার নর্থ বেঙ্গল ও সিকিমের এরিয়া ম্যানেজার বিশ্বজিৎ সাহা জানান, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম এই আউটলেটের উদ্বোধন হয়েছে আলিপুরদুয়ারে।

সংস্থা জানিয়েছে, শ্যাম স্টিল আজ থেকে ৫ বছর আগে স্টার্ডফ্লেক্স বলে ওয়াটারপ্রুফিং সলিউশন রেঞ্জ নিয়ে বাজারে নেমেছিল। ইতিমধ্যে ৫০টিরও বেশি এধরনের সামগ্রী রয়েছে বাজারে। সেগুলোর মাধ্যমে একজন তাঁর স্বপ্নের বাড়িকে ড্যাম্পপ্রুফ রাখতে পারবেন।

ধর্মঘটে ক্ষতি ৫ লক্ষ

কোচবিহার, ১০ জুলাই : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনসমূহের ডাকা ধর্মঘটের দিনে পরিষেবা সচল রাখতে গিয়ে আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতির মুখে পড়ল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। বুধবার বিভিন্ন রুটে মোট ৬০০টি বাস পরিষেবা চালু রাখলেও ক্ষতি হয় নিগমের। এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, উত্তরের জেলাগুলিতে বাস চালিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় হয় এনবিএসটিসি'র। এদিন পরিষেবা স্বাভাবিক রেখে সব মিলিয়ে ৪৫ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় করেছে নিগম। এবিষয়ে নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'ধর্মঘট থাকায় মানুষজন রাস্তায় অন্যদিনের তুলনায় খানিকটা কম ছিল। কিন্তু সার্বিকভাবে আমাদের প্রতিটি রুটে পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল।'

ABRIDGE TENDER NOTICE

e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of ACR as per NIT No-08/HRP/DD, Dt-08.07.2025. Last date of submission-23.07.2025 upto 15.00 PM. Date of opening tender-25.07.2025 after 15.00 PM. & e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of Dinning Shed as per NIT No-09/HRP/DD, Dt-08.07.2025. Last date of submission-16.07.2025 upto 15.00 PM. Date of opening tender-18.07.2025 after 15.00 PM

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

কর্মখালি

ভালো রান্না জানা, ঘরের কাজের জন্য দিন-রাত থাকবে (২৪ ঘণ্টা) এমন মহিলা প্রয়োজন। (৪৫' এর মধ্যে)। বেতন সাক্ষাতে। 8961091308. (Slg.) (C/117339)

•

Darjeeling Public School, Fulbari, Siliguri(Affiliated to CBSE) urgently requires PGT Physics, PGT Chemistry, PGT Mathematics, PGT Accountancy. Apply within 5 days E-mail: schooldarjeelingpublic@gmail.com(C/116896)

Avalon Hospital

Urgently required TPA Billing Co-ordinator, GNM Nurses (ICU/NICU), Lab Technician, Ward Boy, ICU Technologist, Cont : 7001418243/7908393625/9749138849. (C/116895)

তুলসীহাটা শাখা
জেলা মালদা
পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(Erstwhile Allahabad Bank)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি ০০০এস৬৯৩
ই-মেল : S693@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট- IV-এ [রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানশিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী ঋণদাতা বন্ধক দেওয়া / চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক), তুলসীহাটা শাখা মালদার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ৩১.০৭.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টা: ৫,৭৭,০৭,৭৬২ (টাকা পাঁচ কোটি সাতাত্তর লক্ষ সাত হাজার সাতশত বাষট্টি মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক), তুলসীহাটা শাখার ০৭.০৭.২০২৫ এর হিসেবে যে সুরক্ষিত ঋণগ্রহীতার কাছে পাওনা রয়েছে -

১. মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),
ডিরেক্টর :- সঙ্গীতা আগরওয়াল, কিরণদেবী আগরওয়াল, এবং শীতল মোদি,
নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা :- গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন - ৭৩২১৪০,
নির্মাণ ভূমির ঠিকানা :- গ্রাম - কন্তুরিয়া, পোস্ট - তুলসীহাটা, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন -৭৩২১৪০
২. **সঙ্গীতা আগরওয়াল** সুশীল কুমার আগরওয়াল (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা)-এর স্ত্রী, ১০৭ মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (প:ব:), পিন- ৭০০০৫৪, মোবাইল - ৭২৭৮২৭৬৬২৭
৩. **শীতল মোদি** অজয় মোদির স্ত্রী (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (প:ব:), পিন- ৭৩২১২৫, মোবাইল -৯৭৩৩২৩৮৭২৮
৪. **কিরণ দেবী** আগরওয়াল লীলাধর আগরওয়ালের স্ত্রী (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), গ্রাম-মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প:ব:), পিন-৭৩২১২৫, মোবাইল- ৯৭৩৩৪৮২৩১৯
৫. **শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল** লীলাধর আগরওয়াল-এর পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (প:ব:), পিন- ৭৩২১২৫
৬. **রবি প্রকাশ আগরওয়াল** লীলাধর আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃ বঃ), পিন - ৭৩২১২৫
৭. **লীলাধর আগরওয়াল** রাম স্বরূপ আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫
৮. **বিজয় কুমার মোদি** বৈজনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা(পঃবঃ), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল :- ৯১২৬৫৫৬৩০৫।
৯. **অজয় মোদি** বৈজনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম : মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা মালদা (পঃবঃ), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল :- ৮৯৪৫০৩৭২৫১
১০. **বৈজনাথ মোদি** বিশ্বনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম : মাশহালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫
১১. **সুশীল কুমার আগরওয়াল** মদন আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), ১০৭, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (পঃবঃ), পিন - ৭০০০৫৪, মোবাইল - ৭৯৮৩৫৭৬৯৮৩
১২. **অমিত কুমার আগরওয়াল** কৌশল কিশোর আগরওয়াল-এর পুত্র (বন্ধকদাতা), মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক- পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং-১ বি, দ্বিতীয় তলা, শিবমন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা-ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি (পঃ বঃ), পিন- ৭৩৪০০১
১৩. **মীরা দেবী আগরওয়াল** কৌশল কিশোর আগরওয়াল এর পুত্র (বন্ধকদাতা), মেই ফেয়ার গার্ডেন ব্লক- পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং-১ বি, দ্বিতীয় তলা, শিবমন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা- ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি (পঃবঃ), পিন - ৭৩৪০০১
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	**সম্পত্তি -১** সমতাসম্পন্ন বন্ধকরত জমিটির এলাকার পরিমাপ ১১১ ডেসিমেল, অর্জিত দ্রষ্টব্য দলিল নং- I-৭৮৪৮, I-৭৮৪৯ এবং I-৭৮৫০ প্রতিটির তারিখ ০৬.১২.২০১২ শ্রেণিবিভাগ রাইস মিলের অন্তর্গত সঙ্গে ভবন/ভবনটির কাঠামো মৌজা কন্তুরিয়া, জেএল নং-১৪, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), এলআর খতিয়ান নং- ১২৭৩-এর দ্বারা আচ্ছাদিত, এলআর প্লট নং- ৬৯৪/১১৫৭ মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের স্বত্বাধিকারণে অবস্থিত। যেটির ডিরেক্টর কিরণ দেবী আগরওয়াল, সঙ্গীতা আগরওয়াল এবং শীতল মোদি। সীমানা : উত্তর- লেবেন বসাকের জমি, দক্ষিণ- স্বরূপ বসাকের-এর জমি এবং কিরণ দেবী আগরওয়ালের জমি এবং অন্যান্য। পূর্ব- পিডব্লিউডি-এর রাস্তা, পশ্চিম-বিজয় বসাকের জমি	**সম্পত্তি -২** সমতাসম্পন্ন বন্ধকরত জমির এলাকার পরিমাপ ২৭ ডেসিমেল, অর্জিত দ্রষ্টব্য দলিল নং-I-৭৮৫১ ০৬.১২.২০১২ তারিখের হিসেবে, শ্রেণিবিভাগ রাইস মিল সঙ্গে ভবন/ভবনের কাঠামোর অন্তর্গত যেটি, মৌজা : কন্তুরিয়া, জেএল নং- ১৪, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর জেলা -মালদা (পঃবঃ) এলআর খতিয়ান নং- ১২৭০, ১২৭১ এবং ১২৭২-এর দ্বারা আচ্ছাদিত, এলআর প্লট নং - ৬৯৪/১১৫৭ এ অবস্থিত। যেটি কিরণ দেবী আগরওয়াল, সঙ্গীতা আগরওয়াল এবং শীতল মোদির স্বত্বাধিকারণে রয়েছে। সীমানা : উত্তর- বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, দক্ষিণ- চারুচন্দ্র বসাক (ডাবু বসাক), পূর্ব- পিডব্লিউডি-এর রাস্তা, পশ্চিম-বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড।
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা: ৩,১০,২৫,০০০/- (টাকা তিন কোটি দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার মাত্র)	টা: ৫৯,৬০,০০০/- (টাকা উনষাট লক্ষ ষাট হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টা: ৩১,০২,৫০০/- (টাকা একত্রিশ লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো মাত্র)	টা: ৫,৯৬,০০০/- (টাকা পাঁচ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টা: ৫০,০০০/- (টাকা পঞ্চাশ হাজার মাত্র)	টা: ২০,০০০/- (টাকা কুড়ি হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	৩১.০৭.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:00	৩১.০৭.২০২৫ সকাল ১১:00 থেকে বিকেল ০৫:00
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০১৮৭৪২৪২৪২	আইডিআইবি ৫০২৫০৭৯৮৫৪৪

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd-এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ঃ ৮২৯১২২০২২০ এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন support.ebkray@psb alliance.com এ। সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামে শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন ঃ- https://www.ebkray.in-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd এ এবং ফোন করুন- ৮২৯১২২০২২০ তে।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করুন।

তারিখ : ১০.০৭.২০২৫
স্থান : তুলসীহাটা

অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ইঅকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	সম্পত্তির ভিডিও	নথিপত্র (বিক্রয় নোটিশের ছবি)

যোগাযোগের ব্যক্তি ঃ ১. শ্রী পঙ্কজ কুমার- অনুমোদিত আধিকারিক মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯
২. শ্রী মুন্না রাজাক - ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোবাইল নং- ৭৭৫৫৮২২২৪৯

PNB-এর কৃষি সম্প্রসারণ প্রোগ্রাম

PNB ব্যাংকের পক্ষ থেকে সকল মধুপুর বাসীদের জন্য সুখবর। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক হিসাবে পরিচিত PNB আজ(11.07.2025) মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এক কৃষি সম্প্রসারণ প্রোগ্রাম-এর আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (BDO-Coochbehar 2 Block) শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল মহাশয় সহ ব্যাংকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল মধুপুর বাসীর উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭৮-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ঃ ৩০.০৬.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ ৭৮-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম:** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/II/ মালদার এখতিয়ারে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি. ওয়ে/ভাগলপুর- ১-এর অধীনে যোগা স্টেশনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং সরবরাহ এবং ভাগলপুর স্টেশন ইয়ার্ড এবং বারাহাট স্টেশনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের বর্তমান দৈর্ঘ্য সম্প্রসারণের কাজের জন্য আইআরসিএমএম ২০১৯ এর অনুচ্ছেদ ৮০৯ (৫) এবং সংযুক্তি ৮.১১ অনুসারে আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ২,১৩,৪৮,২৮৭.২৫; টেন্ডার বন্ধের তারিখ** ঃ ২২.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিশ বোর্ড: www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/মালদা টাউন।

MLD-112/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নদীর তীরের ৩-ডি স্ক্যানিং এবং পিয়ারের শক্তি মূল্যায়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিসিবিএল/০৭/২০২৫/এমএলজি, তারিখ: ০৪-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. ঃ** ডিসিবিএল১৩২০২৫এমএলজি; **কাজের নাম ঃ** ডেপুটি সিই/বিআর-লাইন/মালিগাঁও-এর অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চিহ্নিত সেতুগুলিতে নদীর তলদেশের ৩-ডি স্ক্যানিং। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৯,৫৩,৯১১.৮৫/- টাকা; **বিড নিরাপত্তা** ঃ ২,১৯,৮০০/- টাকা; **টেন্ডার নং. ঃ** ডিসিবিএল১৪২০২৫এমএলজি; **কাজের নাম** ঃ এসএসই/বিআর/নিউ জলপাইগুড়ির অধীনে ১৭টি সেতুর পিয়ার এবং অ্যাবাটমেন্টের শক্তির মূল্যায়ন আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড ২৫টি লোডিং-২০০৮ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য:** ১,৪৮,৮৯,০৭৯.২০/- টাকা; **বিড নিরাপত্তা** ঃ ২,২৪,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ২৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০৫ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE

e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/bidders for NIeT No. 2004/2025-26 dated 10-07-2025, for Repairing and Renovation of 6 nos. of Primary Schools under Dhupguri Block, Jalpaiguri District. For details, information will be available in https://wbtenders.gov.in. Date for submission of bids starts from 11-07-2025 at 12:00 P.M. Last date for submission of tender is 25-07-2025 upto 18:00 Hrs. Other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

eNIT NO:- 05/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division

Vide Memo No. : 556/WBSRDA/DD, Dated : 09.07.2025

(E-Procurement)

Details of **eNIT No:- 05/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of the Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website **https://wbtenders.gov.in** (under the following organization chain- 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT || WBSRDA || DAKSHIN DINAJPUR DIVISION') on 10.07.2025 at 17.00 Hrs.

Sd/- Executive Engineer
P&RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

সূচনা/NOTICE

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
UTTAR DINAJPUR

ADMISSION TEST FOR CLASS-VI-2026-27

জওহর নবোদয় বিদ্যালয় উত্তর দিনাজপুর

ক্লাস VI- এ ভর্তির পরীক্ষা-২০২৬-২৭

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুরে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে ইংরেজি - ০২-০৬-২০২৫ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। আবেদনপত্র পূরণের জন্য NVS website : www navodaya. gov.in- এ লগইন করতে হবে। যোগ্য প্রার্থীকে প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে ভর্তি নেওয়া হবে।

➡ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ 29-07-2025
➡ প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ ঃ ইংরেজি 13-12-2025

বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ঃ

➡ সহশিক্ষা আবাসিক প্রতিষ্ঠান।
➡ সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক।
➡ এন.সি.সি. শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা।
➡ ছাত্রছাত্রীর পৃথক হস্টেলের সুব্যবস্থা।
➡ স্কাউট এবং গাইড শিক্ষাপ্রদান।
➡ কমপিউটার শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা

যোগ্যতা ঃ

➡ প্রার্থীকে সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে।
➡ প্রার্থীকে অবশ্যই পঞ্চম শ্রেণি উত্তর দিনাজপুর জেলার সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয় থেকে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে উত্তীর্ণ হতে হবে।
➡ প্রার্থীর জন্ম তারিখ - ০১-০৫-২০১৪ থেকে ৩১-০৭-২০১৬ এর মধ্যে হতে হবে।

অধ্যক্ষ
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
ডালখোলা

HELP DESK : 7085926879, 7085115608

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
MAALIK
(Hindi)
*ing: Rajkumar Rao, Prasenjit Chatterjee, Manoshi Chillar, Huma Qureshi
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
AC/Dolby Digital

Now showing at BISWADEEP
MAALIK
*ing : Rajkumar Rao, Prasenjit
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

আজ টিভিতে

আদৃশ ও শুভলক্ষ্মীর প্ল্যান কি তবে ভেস্তে গেল?
গৃহপ্রবেশ রাত ১০.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ মন মানে না, দুপুর ১.০০ প্রেমী, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.০০ গ্রেফতার, রাত ১০.০০ প্রতিকার, ১.০০ নূরজাহান

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ রকি, বিকেল ৩.২৫ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধে ৬.৫৫ বস্তির মেয়ে রাধা, রাত ১০.৪০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বদনাম, দুপুর ২.৩০ নাগিন কন্যা, বিকেল ৫.০০ আসল নকল, রাত ১.৪৫ হুক্কা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শেষ প্রতীক্ষা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আপন শত্রু

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১২.০০ হিড়িম্বা, বিকেল ৩.০০ দৃশ্যম-টু, ৫.০০ সীতা রাম, রাত ৮.০০ গট্টা কুস্তি, ১০.৩০ স্পাই

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.০০ বাদশাহো, ২.১৫ ভূত পুলিশ, বিকেল ৪.৩০ হেলিকপ্টার ইলা, সন্ধে ৬.৪৫ নকশা : দ্য আনলক মিস্ট্রি, রাত ৯.০০ কলঙ্ক, ১১.৪৫ কাগজ-টু

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.০৬ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৩.০৩ হিরো-দ্য বুলেট, ৫.৩০ এনকাউন্টার শংকর, সন্ধে ৭.৫৫ সূর্যবংশী, রাত ১০.৫১ অ্যান্টনি

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০১ সিম্বা, দুপুর ২.০২ মিস্টার ইন্ডিয়া, বিকেল ৫.৩১ এন্টারটেইনমেন্ট, রাত ৮.০০ রাধে, ১০.১০ ক্রোকোডাইল আইল্যান্ড

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৮ আর্টিক্যাল ১৫, বিকেল ৪.৪১ ডার্লিংস, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১১.২০ ইংলিশ ভিংলিশ

রাধে রাত ৮.০০
অ্যান্ড পিকচার্স

বস্তির মেয়ে রাধা সন্ধে ৬.৫৫
জলসা মুভিজ

সেরেংগেটি রাত ৯.০৯ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

ঘুম স্টেশনে চা, ধূপ এবং সম্পর্কিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য ডিএইচআর-এর সাথে ইন্টারেস্ট অফ এক্সপ্রেশন (ইওআই) পার্টনারশীপ

ইওআই নং.ঃ ডিএইচআর/২০২৫/সি/০১ তারিখ ঃ ২৮-০৫-২০২৫

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর), একটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং বিশ্বের সবচেয়ে প্রতীকী ন্যারো-গেজ রেলওয়েগুলির মধ্যে একটি, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ট্রেডমার্ক ব্যবহার করে অংশীদারিত্বের জন্য চা, ধূপ, বা অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী পণ্য উৎপাদন বা বিপণনে নিযুক্ত স্বনামধন্য সংস্থাগুলি থেকে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই) -এর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এই উদ্যোগের অধীনে, নির্বাচিত সংস্থাগুলিকে তাদের পণ্যগুলিতে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ট্রেডমার্ক ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হবে এবং ভারতের সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন ঘুম রেলওয়ে স্টেশনে তাদের বিক্রয়ের জন্য স্থান বরাদ্দ করা হবে।

ঘুম স্টেশনে চা, ধূপ এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বিক্রির জন্য ডিএইচআর-এর সাথে অংশীদারিত্বের জন্য ইওআই নথির বিবরণ যেমন স্টলের আকার, অবস্থান, শর্তাবলী এবং তথ্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **https://www.nfr.indianrailways.gov.in** → নিউজ এন্ড উপডেটস → নোটিফিকেশন → ইওআই থেকে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ।

শর্তাবলী, যোগ্যতার মানদণ্ড এবং জমা দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করে ইন্টারেস্ট অফ এক্সপ্রেশন (ইওআই) নথি নীচে উল্লিখিত অফিস ঠিকানায় পাওয়া যাবে। ইওআই নথিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসারে সিল করা খামে বিস্তারিত প্রস্তাবগুলি নির্দিষ্ট ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং যোগাযোগের বিবরণ: ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: **প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিন।**

জমা দেওয়ার পদ্ধতি: ইমেল (পিডিএফ ফর্ম্যাট) অথবা ডাকযোগে হার্ড কপি। সাবজেক্ট লাইন: অংশীদারিত্বের জন্য ইওআই-ডিএইচআর। **ইমেল: director.dhr@gmail.com**

ডাক ঠিকানা: ডিরেক্টর, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, এলিশিয়া প্যালেস, কার্শিয়াং। জেলা - দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৪২০৩।

ডিরেক্টর, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, দার্জিলিং: পশ্চিমবঙ্গ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

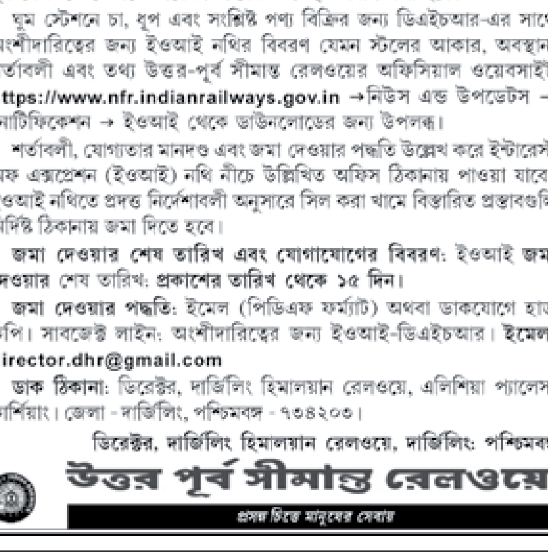

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA, JALPAIGURI, WEST BENGAL
[Ministry of Education, Deptt. of School Education & Literacy]
Govt. of India:

WALK-IN-INTERVIEW

Walk-in-Interview for appointment to the post of PGT-Physics, PGT Hindi,Tourism,Yoga Instructor, Dance Expert-01, Music Expert-01, Sport Teacher/Coach Kho-Kho & Sport Teacher Coach Volleyball on Contract basis against purely temporary vacancy at PM Shri School Jawahar Navodaya Vidyalaya, Nagrakata, Jalpaiguri, West Bengal for the session 2025-26. Interested candidates can attend the Walk-in-Interview in the Vidyalaya on 21.07.2025 at 11:00 AM with all original certificates of educational qualification and experience.

Candidates can visit Vidyalaya Website : https://navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/jalpaigudi/en/home/download provided application form and send duly filled application form by e-mail:- jnvjalpaiguri@gmail.com on or before 21st July-2025

S/No.	Name of Post	Eligibility Criteria	Remuneration	Age limit
1	PGT Physics	Post Graduation B.ed/M.ed & Teaching work experience	35750 PM	Upper age limit for all category of post is 50 years as on 01.07.2025
2	PGT Hindi	Post Graduation B.ed/M.ed & Teaching work experience	35750 PM	
3	TGT Tourism	Post- graduation in Travel and Tourism Management or tourism and Hospitality from a recognized institute/ University, with at least 1 year work/teaching experience Or Post Graduation in Travel and Tourism Management of Tourism and Hospitality, with at least 2 years work/Industrial experience Or 3 years' Degree/Diploma after Class XII, in Tourism and Travel Management from any recognized institute from a recognized Institute/University, with at least 3 years' Industrial experience.	34125 PM	
4	Yoga Instructor	PG diploma in Yoga with 02 Years Work Experience Or Diploma/Certificate in Yoga with 05 years' work experience Or M.Sc. in Yoga with 02 years' work experience.	12500 PM	
5	Dance Expert-01	Certificate/Diploma in Classical/Folk/Modern Dance/Local/Traditional with performance experience.	25000 PM	
6	Music Expert-01	Skilled in instruments like Guitar, Keyboard,Congo, Flute, etc.	25000 PM	
7	Sport Teacher/ Coach Kho-Kho	Diploma in Sports Coaching in the relevant field of Six weeks Certificate course in the relevant field from recognized institute.	12500 PM	
8	Sport Teacher/ Coach Volleyball	Diploma in Sports Coaching in the relevant field of Six weeks Certificate course in the relevant field from recognized institute.	12500 PM	

PRINCIPAL
Jawahar Navodaya Vidyalaya Jalpaiguri

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। পারিবারিক অনুষ্ঠানে প্রেমের সম্পর্কে বাঁধা পড়বেন। **বৃষ :** ব্যক্তিগত কাজের জন্য বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। **মিথুন :** বাড়িতে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা মিলবে। **কর্কট :** বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া কোনও জিনিস খুঁজে পেতে পারেন। সরকারি চাকরিজীবীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **সিংহ :** অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের সম্ভাবনা। দীর্ঘমেয়াদি কোনও প্রকল্পে হাত দিলে সাফল্য মিলবে। **কন্যা :** বন্ধুমহলে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটবে। **তুলা :** অলসতার কারণে কোনও কাজ হাতছাড়া হওয়ায়র সম্ভাবনা। আর্থিক সঞ্চয়ে আগ্রহ বাড়বে। **বৃশ্চিক :** আবেগের বশে কাউকে আর্থিক সাহায্য করে অনুশোচনা হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **ধনু :** নিজের বুদ্ধি এবং বিশ্বাসের বলে বিরাট সাফল্য পেতে চলেছেন। দাম্পত্যে সমস্যা মিটে যাবে। **মকর :** প্রিয়জনদের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটান। ব্যবসায় সামান্য মন্দা নামতে পারে। **কুম্ভ :** প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। **মীন :** অধ্যাত্মবাদে আগ্রহ বাড়বে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ২০ আষাঢ়, ১১ জুলাই, ২০২৫, ২৬ আহার, সংবৎ ১ শ্রাবণ বদি, ১৫ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৩, অঃ ৬।২৩। শুক্রবার, প্রতিপদ রাত্রি ২।১৬। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৬।৪৫। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ১০।২২। বালবকরণ দিবা ২।১০ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ২।১৬ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৬।৪৫ গতে বংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১২।৫৭ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৬।৪৫ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ২।১৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, রাত্রি ২।১৬ গতে উত্তরে। বারবেলাদি- ৮।২৩ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৩ গতে ১০।২৩ মধ্যে। যাত্রা- যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ গতে ৬।৫০ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১০।২৩ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩১ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৫৬ মধ্যে ও ৩।৩৮ গত ৫।৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হঠাৎ বৃষ্টিতে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির ক্লাব রোডে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

মেলা দূষণমুক্ত রাখতে ‘গ্রিন জল্পেশ’

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১০ জুলাই : দূষণমুক্ত শ্রাবণীমেলা করতে প্রশাসন ‘গ্রিন জল্পেশ’ কর্মসূচি নিতে চলেছে। এবছর শ্রাবণীমেলায় পুণ্যার্থীদের জন্য রাস্তার পাশে ভাণ্ডারা লাগাতে হলে বিভিন্ন সংস্থা কিংবা সংগঠনকে পুলিশের থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত ফের একঝাঁক পুলিশকর্তাকে নিয়ে জল্পেশ মন্দির পরিদর্শন করেন। সেখানে জল্পেশ মন্দিরে পুণ্যার্থীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য বেশ কয়েকটি নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘শ্রাবণীমেলায় যেসকল পুণ্যার্থী আসবেন তাঁদের নিরাপত্তা পুরোপুরি সুনিশ্চিত করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

জল্পেশ মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

সেজন্য দফায় দফায় মন্দির পরিদর্শন করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।’

এদিন পুলিশ সুপার জল্পেশ মন্দির পরিদর্শন করে জানান, তিস্তা নদীর দিক থেকে যেসব পুণ্যার্থী জল্পেশে আসবেন তাঁদের গাড়ি মেলার মাঠে রাখতে হবে। মেলার মাঠের সাংস্কৃতিক মঞ্চে টিকিট কাউন্টার করা হবে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে নবনির্মিত সেতু দিয়ে জল্পেশ মন্দিরের পিছনের ‘শিব চতুর্দশী’ গেট দিয়ে তাঁদের মন্দিরে প্রবেশ করানো হবে। মন্দিরে প্রবেশের আগে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা দুটি লাইন থাকবে। পুণ্যার্থীদের এই অংশকে স্কাইওয়াকে ওঠানো হবে না।

এদিকে, জটিলেশ্বর মন্দিরের দিক থেকে যেসব পুণ্যার্থী আসবেন তাঁদের জন্য জটিলেশ্বর মন্দিরের রাস্তায় টিকিট কাউন্টার করা হবে। এই অংশের পুণ্যার্থীদের স্কাইওয়াক দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করানো হবে। মহিলারা চাইলে আলাদা লাইন দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন। শিবলিঙ্গে জল ঢালার পর প্রত্যেক পুণ্যার্থীকে সামনের গেট দিয়ে বেরোতে হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, স্কাইওয়াকে ওঠা-নামার সময় সিঁড়িতে পুণ্যার্থীরা যাতে সমস্যায় না পড়েন সেজন্য ‘অ্যান্টি স্কিট’ ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে। পুণ্যার্থীরা যেসব গাড়িতে আসবেন সেগুলিতে সব রকমের সাউন্ড সিস্টেম নিষিদ্ধ থাকছে। শ্রাবণীমেলার সময় জল্পেশের রাস্তায় পূর্ত দপ্তরের পুরোনো জরদা সেতুটি বন্ধ রাখা হবে। জেলা পরিষদের তৈরি সেতু দিয়ে পুণ্যার্থীদের যাওয়া ও পূর্ত দপ্তরের তৈরি নতুন সেতু দিয়ে পুণ্যার্থীদের ফেরানো হবে।

এদিন পুলিশ সুপারের সঙ্গে পরিদর্শনে ডিএসপি (অপরাধ দমন) শান্তিনাথ পাঁজা, ডিএসপি (ট্রাফিক) ও ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

শিশুমৃত্যুর তদন্ত করবে স্বাস্থ্য দপ্তর

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১০ জুলাই : ধূপগুড়ি হাসপাতালে পাঁচ মাসের শিশুমৃত্যু ঘটনার তদন্ত করবে জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও আধিকারিকদের নিয়ে একটি দল গঠন করে পুরো ঘটনাটির তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার।

বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে শিশুমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়। শিশুর দেহ ময়নাতদন্তের পর এদিন পুলিশের তরফে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও আধিকারিকদের নিয়ে দল ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এর আগে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। ধূপগুড়ি থানার তরফে জানানো হয়েছে, এবিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে শিশুর পরিবারের করা অভিযোগ জেলা পুলিশ সুপার মারফত জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠানো হবে। ঘটনার তদন্তের দাবিতে পুলিশের

সতর্ক প্রশাসন

- ধূপগুড়ি হাসপাতালে পাঁচ মাসের শিশুমৃত্যুর ঘটনার কারণ খোঁজা হবে
- বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও আধিকারিকদের নিয়ে একটি দল এই কাজ করবে
- ময়নাতদন্তের পর শিশুর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়

পাশাপাশি শিশুটির পরিবারের তরফ থেকে মহকুমা শাসক এবং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছে।

এদিকে পাঁচ মাসের শিশুমৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে অনড় মৃত শিশুর কাকা বকুল রায়। তিনি বলেন, ‘অসুস্থ শিশুকে সকাল সাড়ে ৫টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বিনা চিকিৎসায় অপেক্ষা করানো হল। কর্তব্যরত চিকিৎসককে আবেদন করা হলেও তিনি রেফার করেননি। শেষে এক নাগাড়ে নয়টি ইনজেকশন দেওয়া হলেও বাঁচেনি শিশুটি। চিকিৎসায় চূড়ান্ত গাফিলতি না হলে এই মর্মান্তিক ঘটনা এড়ানো যেত।’

গত বুধবারের শিশুমৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিশেষত রাতে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড এবং আউটডোরে চিকিৎসকদের উপস্থিতি এবং আচরণ নিয়ে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ফের যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেজন্য আগে থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দাবিতে অনেকে সরব হয়েছেন।

চায়ের দামে সুরক্ষা চান ক্ষুদ্র চাষিরা

নাগরাকাটা, ১০ জুলাই : টি বোর্ডের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাঁদের উৎপাদিত কাঁচা পাতার জন্য ‘প্রাইস প্রোটেকশন স্কিম’-এর দাবি জানালেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের কাছে এই প্রস্তাব পাঠিয়েছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন ‘কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন’ বা সিস্টা। সংগঠনের সভাপতি ও জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ‘আমাদের মূল দাবি, কাঁচা পাতার মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস বা ন্যূনতম সহায়কমূল্য ঘোষণা করতে হবে। তবে যতদিন না তা কার্যকর হচ্ছে ততদিন প্রাইস প্রোটেকশন বা দাম প্রাপ্তিতে সুরক্ষা দেওয়া হোক।’

উল্লেখ্য, গোটা দেশের মোট চা উৎপাদনের শতকরা ৫২ ভাগ ও উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ আসে ক্ষুদ্র চা চাষিদের থেকে। ক্ষুদ্র চাষের মাধ্যমে তৈরি হয় বিপুল কর্মসংস্থান। দামের কোনও নিশ্চয়তা না থাকায় চাষিদের লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ।

ভেস্তে গেল আমবাড়ি বাগান খোলার আশা

আশ্বাস পেল কাঁঠালগুড়ি চা বাগান

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ১০ জুন : আমবাড়ি চা বাগান নিয়ে বৃহস্পতিবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে হাজির হল না মালিকপক্ষ। মালিকপক্ষের অনুপস্থিতিতে বাগান খোলা নিয়ে কোনও সমাধানে যেতে পারল না শ্রম দপ্তর। ফলে আমবাড়ি চা বাগানের শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় থাকল। যদিও শ্রম দপ্তর জানিয়েছে, এদিন মালিকপক্ষের প্রতিনিধি না থাকায় শ্রমিক সংগঠনের উপস্থিতিতে তাঁদের দাবিগুলি শোনা হয়েছে। জলপাইগুড়ি সহকারী লেবার কমিশনার রাতুল ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমরা আশাবাদী। আলোচনার মাধ্যমে খুব শীঘ্রই সমাধান সূত্র বের হবে।’

এদিন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি বাবন গোপ ও তবারক আলি জানিয়েছেন, যতদিন চা বাগান না খুলছে ততদিন পড়ুয়াদের স্কুলবাস, মেডিকেল টিম পাঠাতে হবে। পাশাপাশি শ্রমিকদের জিআর ব্যবস্থা করতে হবে বলেও তাঁরা জানিয়েছেন। একই কথা জানিয়েছেন বিজেপি সমর্থিত বিটিডব্লিউইউ বানারহাট ব্লক সভাপতি জয়রাজ বিশ্বকর্মা। তাঁর বক্তব্য, ‘এটা পাতা তোলার মরশুম। এই সময় বাগান বন্ধ রাখা শ্রমিক ও মালিক দুইপক্ষের জন্যই খারাপ। তাই আমরা আজ মিটিংয়ে শ্রমিকদের দাবিগুলি তুলে ধরি।’

অভিযোগ, গত মঙ্গলবার আমবাড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষ বিনা নোটিশে চা বাগান ছেড়ে চলে যায়।

আমবাড়ি চা বাগানের ফ্যাক্টরি গেটের বাইরে শ্রমিকরা।

বন্ধ বাগানে দাবি

- যতদিন চা বাগান না খুলছে ততদিন পড়ুয়াদের স্কুলবাস, মেডিকেল টিম পাঠাতে হবে আমবাড়ি চা বাগানে
- শ্রমিকদের জিআর-এর ব্যবস্থা করতে হবে বলেও শ্রমিক সংগঠনগুলি জানিয়েছে
- গত মঙ্গলবার আমবাড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষ বিনা নোটিশে চা বাগান ছেড়ে চলে যায়

চা শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন বাগানে চা বাগান পরিচালন কর্তৃপক্ষ নেই। যদিও সেদিনই শ্রম দপ্তর বিকেলে একটি কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি ই-মেল মারফত পান। অবস্থা বুঝে মঙ্গলবার তড়িঘড়ি শ্রম দপ্তর বৈঠক ডাকে। যদিও বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দুইদিনই শ্রম দপ্তরের বৈঠকে গরহাজির থাকে মালিকপক্ষ।

অন্যদিকে, এদিন জলপাইগুড়ি ডেপুটি লেবার কমিশনার অফিসে বানারহাটের কাঁঠালগুড়ি চা বাগানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে শ্রমিকরা তাঁদের দাবি সম্পর্কে আশ্বাস পান বলে জানা গিয়েছে। ২০১০ সালে নতুন মালিকের হাত ধরে বাগান খোলার সময় ১৪৭৯ জন স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার চুক্তি হয়েছিল। তবে বাগান মালিক ১১৭২ জন স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করেন। বাকি শ্রমিকদের অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করানো হয় বলে জানা গিয়েছে। এদিনের বৈঠকে তাঁদের স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করার দাবি জানানো হয়। মালিকপক্ষ সেই বিষয়টি শ্রমিক সংগঠনকে খোঁজ নিয়ে তার তথ্য চেয়েছেন।

স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে চিঠি

মেটেলি, ১০ জুলাই : মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের কমিশনারকে চিঠি দিলেন। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ পানীয় জল সমস্যা, বিদ্যুতের তার মেরামতি, স্কুল চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিয়েছে। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী এবং প্রধান শিক্ষিকাকে নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। স্কুল মেরামতের খরচের হিসেব তৈরি করারও নির্দেশ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে।

প্রধান শিক্ষিকা মিশা ঘোষাল জানান, বিদ্যালয়ে বিদ্যুতের তার মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা সহ অন্যান্য কাজ চলছে। সীমানা প্রাচীর, শ্রেণিকক্ষ মেরামতের জন্য বিডিও অফিস থেকে ইঞ্জিনিয়ার এসে দেখে গেছেন। তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাওয়ার পর সেটি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে পাঠানো হবে। গত সোমবার মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট সহ বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত বেহাল অবস্থার অভিযোগ তুলে সরব হন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, অভিভাবক সহ স্থানীয় জনগণ। সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। শুক্রবার বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সমস্যা সমাধান সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে মাটিয়ালি বিডিও অফিসে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছে।

প্রতিবাদের হুঁশিয়ারি

নাগরাকাটা, ১০ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পর্ষদের সদর কার্যালয় মালবাজার থেকে সরিয়ে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা করা হলে তার প্রতিবাদ জানানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন ডুয়ার্স অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতারা।

শুক্রবার মালবাজারে সংগঠনের তরফ থেকে একটি প্রতীকী প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের নেতা তেজকুমার টোপ্পো বলেন, ‘এটা হতে দেব না। ডুয়ার্স-তরাইয়ের আদিবাসী সমাজ রুখে দাঁড়াবে।’

যদিও অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, ‘উন্নয়ন পর্ষদের নতুন কমিটি তৈরি হয়েছে। তারাই বিষয়টি ঠিক করবে। মালবাজারের অফিস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এ কথা বলার সময় আসেনি।’

ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন

নাগরাকাটা, ১০ জুলাই : ডেঙ্গি নিয়ে নাগরাকাটার একাংশ এখনও সেভাবে সচেতন নয়। সেই উদ্বেগ ধরা পড়ল বৃহস্পতিবারের ব্লক প্রশাসনের পর্যবেক্ষণ বৈঠকে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য, মালবাজারের মহকুমা শাসক শুভম কুণ্ডল, বিডিও পঙ্কজ কোনার, ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রজ্ঞা লেপচা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর ও ব্লক প্রশাসনের অন্য পদাধিকারী সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, নির্মাণ সহায়ক, পঞ্চায়েত এগজিকিউটিভ, পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত সদস্য। বিডিও বলেন, ‘ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে ব্লক ও জেলা প্রশাসন এক হয়ে কাজ করছে। কোথাও কোনও খামতি নেই। আমাদের কাজ জারি থাকবে। তবে বাসিন্দাদের একাংশ এখনও সচেতন হচ্ছেন না। বিষয়টি অবশ্যই দুশ্চিন্তার। আমরা সবাইকে বারবার করে অনুরোধ করছি, বাড়িতে বা আশপাশে কোথাও জল জমতে দেবেন না।’

এদিনের পর্যালোচনা বৈঠকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বাংলার আবাস, স্বাস্থ্যসাথী, চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা, জাতিগত শংসাপত্র প্রদান সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বিষয়ে বিশদে আলোচনা হয়। মোট ২১টি বিষয় আলোচ্যসূচিতে ছিল। একমাত্র ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সমস্ত কাজেই সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে।

নিকাশিনালার ওপর বেআইনি নির্মাণ, ক্ষোভ

গয়েরকাটা, ১০ জুলাই : গয়েরকাটায় নিকাশিনালার ওপর জায়গা দখল করে নির্মাণ করার অভিযোগ দুই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। ঘটনা গয়েরকাটা-বীরপাড়া রোডে আংরাভাসা সেতু সংলগ্ন শান্তিনগর কলোনির। সেখানে ঢোকার মুখে একটি নিকাশিনালা রয়েছে। শান্তিনগর, সুভাষপল্লির নোংরা জল এই নিকাশিনালা দিয়েই বেরিয়ে যায়। অভিযোগ, আইনের তোয়াক্কা না করে সেই নিকাশিনালার ওপর জায়গা দখল করে পাকাঘর তুলছেন এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮’এর পাশের বাসিন্দা এক গ্যারাজ মালিক ও এক হোটেল ব্যবসায়ী। স্থানীয়রা প্রশাসনের কাছে ওই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে সাঁকোয়াঝোরা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বৃহস্পতিবার এই নিয়ে সরব হন তাঁরা। সুস্মিতা পাল নামে এক বধূ বলেন, ‘নর্দমার ওপর নির্মাণকাজ চলছে। এভাবে নিকাশিনালার ওপর নির্মাণ হলে এলাকার জল বাধাপ্রাপ্ত হবে। তাতে জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনিতেই বেশি বৃষ্টি হলে এলাকা জলমগ্ন হয়। তার ওপর এই নির্মাণ আরও দুর্ভোগ ডেকে আনবে।’ আরেক বাসিন্দা নারায়ণ মজুমদার বলেন, ‘এই ড্রেন দিয়েই গয়েরকাটার বিস্তীর্ণ এলাকার জল নদীতে গিয়ে পড়ে। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের দেখা উচিত। এভাবে এদের দেখে অন্যরাও সাহস পাবে।’

তবে অভিযুক্ত গ্যারাজ মালিক এবং হোটেল ব্যবসায়ীর দাবি, তাঁরা নিকাশিনালা বন্ধ করেননি। অন্য জায়গায় নির্মাণ করছেন।

বিষয়টি নিয়ে সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবণী দে ঘোষ বলেন, ‘হাইড্রেনের ওপর কেউ নির্মাণ করতে পারে না। আমরা তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। ইতিমধ্যেই একটি অভিযোগ জমা পড়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বিষয়টি দেখা হচ্ছে।’

সামিরের স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে এল প্রশাসন

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : চোখে উসেইন বোল্ট হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু, অর্থাভাবে দৌড়ের উপযোগী জুতো কেনার সামর্থ্য নেই সামির রহমানের। এবার তাঁর স্বপ্নপূরণ করতে এগিয়ে এল ব্লক প্রশাসন। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কাদোবাড়ি এলাকার সনপুকুরিপাড়ার বাসিন্দা সামির। অভাবের সংসারে সামির এই দৌড়কে রাজ্য কিংবা জাতীয় স্তরে নিয়ে যেতে পারবে বলে ভাবেননি। কিন্তু, অদম্য লড়াই আর জেদ আজ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল গেমসে। খেলতে যাওয়ার আগে বুধবার সামিরের হাতে স্পাইক জুতো তুলে দিয়ে শুভকামনা জানান জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার।

সামির বলেন, ‘সামনেই পাটনায় ন্যাশনাল গেমস আছে। রানের জন্য স্পাইক জুতো প্রয়োজন। কেনার সামর্থ্য নেই। বিডিও স্যরকে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করি। উনি দিল্লি থেকে অর্ডার দিয়ে জুতো এনে দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ। ওঁর দেওয়া উপহারের যেন মর্যাদা রাখতে পারি।’ বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, ‘ব্লক প্রশাসন সবসময় চেষ্টা করে কেউ যাতে দারিদ্র্যের জন্য স্বপ্ন বিসর্জন না দেয়। তাই আগেও যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো হয়েছে, এবং আগামীতেও হবে।’

ধর্না চলছে

ধূপগুড়ি, ১০ জুলাই : বিয়ের দাবিতে বৃহস্পতিবারও প্রেমিকের বাড়িতে ধর্নায় বসে রইলেন এক তরুণী। ধূপগুড়ির গাদং-২ পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। বুধবার রাত থেকে ওই তরুণী তরুণের বাড়িতে ধর্নায় বসে রয়েছেন। দুইজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও তরুণের পরিবার তাঁকে স্বীকার করতে রাজি হচ্ছে না বলে ওই তরুণীর দাবি।

অভিযোগ

ধূপগুড়ি, ১০ জুলাই : নাবালককে বাড়িতে ডেকে যৌন হেনস্তা প্রতিবেশী ব্যক্তির। প্রতিবাদ করায় পালটা মারধর। বৃহস্পতিবারের ওই ঘটনায় দুটি পৃথক মামলা দায়ের হয়েছে। মূল অভিযুক্ত মিথ্যে মামলা সাজিয়ে নির্যাতিত নাবালকের বাবাকে গ্রেপ্তার করিয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ তদন্ত করছে।

বৃষ্টির অভাবে আমন ধানের চারা রোপণ করতে পারছেন না কৃষকরা।

বৃষ্টির আকাল, সেচখালের জল ছাড়ার দাবি

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১০ জুলাই : এখনও সেভাবে বৃষ্টির দেখা নেই উত্তরবঙ্গে। মে মাসে কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি লক্ষ করা গেলেও, এই পরিস্থিতিতে খেতে আমন ধান লাগাতে পারছেন না কৃষকরা। আবহাওয়া দপ্তর থেকেও আপাতত বৃষ্টির পূর্বাভাস নিয়ে কোনও আশার বাণী শোনাতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। আশঙ্কা, সেচের জল না ছাড়লে মাঠে বেশিদিন বাঁচবে না ধানের চারা। ফলে এখন অবস্থা সামাল দিতে অবিলম্বে সেচখাল থেকে জল ছাড়ার দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। যদিও শীঘ্রই ক্যানালে জল ছাড়া হবে বলে সেচ দপ্তর আশ্বাস দিয়েছে।

রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর একটি কৃষিবলয় অঞ্চল। এখানে মোট কৃষিজমির পরিমাণ ৩,৪৭৬ হেক্টর। নথিভুক্ত কৃষকের সংখ্যা ৮,৬৯০। পানাসগুড়ি, মালিভিটা, প্রধানপাড়া, মুরগিভিটা কেবলপাড়া, সরকারপাড়া, হাশুয়াপাড়া, ঘাউরিপাড়া সাহেববাড়ি এলাকায় ধান চাষ হয়ে থাকে। সংকটের মুখে বেলাকোবা ও পানিকৌরি অঞ্চলের কৃষকরাও। বৃষ্টির অভাবে এরমধ্যে আমন ধানের চারা রোপণ করতে পারেননি বেশিরভাগ কৃষক। ফলে চারা বড় হয়ে হলুদ হয়ে যাচ্ছে। বড়সড়ো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কায় আছেন বলে জানান কৃষক অখিলচন্দ্র রায়, তারিক আজিজ, জগদীশ বর্মন, ধরণী রায়রা।

তারিক বললেন, ‘বৃষ্টি না হওয়ায় চাষ করা জমিতে ঘাস গজিয়ে উঠছে। কিন্তু আমন ধানের চারা রোপণ করতে পারিনি। শুধু ধানই নয়। বৃষ্টি না হওয়ায় পাট গাছ ভেজানো যাচ্ছে না। জমিতে দাঁড়িয়ে আছে পাট গাছ। সংকটে কৃষকরা।’ শিকারপুর অঞ্চলের প্রধান প্রভা কুজুর বলেন, ‘জল ছাড়ার ব্যাপারে সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা হয়। কিন্তু এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।’ এদিন তিনি তিস্তা মহানন্দা লিংক ক্যানাল ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ফের চিঠি দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থার আবেদন করেছেন।

সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে সম্মতিপত্র এলে তবেই জল ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব। যদিও চিঠি পেলেই জল ছাড়ার বিষয়ে তাঁরা প্রস্তুতি সেরে রেখেছেন বলে জানিয়েছেন সেচ দপ্তরের কর্তারা।

হাতির হানা

মেটেলি, ১০ জুলাই : খাবারের খোঁজে এবার শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে ঢুকে পড়ল হাতি। শ্রেণিকক্ষের দেওয়াল ভেঙে নষ্ট করল আসবাবপত্র। মাটিয়ালি ব্লকের ইনডং চা বাগানের শকুন্তলা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের ঘটনা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বুধবার রাত বারোটা নাগাদ চাপড়ামারি জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে চলে আসে ওই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে। হাতিটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের দেওয়াল ভেঙে দেয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকারে হাতিটি ওই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে ওই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকারা বিষয়টি জানতে পারেন। শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকা মুক্তা ভোদ্রা ইন্দুয়ার বলেন, ‘হাতির হামলায় অনেক ক্ষতি হয়েছে। তার জেরে এদিন বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন চালাতে খুবই সমস্যা হয়েছে। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।’ ইনডং চা বাগানটি চাপড়ামারি জঙ্গল সংলগ্ন হওয়ায় মাঝেমধ্যেই বন্যপ্রাণীরা সেখানে চলে আসে। দিনদুয়েক আগেও রাতে ইনডং চা বাগানে চিতাবাঘের ঘুরে বেড়ানোর ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ফলে, রাতে চা বাগানে বনকর্মীদের টহলদারির দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

কম খরচে ডাক বিভাগে পার্সেল বুকিং

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : এখন থেকে কম খরচে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা তাঁদের বিক্রিত সামগ্রী ডাক বিভাগের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে পাঠাতে পারবেন। কীভাবে চা পাতা, কাপড় সহ বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী ডাক বিভাগের সাধারণ পোস্ট ও স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পাঠাবেন তা বোঝাতে একটি কর্মশালা হল। বৃহস্পতিবার ডাক বিভাগের তরফে জলপাইগুড়ির বড় ডাকঘরে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ডাক বিভাগের উত্তরবঙ্গের সহকারী অধিকর্তা সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমরা ডাক বিভাগে পার্সেল বুকিং করাতে লম্বা লাইনে এসে দাঁড়াতে বলছি না। এখন বাড়িতে বসে অনলাইনে অথবা টোল ফ্রি ৯৪৩৩১৬৫০৫০ নম্বরে ফোন করলে ডাক বিভাগের পার্সেল বুকিং কর্মী বাড়িতে গিয়ে হাজির হবেন। এতে বাড়তি ঝামেলা থাকল না। অন্য পরিবহণ সংস্থার চেয়ে অনেক কম খরচে সামগ্রী বুকিং করা যাবে।’

এদিনের কর্মশালায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সদস্য, চা ব্যবসায়ী, হস্তশিল্প সামগ্রী ও কাপড় ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। কাপড় ব্যবসায়ী তুলিকা চক্রবর্তীর কথায়, ‘আমি নিজে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কাপড় বিক্রি করি। কিন্তু ডাক বিভাগের পার্সেল বুকিং দেশের অভ্যন্তরে অত্যন্ত কম খরচে পাঠানোর পরিষেবা বিষয়ে এদিন জানলাম। পুজোর আগে বেশ কয়েকটি কাপড়ের থান দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পার্সেল করার পরিকল্পনা নিয়ে ফেললাম।’

এদিন অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট থেকে হস্তশিল্প সামগ্রী প্রস্তুতকারক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যারা কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে এদিন রিমঝিম চক্রবর্তী হাজির

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি বড় ডাকঘরে ব্যবসায়ীদের নিয়ে কর্মশালা।

হন। তাঁর নিজস্ব হস্তশিল্প সামগ্রীর ওয়েবসাইট রয়েছে। অনেকে সেখানে অনলাইনে অর্ডার করেন। কিন্তু বেসরকারি কুরিয়ার সংস্থার মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে পাঠাতে অনেক টাকা খরচ হয়। তাই ডাক বিভাগের মাধ্যমে তাঁরা এখন থেকে হস্তশিল্প সামগ্রী পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি বড় ডাকঘরের সিনিয়ার পোস্ট মাস্টার দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যর বক্তব্য, ‘আমাদের পার্সেল বুকিং পরিষেবা মানুষের খরচের নাগালের মধ্যে রয়েছে। এখন থেকে ডাকঘরে এসে লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। আমরা আপনাদের কাছে বুকিং করতে পৌঁছে যাব।’

> আমাদের পার্সেল বুকিং পরিষেবা মানুষের খরচের নাগালের মধ্যে রয়েছে। এখন থেকে ডাকঘরে এসে লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। আমরা আপনাদের কাছে বুকিং করতে পৌঁছে যাব।
>
> **দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য**
> সিনিয়ার পোস্ট মাস্টার

জলপাইগুড়ি শহরের চা ব্যবসায়ী শম্ভু ঝা জানান, মাঝেমধ্যে অনেকে আমাদের দার্জিলিং চা পাঠাতে অনুরোধ করেন। সেদিক থেকে ডাক বিভাগের পার্সেল বুকিং কর্মী দোকানে এসে চায়ের প্যাকেট নিয়ে যাবে বলছে। তাই চা পাতা পাঠানোর বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

তালাবন্ধ কেন্দ্রের বাইরে কর্মী ও সহায়িকারা।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা গ্রামবাসীদের

কর্মী-সহায়িকাদের কাণ্ডে ক্ষোভ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১০ জুলাই : একযোগে ১৫টি কেন্দ্র বন্ধ করে ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকারা। আর সেই ক্ষোভেই এবারে গ্রামবাসীরা পালটা বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে তালা দিয়ে জবাবদিহি চাইলেন কর্মীদের কাছে। বিপাকে পড়ে ভুল স্বীকার করেছে ঝাড় আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মী-সহায়িকারা।

বুধবারের দেশব্যাপী ধর্মঘটে শামিল হতে ঝাড় আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৫টি কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকারা পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার বন্ধ রেখে চলে যান। পড়ুয়ারা কেন্দ্রে এলেও খালি হাতেই ফিরে যায়। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা। এরপরই ক্ষোভের বশে বাসিন্দাদের একাংশ পালটা কয়েকটি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেন। যার জেরে বৃহস্পতিবার সকালেও আইসিডিএস সেন্টার খোলা যায়নি।

এদিন গ্রামবাসীদের তালা ঝোলানোর বিষয়টি আগে থেকেই রটে যাওয়ায় পড়ুয়ারাও কেন্দ্রে আসেনি। কর্মী ও সহায়িকারা এসে তালা ঝোলানো দেখে অবাক হয়ে যান। খবর যায় ধূপগুড়ি ব্লকের সিডিপিও-র কাছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রবি রাভা ও অন্যরা। রবি বলেন, 'ধর্মঘটে শামিল হতে সরকারি নির্দেশিকা উপেক্ষা করে ১৫টি কেন্দ্র বন্ধ রেখে কর্মী ও সহায়িকারা চলে গিয়েছিলেন। মূলত সরোজিনী প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্র, মধ্য খুট্টিমারি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, চলন্তিকা ক্লাবের কার্যালয়ে চলা অঙ্গনওয়াড়ি সহ মোট ১৫টি কেন্দ্র বন্ধ ছিল। এতেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা কয়েকটি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেন। কিছুটা উত্তেজনা ছড়ায়।' ধূপগুড়ির সিডিপিও নীলাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তারপরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সিডিপিও সমস্ত কর্মীকে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ডেকে এনে আলোচনাও করেছেন এবং তাঁদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয় বলেও প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

গ্রামবাসী আয়ুব আলি বলেন, 'আইসিডিএস কেন্দ্র থেকে পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয় এবং পঠনপাঠনের কাজও হয়। কিন্তু সরকারি নির্দেশ না মেনে কর্মীরা কেন্দ্র বন্ধ করে চলে গিয়েছিলেন। আমরা পালটা তালা ঝুলিয়ে তার জবাবদিহি চাইছি। কাউকে না জানিয়ে এভাবে তাঁদের কেন্দ্র বন্ধ করে চলে যাওয়া একেবারেই ঠিক হয়নি।'

এদিকে, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রে এসে তালাবন্ধ দেখে চমকে যান কর্মী ও সহায়িকারা। এক কর্মী মিনতি রায় বলেন, 'দাবিদাওয়া নিয়ে আমরা আন্দোলনে শামিল হয়েছিলাম। কিন্তু এমনটা হবে ভাবিনি। কেন্দ্র বন্ধ রাখা ভুল হয়ে গিয়েছে। আমরা ভুল স্বীকার করে নিচ্ছি।'

থানার পাঁচিলে শুয়োরের খাটাল

পুলিশের দাবি, পুরসভাকেই নিতে হবে উদ্যোগ

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১০ জুলাই : ময়নাগুড়ি থানার সীমানা প্রাচীরকে ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে শুয়োরের খাটাল। পাশেই রয়েছে জরদা নদী। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় খাটাল তৈরি হওয়ায় প্রতিনিয়ত দূষণ ছড়াচ্ছে। পুলিশের নাকের ডগায় কীভাবে খাটাল গজিয়ে উঠতে পারে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'এই বিষয়ে উদ্যোগ পুরসভাকেই নিতে হবে। পুরসভা যদি সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা হবে।' যদিও এই বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতার কথা জানিয়েছেন ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী। তিনি বলেন, 'পুরসভার পরিকাঠামো না থাকায় খাটাল বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।' মানুষ সচেতন না হলে এই ধরনের কাজ বন্ধ সম্ভব নয় বলে মনে করেন পুরসভার চেয়ারম্যান।

ময়নাগুড়ি বাজারের মধ্যে থাকা এই শুয়োরের খাটাল থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ।

ময়নাগুড়ির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ময়নাগুড়ি বাজার। বাজারের পাশে জরদা নদীর গা ঘেঁষে মাছ ও মাংসের দোকান। পাশেই রয়েছে ময়নাগুড়ি থানা। ময়নাগুড়ি থানার সীমানা প্রাচীরকেই শুয়োরের খাটালের এক পাশের দেওয়াল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বাজারের মাঝে শুয়োরের খাটাল থেকে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ায়। অপরদিকে, শুয়োরের খাটাল থেকে বিভিন্ন আবর্জনা গিয়ে পড়ছে জরদা নদীতে। এই জরদা নদীতে যেখানে শুয়োরের খাটাল রয়েছে তার পাশে প্রচুর জনবসতি, ময়নাগুড়ি থানা। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক বিভিন্ন কাজে এই নদীকে ব্যবহার করেন। নদীতে চলে স্নান, কাপড় ধোয়ার কাজ। পাশেই এভাবে শুয়োরের খাটাল গজিয়ে ওঠায় সেই শুয়োরের মলমূত্র নদীতে পড়ে নদীর জল বিষাক্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ। এর আগেও পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভার তরফে যৌথ অভিযান চালানো হয়েছিল। তারপরও খাটালটি বন্ধ করা যায়নি।

পুরসভা খাটাল বন্ধ নিয়ে উদ্যোগ না নেওয়ায় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউত বলেন, 'পুর এলাকার মাঝে কোনওমতেই শুয়োরের খাটাল রাখা যায় না।' পুরসভা কেন এই অবৈধ খাটাল বন্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন নাগরিক চেতনার সম্পাদক। একই মত পোষণ করেছেন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপ্পা শাহ। তিনি বলেন, 'অবৈধ খাটাল বন্ধে পুরসভার কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' তবে আগামীদিনে ফের এই ধরনের অভিযানে নামা হবে বলে আশ্বাস দেন স্থানীয় কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল।

বাড়ছে ভোগান্তি

- ময়নাগুড়ি বাজারের মাঝে শুয়োরের খাটাল
- খাটাল থেকে এলাকায় ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ
- দূষিত হচ্ছে জরদা নদীও
- যদিও এই বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতার কথা জানিয়েছে পুরসভা

> এই বিষয়ে উদ্যোগ পুরসভাকেই নিতে হবে। পুরসভা যদি সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা হবে।
>
> **সুবল ঘোষ**
> আইসি, ময়নাগুড়ি থানা

ফালাকাটা মহারাজের নতুন মন্দিরের পুনর্নির্মাণ শুরু

রাজগঞ্জ, ১০ জুলাই : শতাব্দীপ্রাচীন ফালাকাটা মহারাজের মন্দিরের নবনির্মাণের সূচনা হল বৃহস্পতিবার গুরুপূর্ণিমার দিন। নতুন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এলাকার বিশিষ্টজন ও মন্দির কমিটির সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ধনঞ্জয় মণ্ডল, বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তুষারকান্তি দত্ত প্রমুখ।

এদিন মন্দির প্রাঙ্গণ ছিল উৎসবমুখর। ফালাকাটার রাজার নাম অনুসারে এই জায়গার নাম হয় আমবাড়ি ফালাকাটা। ফালাকাটা মহারাজের ভূমিকা স্মরণ করে তুষারকান্তি বললেন, 'ফালাকাটা মহারাজের মন্দির শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় স্থান নয়। এটি আমাদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং আস্থার প্রতীক। এই শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে আমরা সকলে একসঙ্গে কাজ করব। রাজগঞ্জ সহ আশপাশের সমস্ত এলাকাবাসীর কাছে অনুরোধ, আগামী শনিবার আয়োজিত মেলায় অংশগ্রহণ করুন এবং নতুন মন্দির নির্মাণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।'

মন্দিরটিকে ঘিরে প্রতি বছর মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এ বছরও শনিবার থেকে মেলার আয়োজন করেছে মন্দির কমিটি। এলাকার ঐতিহ্য ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে প্রতিবারের মতো এবারও এই মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ধনঞ্জয় মণ্ডল আশা প্রকাশ করেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
রংতুলির আসরে।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন শুভম শর্মা।

কুড়িরও বেশি এজেন্ট সোমনাথের

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : উত্তরবঙ্গজুড়ে চক্র চালানোর জন্য সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ২০ জনেরও বেশি এজেন্ট নিয়োগ করেছিলেন। এই এজেন্টদের মধ্যে কয়েকজনকে কমিশন ভিত্তিতে টাকা দেওয়া হত। বিশেষ বিশ্বাসযোগ্যদের মাইনের ব্যবস্থাও করেছিলেন সোমনাথ। গাড়ি ভাড়া হওয়ার পর সেটা নিতে যাওয়ার জন্য এই এজেন্টরাই মালিকদের কাছে হাজির হতেন। এই এজেন্টরাই আবার সেই ভাড়ায় নেওয়া গাড়ি ক্রেতাদের হাতে বিক্রি করে দিতেন। কোনওটা আবার বন্ধক রাখা হত। গোটাটাই অবশ্য চলত সোমনাথের অঙ্গুলিহেলনে। শুধু তাই নয়, এজেন্টরা যাতে বিশ্বাসযোগ্যতা না ভাঙতে পারে, তার জন্য গাড়ি চুরির পর টেকনিসিয়ান দিয়ে আগের জিপিএস ফেলে নতুন জিপিএস লাগিয়ে নিতেন সোমনাথ। এরপর সেই জিপিএস-এর মাধ্যমে গাড়ির উপর নজরদারি চালাতেন তিনি।

সোমনাথকে গ্রেপ্তার করার পর থেকে একাধিক তত্ত্ব হাতে এসেছে পুলিশের। এক এক জায়গায় নিজের এক এক ধরনের পরিচয়ও দিয়েছেন সোমনাথ।

এদিন প্রধাননগর থানার সামনে দাঁড়িয়ে সোমনাথের সেই নানা রূপের কথাই তুলে ধরেন গুয়াহাটির বাসিন্দা গাড়ির ব্যবসায়ী জয়কৃষ্ণ ফুকন। তিনি বলেন, 'প্রথমে সোমনাথ অ্যাপের মাধ্যমে আমার থেকে এক সপ্তাহের জন্য গাড়ি ভাড়া নেন। এরপর গাড়ি ফেরত দেন। এরপর সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি বলেন, তাঁর ৫০টি গাড়ি এক সপ্তাহের জন্য ভাড়ায় লাগবে। কারণ গুয়াহাটি ও সংলগ্ন এলাকায় তাঁর বেশ কয়েকটি হোমস্টে লাগবে। শিলিগুড়ি থেকে বেশ কয়েকজন ইউটিউবার আসবে। অসমের বিভিন্ন জায়গায় ও মেঘালয়ে শুটিং হবে। এরপর বিভিন্ন এজেন্সি থেকে ৫০টি গাড়ি এক সপ্তাহের জন্য তাঁকে ভাড়া দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পর গাড়ি ফেরত চাওয়া হলে আরও দুই-তিনদিন সময় চাওয়া হয়। এরপরই দেখা যায়, গাড়িগুলির জিপিএস কেটে দেওয়া হয়েছে। পরে শুনি, সোমনাথ শিলিগুড়িতে পাকড়াও হয়েছেন।'

নতুন আদালত ভবন পরিদর্শন বিচারপতির

মালবাজার, ১০ জুলাই : সদ্য জেলা জজের দায়িত্ব নিয়েছেন জেলা আদালতের বিচারপতি সুরজিৎ দে। দায়িত্ব নিয়েই প্রথমবার মালবাজার মহকুমা আদালতের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করতে এলেন তিনি। নতুন আদালত ভবন তৈরি নিয়ে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন তিনি। পরিদর্শনে সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ সঞ্জয়রঞ্জন পাল।

মাস চারেক হল মালবাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জেলা পরিষদের একটি ভবনে স্থানান্তর হয়েছে মহকুমা আদালত। তারপর একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন আদালত ভবন নির্মাণের কথা ঘোষণা করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এসিজেএম, পকসো কোর্ট সহ প্রায় পাঁচটি আদালতের কাজ হবে মালবাজারে। ভবিষ্যতে সেই আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে। আদালতের নতুন ভবনের সঙ্গে তৈরি হবে বিচারকদের আবাসন, কর্মীদের আবাসন, বাগান, গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা, কোর্ট হাজত। মহকুমা আদালতের প্রকল্পের কাজে রাজ্য সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই তিন একরের বেশি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই ডিপিআর চূড়ান্ত করবে রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগ। জেলা জজ এদিন বর্তমান আদালত ভবনের পেছনে গিয়ে আদালতের জন্য বরাদ্দ জমি ঘুরে দেখেন। সঙ্গে ছিলেন পূর্ত বিভাগের সহকারী বাস্তুকার সৌভিক সাহা, মালের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রীতি লামা, মালবাজার মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী কল্লোল সেন, সহ অন্য আইনজীবী ও জেলা ভূমি রাজস্ব বিভাগের আধিকারিকরা। তবে মাল মহকুমার রজত জয়ন্তী বর্ষের মধ্যেই নবনির্মিত আদালত উপহার আশা করছেন শহরবাসী।

আইনজীবী সুদীপ্ত সাহা, সুমন শিকদার, তানবীর আলম বলেন, অনেক আগেই আদালতের স্থায়ী ভবন প্রয়োজন ছিল, এখন শুধু কাজ শুরুর অপেক্ষা। নতুন আদালত ভবন নির্মাণের নির্দেশে খুশি শহরের ব্যবসায়ীরা।

অবশেষে কাটা হল গাছ

ধূপগুড়ি, ১০ জুলাই : ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালেও বাধার কারণে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তারের নীচের একাধিক গাছ কাটা যাচ্ছিল না। যা নিয়ে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির কর্মী ও আধিকারিকরা একাধিকবার গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর পাওয়ার গ্রিড কর্তৃপক্ষ প্রশাসন ও পুলিশের দ্বারস্থ হলে গ্রামের নির্দিষ্ট বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী এদিন মান্তাপাড়ার মাস্টারপাড়া এলাকায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়। সেখানে এসডিপিও গেলসেন লেপচা, বিডিও সঞ্জয় প্রধান, আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর জমির মালিকরা গাছ কাটতে রাজি হন। এর কিছুক্ষণ পরেই গাছ কেটে দেওয়া হয়। তবে ক্ষতিপূরণ নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

প্রসঙ্গত, পাওয়ার গ্রিডের তারের নীচে গাছ ক্রমশ লম্বা হয়ে বিদ্যুতের তার ছুঁয়ে ফেলেছিল। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পাওয়ার গ্রিড কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই গাছ কাটার চেষ্টাও করছিল। কিন্তু বাধা দেওয়ায় গাছ কাটা যাচ্ছিল না। ধূপগুড়ির বিডিও সঞ্জয় প্রধান বলেন, 'গ্রামের বাসিন্দাদের বুঝিয়ে গাছগুলি কেটে দেওয়া হয়। তবে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। পাওয়ার গ্রিড কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ দেবে বলেছে। সেই ভিত্তিতে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, 'প্রথম থেকেই গাছ কাটার জন্যে ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়েছিল। সেটি নিয়ে পাওয়ার গ্রিড কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করে আসছে। তবে আধিকারিকদের কথায় গাছ কাটতে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবিও জানানো হয়েছে।'

মিছিল

ময়নাগুড়ি, ১০ জুলাই : একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়িতে একটি মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস জলপাইগুড়ি জেলা শ্রমিক সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি তপন দে, সংগঠনের ময়নাগুড়ি টাউন আহ্বায়ক সুনীল রাউত, দলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রামমোহন রায়, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা প্রমুখ। দলের কার্যালয় ইন্দিরা ভবন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে গোটা ময়নাগুড়ি শহর পরিক্রমা করে।

বিপদের আশঙ্কা শিক্ষকদের

স্কুলের পাশেই পুকুর

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১০ জুলাই : ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ হাঁসখালির ধুমসাগাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুলের সামনেই বিরাট পুকুর অথচ সীমানা প্রাচীর নেই স্কুলে। ছাত্রছাত্রীরা খেলতে খেলতে প্রায়ই পুকুরের সামনে এসে পড়ছে। অনেকসময় খুদে পড়ুয়ারা পুকুরে পড়েও যাচ্ছে। সেভাবে বড়সড়ো দুর্ঘটনা না ঘটলেও বিষয়টি ভাবাচ্ছে শিক্ষকদের। দিনকয়েক আগে মাল ব্লকের কুমলাইয়ের নেওড়া নদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক পড়ুয়া বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়ে এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। স্কুল চলাকালীন প্রতিটি মুহূর্তে পড়ুয়াদের নিয়ে খুবই আতঙ্কে থাকেন শিক্ষকরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিপুল মহন্ত বলেন, 'আমরা বিদ্যালয়ে ঢোকার আগেই পড়ুয়ারা হাজির হয়ে যায়। এছাড়া স্কুল ছুটির পরেও অনেকে খেলাধুলো করে। স্কুল চলাকালীন সবসময় কড়া নজরদারিতে ওদের রাখতে হয়। কিন্তু সবসময়ই নজরদারিতে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সীমানা প্রাচীরের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন মহলে জানানো আছে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

ধুমসাগাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে পুকুর।

বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে পড়ুয়া রয়েছে ৬৮ জন। অপরদিকে, শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ২ জন। যে জায়গায় বিদ্যালয়টি রয়েছে তার পাশেই একটি বড় পুকুর দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। শীতকালে সেভাবে চিন্তা না থাকলেও বর্ষায় পুকুরের জল টইটুম্বুর থাকে।

অভিভাবক আমরুল হকের কথায়, 'বর্ষার দিনে ভরা পুকুর প্রতিবার আমাদের চিন্তা বাড়ায়। বিদ্যালয়ে সকল শিশুকে সবসময় চোখে চোখে রাখা শিক্ষকদের সম্ভব নয়। বিপদের ভয়ে সকলকে সর্বদা কাঁটা হয়ে থাকতে হয়।'

পুকুরের আতঙ্কের কারণে বর্ষার দিনে অনেক অভিভাবক সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে সাহস পান না। এতে পঠনপাঠনে ক্ষতি হয়। অন্যদিকে, খুদেদের বাড়ি না ফেরা অবধি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেন না শিক্ষকরাও। অভিভাবকদের একটা বড় অংশই দিনমজুরের কাজ করেন। ফলে কাজকর্ম ফেলে রেখে তাঁদের পক্ষে সর্বক্ষণ স্কুলে এসে সন্তানদের পাহারা দেওয়াও সম্ভব নয়। প্রশাসনের কাছে অতি দ্রুত বিদ্যালয়ের চারধারে সীমানা প্রাচীরের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

অভিভাবক রাবিউল ইসলাম বলেন, 'বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একেবারে পাশেই পুকুরটি। সীমানা প্রাচীর থাকলে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।'

বিদ্যালয়ে মাত্র ২ জন শিক্ষক থাকায় পঠনপাঠনের ক্ষেত্রেও সমস্যার মুখে পড়তে হয়। ৫টি ক্লাস সহ অন্য যাবতীয় কাজ দুজন শিক্ষককেই সামলাতে হয়। রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিন্টু রায় বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। সীমানা প্রাচীরের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

দলের বিরুদ্ধেই বিস্ফোরক কৃষ্ণ

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু পদাধিকারী নেতার বিরুদ্ধে সরব হয়ে দলকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিলেন তৃণমূলের এসসি-এসটি সেলের সভাপতি কৃষ্ণ দাস। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবে বৈঠক করে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ আনেন কৃষ্ণ। তিনি বলেন, 'দলের যেসব নেতা মদের ব্যবসায় যুক্ত, দলে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁদের রাখা উচিত নয়। জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলি এলাকায় অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা মদ, জুয়া, মাদকের নেশায় মজে যাচ্ছে। আমরা দলের হয়ে এর বিরুদ্ধে কথা বলি অথচ কোনও কোনও নেতা মদের কারবার করেন। এটা হতে পারে না। দল এখনই ব্যবস্থা না নিলে আমরা এসসি-এসটি সেলের পক্ষ থেকে ওই নেতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

কৃষ্ণর আরও অভিযোগ, তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব বিভিন্ন বৈঠকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় না। তাঁর বক্তব্য, 'যে কোনও দলীয় বৈঠকে আমাদের শাখা সংগঠনকে ব্রাত্য করে রাখা হয়। অথচ জেলায় বিপুল সংখ্যায় তপশিলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। জেলা কমিটির বৈঠকে আমাদের ডাকা হয় না। যখন মুখ্যমন্ত্রী বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা সফরে আসেন তখন আমাকেই লোক দিয়ে মাঠ ভরাতে হয়।' এই বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রীর বক্তব্য, 'জেলা কমিটির বৈঠকে সমস্ত শাখা সংগঠনকেই ডাকা হয়।'

তিস্তার জলে ডুবল টটগাঁও, পরিদর্শনে আধিকারিকরা

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১০ জুলাই : উপচে পড়া তিস্তার জলে ফের একবার জলমগ্ন হল টটগাঁও। বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই তিস্তার বিপুল জলরাশি পশ্চিম টটগাঁও গ্রামে ঢুকতে শুরু করে। জলমগ্ন হয়ে পড়ে সরকারি প্রাথমিক স্কুলও। আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকায় সরে আসে প্রায় ১২টি পরিবার। খবর পেয়ে টটগাঁও পরিদর্শনে যান প্রশাসনের কর্তারা।

পরিদর্শক দলে ছিলেন মালের মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডল, বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস, সেচ দপ্তরের মালের এসডিও প্রসেনজিৎ চৌধুরী, বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুনম লোহার, পঞ্চায়েত সদস্য অনুপ শর্মা প্রমুখ। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। হাঁটুজল ভেঙে গ্রামের রাস্তায় ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে মালের মহকুমা শাসক বলেন, 'আগ্রাসী তিস্তার রোষানল থেকে কীভাবে গ্রামবাসীদের রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে প্রশাসনিক স্তরে চিন্তাভাবনা চলছে। শীঘ্রই ইতিবাচক কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' এদিন প্রশাসনের তরফে গ্রামের বেশ কয়েকজন মহিলার হাতে শাড়ি, বাচ্চাদের হাতে চকোলেট, বিস্কুট সহ গৃহহীন বেশ কয়েকটি পরিবারের হাতে ত্রিপল তুলে দেওয়া হয়েছে বলে বিডিও জানান।

অন্যদিকে, এদিন সকাল থেকে টটগাঁওয়ের বিরাট এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেচ দপ্তরের মালের এসডিও প্রসেনজিৎ চৌধুরী বলেন, 'কালিঝোরা ড্যাম থেকে এদিন ভোরের দিকে ১২০০ কিউমেক জল ছাড়ার ফলেই অসংরক্ষিত টটগাঁও এদিন জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বাস্তবে ভৌগোলিক কারণেই তিস্তা নদীর এই এলাকায় কোনও প্রকার বাঁধ নির্মাণ বিজ্ঞানসম্মত নয়।

টটগাঁওয়ে জল ভেঙে পরিদর্শনে মালের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস ও অন্যরা।

> আগ্রাসী তিস্তার রোষানল থেকে কীভাবে গ্রামবাসীদের রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে প্রশাসনিক স্তরে চিন্তাভাবনা চলছে। শীঘ্রই ইতিবাচক কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
>
> **শুভম কুন্ডল**
> মহকুমা শাসক, মাল

গ্রামবাসীদের বিকল্প কিছু ভাবতে হবে।'

বিষয়টি নিয়ে টটগাঁওবাসীরা কী ভাবছেন? জানতে চাইলে এলাকার দুই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অনুপ শর্মা, ভীমা উপাধ্যায় জানান, বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তিস্তার পূর্বপাড়ের এই গ্রামটি গত কয়েকবছর ধরেই তিস্তার আগ্রাসনে বিপর্যস্ত।

শুধু গতবছরের বর্ষাতেই টটগাঁওয়ের ৫৭টি বাড়ি তিস্তায় তলিয়ে গিয়েছে। এ বছর এই সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১০-এ পৌঁছেছে। চন্দন শর্মা, গণেশ ছেত্রী, গঙ্গা ছেত্রীর মতো বাসিন্দারা ঘরবাড়ি হারিয়ে প্রশাসনের সাহায্যের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছেন। এই পরিস্থিতিতে এখানকার বাসিন্দাদের প্রশাসনের তরফে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করার দাবি উঠে এসেছে। কাছাকাছি সুন্দরীবস্তি এলাকা এখানকার বাসিন্দাদের প্রথম পছন্দের বলে পঞ্চায়েত সদস্যরা জানান। প্রশাসনিক স্তরে এমন সম্ভাবনা গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলে খবর।

শিলান্যাস চালু

বাংলার কুটিরশিল্পকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে আলিপুরে তৈরি হল শিল্পান্ন। বৃহস্পতিবার এই শপিং মলের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেট্রো বিভ্রাট

বৃহস্পতিবার বিদ্যুতের সমস্যার জন্য অফিস টাইমে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ রুটে বেশ কিছুক্ষণ মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকে। চলতি সপ্তাহে এই নিয়ে তিনদিন মেট্রো বিভ্রাট হল।

সরল নিম্নচাপ

দক্ষিণবঙ্গ থেকে সরল নিম্নচাপ। আপাতত তা ঝাড়খণ্ডের দিকে চলে গিয়েছে। ফলে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার রোদ ঝলমলে আকাশ ছিল কলকাতা শহরে।

দেহ উদ্ধার

কানাডায় চাকরির টোপ দিয়ে গুজরাটের পরিবারকে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তোমার জলকে নেমেছি...

বৃহস্পতিবার কলকাতার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে। ছবি-আবির চৌধুরী।

দিল্লিতে হেনস্তা, ক্ষুব্ধ মমতা

মিথ্যাচার করছে মুখ্যমন্ত্রী, অভিযোগ বিজেপির

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জুলাই : ফের ভিনরাজ্যে কোচবিহারের বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকার ১২০০-র বেশি ভাষাভাষীর মানুষের দিন কাটছে অত্যন্ত সমস্যার মধ্যে। গত দু-দিন ধরে তাঁদের বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও ওডিশায় বাঙালি পর্যটকদের হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার ৫ শ্রমিককে ১৫ দিন ধরে বাংলাদেশি বলে থানায় আটক করে রেখে দেওয়া হয়েছে বলে নতুন করে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বুধবারই এই নিয়ে ওডিশার মুখ্যসচিব মনোজ আহুজাকে চিঠি দিয়েছিলেন এই রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

দিল্লির বসন্তকুঞ্জে কোচবিহারের পরিযায়ী শ্রমিকদের আটকে রাখা নিয়ে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'নয়াদিল্লির বসন্তকুঞ্জের জয়হিন্দ কলোনি থেকে উঠে আসা একের পর এক ভয়ংকর হেনস্তার ঘটনা শুনে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও বিচলিত। এই বসতি সেই বাংলাভাষী মানুষরা তৈরি করেছেন যাঁরা দিল্লিকে গঠন করার অসংগঠিত শ্রমশক্তির গুরুত্বপূর্ণ এক অংশ।' এরপরই দিল্লির বিজেপি সরকারকে নিশানা করে মমতা লিখেছেন, 'শোনা যাচ্ছে, বিজেপি পরিচালিত সরকারের নির্দেশে তাঁদের জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন আগে হঠাৎ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং ইলেক্ট্রিসিটি মিটার তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, তাঁরা নিজেদের টাকায় যে প্রাইভেট জলের ট্যাংকারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা দিল্লি পুলিশ এবং র‍্যাফের সহায়তায় আটকে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে একপ্রকার জবরদস্তি উচ্ছেদ চলছে। যদিও এই বিষয়ে গত ডিসেম্বরেও অনাকাঙ্ক্ষিত দিল্লি পুলিশের হস্তক্ষেপের পর আদালতে এই মামলা বিচারাধীন রয়েছে। আশ্রয়, জল ও বিদ্যুৎ এই মৌলিক অধিকারগুলি যদি এইভাবে পদদলিত করা হয়, তাহলে আমরা কীভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে দাবি করব?'

ভিনরাজ্যের বাসিন্দারা এই রাজ্যে সসম্মানে রয়েছেন বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের দেড় কোটিরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। তাঁরা সসম্মানে থাকছেন। কিন্তু বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সেই কথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। বাংলাভাষীদের নিজেদের দেশেই অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে। কেউ বাংলায় কথা বললেই তিনি বাংলাদেশি হয়ে যান না। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার যেসব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এবার সেই বাংলা বিরোধী অপচেষ্টাকে দেশের অন্যান্য প্রান্তে শুরু করার কৌশল নিয়েছে বিজেপি। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওডিশা ও মধ্যপ্রদেশ থেকে বাংলাভাষীদের ওপর নিপীড়নের খবর আসছে। এখন সেই বিদ্বেষের ছায়া এসে পড়ছে দেশের রাজধানীতেও।' মমতার হুঁশিয়ারি, 'এই দেশেই বাংলার মানুষ যদি অনাহুত অতিথির মতো আচরণের শিকার হন, তাহলে আমরা চুপ করে থাকব না। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা সর্বত্র আওয়াজ তুলব।'

দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসীর ঘটনায় অসমের বিজেপি সরকারের মাধ্যমে রাজ্যের ওপর এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। মঙ্গলবার এই অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সেই মন্তব্যকে মিথ্যা বলে পালটা দাবি করল বিজেপি।

বিজেপির দাবি, ২০২৫-এর জানুয়ারিতে ব্রজবাসীর নামে নোটিশ জারি করা হলেও ওই বছরেরই ১১ এপ্রিল রাজবংশীর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মামলা অসম সরকার প্রত্যাহার করে নেয়। তা সত্ত্বেও জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও সিভিক পুলিশ মনিরুল উত্তমের পরিবারকে এনআরসি'র ভয় দেখান।

তথ্য চাইল হাইকোর্ট

কলকাতা, ১০ জুলাই : বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি সন্দেহে ওডিশায় আটকে রাখার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল একাধিক পরিবার। এই সংক্রান্ত মামলায় বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বা সেই পদমর্যাদার একজন আধিকারিক আদালতের প্রশ্নগুলি ওডিশার মুখ্যসচিবকে পাঠাবেন। তারপর সেই জবাব আদালতে জমা দিতে হবে। তা দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে হাইকোর্ট। মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম সহ একাধিক জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ওডিশায় আটকে রাখার অভিযোগ বেশ কয়েকদিন ধরেই সামনে আসে।

ক্ষমা চাইলেন প্রসেনজিৎ

কলকাতা, ১০ জুলাই : হিন্দি ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলেন টলিউড অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। গত কয়েকদিন ধরে তা নিয়ে সমাজমাধ্যমে চরম বিতর্ক হয়। অবশেষে নিজের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে 'ক্ষমা' চেয়ে নিলেন প্রসেনজিৎ। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'কিছুদিন হল আমার একটা কথা, বলা ভালো আমার একটা বাক্য সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা নিয়েই কিছু বলতে চাই। আমি ৪২ বছর ধরে মূলত বাংলায় কাজ করেছি। গত কয়েক বছরে জাতীয় স্তরে কয়েকটা কাজ করার সুযোগ এসেছে। সেরকমই এক হিন্দি ছবির ট্রেলার মুক্তি উপলক্ষ্যে ১ জুলাই মুম্বইয়ের জুহু পিভিআরে সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছিল। ডায়াসে যাঁরা ছিলেন, ছবির শিল্পী, পরিচালকরা মূলত ইংরেজিতে কথা বলছিলেন। বাংলার এক সাংবাদিক আমাকে বাংলায় প্রশ্ন করেন। তিনি আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। কিন্তু সেই মুহূর্তে

আমার মনে হয়েছিল, বাংলায় জবাব দিলে হয়তো অনেকেই তা বুঝতে পারতেন না। যেহেতু ওখানে বাংলা ভাষা বোঝেন না এমন মানুষই বেশি। তাই খানিকটা বাধ্য হয়েই আমি ওঁকে বলি, বাংলায় কেন প্রশ্ন করছেন?'

প্রসেনজিৎ দাবি করেছেন, 'স্থান, কাল না বুঝে অনেকেই এই নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, সমালোচনা করছেন। যেহেতু সমাজমাধ্যমে ওই একটা বাক্যই তুলে ধরা হয়েছে, তাই অনেকেই আমার বলা কথার আক্ষরিক অর্থ না বুঝেই আঘাত পেয়েছেন। কষ্ট আমিও পেয়েছি, এখনও পাচ্ছি। কারণ ওইরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে আমি ভাবতে পারিনি। মাতৃভাষাকে অসম্মান করার কথা আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না। বাংলা আমার প্রাণের ভাষা। আমার কাছে বাংলার মানুষের বিচার বরাবরই শিরোধার্য। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার এই ধারণা অটুট থাকবে। যেটা শেষে না বললেই নয়, আমি এটা বুঝতে পেরেছি যে, আমার বলা কথায় আপনারা মনে আঘাত পেয়েছেন। তাই আমি দুঃখিত।'

আবার বছর কুড়ি পর...

রাজ্যে বিনিয়োগের সম্ভাবনা টাটার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জুলাই : ২০০৮ সালে মহাকরণে দাঁড়িয়ে টাটা গোষ্ঠীর তৎকালীন চেয়ারম্যান রতন টাটা সিঙ্গুর থেকে ন্যানো গাড়ির কারখানা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় ২০ বছর পর আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে টাটাকে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতার আন্দোলনের জেরে ছোট গাড়ির কারখানা গুজরাটের সানন্দে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল টাটা গোষ্ঠীকে। সেদিন রতন টাটা বলেছিলেন, 'মিস বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রিগারটাই টিপে দিলেন।' বুধবার সন্ধ্যায় নবান্নে সেই মমতার সঙ্গে দেখা করলেন টাটা গোষ্ঠীর বর্তমান চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরণ।

এই বৈঠক 'সৌজন্যমূলক' বলে নবান্ন সূত্রে প্রথমে দাবি করা হলেও তা যে রাজ্যে বিনিয়োগের জন্যই তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন নবান্নের কর্তারা। বুধবারের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও শিল্প দপ্তরের আধিকারিকরা। ২০ বছর পর ফের রাজ্যে ছোট গাড়ির কারখানা তৈরির আগ্রহ প্রকাশ করেছেন নটরাজন চন্দ্রশেখরণ। সহযোগিতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীও। পুজোর পরই এই রাজ্যে হবে বিজনেস কনক্লেভ। সেখানেই এই নিয়ে বিস্তারিত জানাতে চলেছে টাটা গোষ্ঠী। টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠকে চরম অস্বস্তিতে বঙ্গ বিজেপি।

হুগলির সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীর কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা। ৩৪ বছরের বাম আমলের পতনের শুরু হয়েছিল তখনই। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। নিয়োগ দুর্নীতি সহ একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল সরকার যথেষ্ট চাপের মুখে রয়েছে। তার আগে টাটা গোষ্ঠীর শীর্ষ কর্তার নবান্নে আসা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। নবান্ন সূত্রে খবর, এই রাজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে টাটা গোষ্ঠী। ছোট গাড়ির কারখানা করার জন্য তারা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে। রাজ্যের ল্যান্ড ব্যাংক থেকে সেই জমি দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী টাটা গোষ্ঠীকে আশ্বাস দিয়েছেন। তবে জমির পরিমাণ কত বা টাটারা কত টাকা বিনিয়োগ করবে তা এখনও জানানো হয়নি।

ইতিমধ্যেই টাটা গোষ্ঠীর কর্তারা শিল্প দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। খুব শীঘ্রই টাটা গোষ্ঠী তাদের প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারে। তবে কর্মসংস্থানকে বিশেষ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণে টাটাকে যে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে তা একপ্রকার নিশ্চিত বলে মনে করছেন নবান্নের কর্তারা।

যদিও এই মুহূর্তে টাটা গোষ্ঠী এই রাজ্যে বিনিয়োগ করবে না বলে দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার এসেছিলেন রাজ্যের পরিস্থিতি দেখতে। তিনিও জানেন, আটমাস পরে এই সরকার চলে যাবে। বিজেপি সরকারে আসবে। এই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই এখানে বিনিয়োগ করবে টাটা গোষ্ঠী। সেদিন বিমানবন্দর থেকে নবান্ন পর্যন্ত পুষ্পবৃষ্টি দিয়ে টাটা গোষ্ঠীকে কলকাতায় স্বাগত জানানো হবে। আমরা ক্ষমতায় আসার পরই টাটা এখানে আসবে।'

টাটা কাহিনী

- ২০০৬ সালে সিঙ্গুরে ন্যানো গাড়ির কারখানার সিদ্ধান্ত
- জোর করে জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে আন্দোলন মমতার
- ২০০৮ সালে রাজ্য থেকে প্রকল্প গুটিয়ে গুজরাটে চলে যায় টাটা গোষ্ঠী
- ফের রাজ্যে ছোট গাড়ির কারখানা করা নিয়ে মমতার সঙ্গে কথা টাটা কর্ণধারের

তদন্তে সন্তুষ্ট ছাত্রীর পরিবার

কলকাতা, ১০ জুলাই : কসবা কাণ্ডে লালবাজারের তদন্তেই সন্তুষ্ট নির্যাতিতার পরিবার। বৃহস্পতিবার কসবা সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলায় এমনটাই জানিয়েছেন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী। এখনই তাঁরা অন্য কোনও সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত চান না। এদিন মুখবন্ধ খামে এই মামলার তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট ও কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেয় রাজ্য। সেই রিপোর্টে সন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। কসবার ঘটনার পর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউজিসি পড়ুয়াদের জন্য কড়া নিয়মের পথে হাঁটতে চলেছে। সবকটি থানাকে একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টিও এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রকাশ্যে আসে। কিন্তু এদিন মনোজিৎ প্রসঙ্গ এড়িয়ে

কসবায় নিগ্রহ

যান সার্থক।

ডিভিশন বেঞ্চে পরিবারের তরফে আইনজীবী অরিন্দম জানা জানান, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের পদক্ষেপে সন্তুষ্ট পরিবার। রাজ্যের রিপোর্ট তাদের দেওয়ার আবেদন করা হয়। তবে রাজ্যের আইনজীবী বিষয়টিতে আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'রিপোর্ট ছড়িয়ে পড়লে বা বাইরে প্রকাশ হলে তদন্তে অসুবিধা হতে পারে। এই রিপোর্ট অন্য কোনও পক্ষকে দেখানো যাবে না।' সূত্রের খবর, হাইকোর্টের রিপোর্ট দিয়ে রাজ্য জানিয়েছে, নির্যাতিতাকে হুমকির অভিযোগ নেই। তাই আগাম কোনও পদক্ষেপেরও প্রয়োজন নেই। তদন্তের স্বার্থে সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে।

তিনটি জনস্বার্থ মামলার মধ্যে একটি জনস্বার্থ মামলার আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি অভিযুক্তদের মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'যেভাবে অভিযুক্তদের কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে।' তবে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'অভিযুক্তরা বাকশক্তিহীন নয়। তাদের হয়ে নিম্ন আদালতে আইনজীবী রয়েছেন। তাঁরা কেন অভিযোগ করছেন না? এই বিষয়ে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।' চার সপ্তাহ পরে রাজ্যকে পুনরায় তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বাগত তোমায়...

বৃহস্পতিবার নবান্নে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছেন মমতা।

কাশ্মীর বেড়াতে ডাক ওমরের

কলকাতা, ১০ জুলাই : ২২ এপ্রিল পহলগামে জঙ্গি হামলার পর ভূস্বর্গের দিকে মুখ ঘুরিয়েছেন পর্যটকরা। কিন্তু কাশ্মীর যে এখনও নিরাপদ তা বোঝানোর চেষ্টা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। বুধবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমি ফাঁকা জম্মু ও কাশ্মীরকে প্রমোট করতে আসিনি, এসেছি কাশ্মীরের পর্যটনকে প্রমোট করতে।' একদিনের সফরে এদিন কলকাতায় আসেন ওমর। সারাদিনের কর্মসূচির ফাঁকে বিকালে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন তিনি। সেখানেই ইন্ডিয়া জোটের ইস্যুতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রয়োজনে এই রাজ্যে প্রচারেও যে ওমর আসবেন, তাও তিনি নিশ্চিত করেছেন মমতাকে। এদিন মমতার সঙ্গে দীর্ঘ

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নবান্নে

৪০ মিনিট আলোচনায় উঠে এসেছে বিজেপিবিরোধী আন্দোলনের নানা রূপরেখা।

২২ এপ্রিল পহলগামে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের মৃত্যুর পর ভূস্বর্গ থেকে মুখ সরিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। এদিন কলকাতায় এসে ওমর আবদুল্লা বলেন, '২০২৫ সাল আমাদের কাছে সহজ নয়। পহলগাম হামলার আগে আমাদের জম্মু ও কাশ্মীরকে প্রমোট করতে হত না। কারণ তখন আমরা পর্যটনের সর্বোচ্চ শিখরে ছিলাম। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। আমি বুঝতে পারছি, মানুষের মধ্যে এখনও আতঙ্ক আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অমরনাথ যাত্রায় অনেকে মারা গিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা অমরনাথযাত্রা করেছেন, তাঁরা কি বলবেন, তাঁরা নিরাপদ ছিলেন না?' পহলগাম কাণ্ডের পরে কাশ্মীরের হোটেল ফাঁকা ছিল। তা নিয়ে আক্ষেপ ঝরে পড়েছে ওমর আবদুল্লার গলায়। বলেন, 'ভরা হোটেল থেকে খালি হোটেল, ভরা ডাল লেক থেকে খালি ডাল লেক সব দেখেছি। কিন্তু এখন ফের পর্যটকরা আসতে শুরু করেছেন। আগে যেখানে ৫০টি বিমান কাশ্মীরে আসত, হামলার পরে তা নেমে এসেছিল ১৫টিতে। এখন ২০ থেকে ২৫টি বিমান আসছে। তাই কাশ্মীর আর বিপজ্জনক নয়। কাশ্মীরে বেড়াতে আসুন।'

এই রাজ্যের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে পুরোনো সম্পর্ক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেমন কাশ্মীরকে পছন্দ করেন, তেমনই কাশ্মীরবাসীর কাছেও বাংলার গুরুত্ব আছে। নব্বইয়ের দশক থেকে কাশ্মীরের পর্যটনের বাংলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। আমরা নিরাপত্তার দিক থেকে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিচ্ছি। পর্যটকরা নিশ্চিন্তে আসতে পারেন। পহলগামও খুলে গিয়েছে।' ভাষণ দিতে গিয়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ওমর আবদুল্লা। একটু থেমে তাঁর বার্তা, 'আপনারা আসুন। জম্মু ও কাশ্মীর আপনাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত রয়েছে।'

তোষণের আরও চেষ্টা, মত শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ জুলাই : উঁচু জাতের হিন্দু গরিব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য মোদির দেওয়া সংরক্ষণের সুবিধা কাড়তে চাইছেন মমতা। অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২০১৯-এ লোকসভা ভোটের আগে, আর্থিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা, চাকরিতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেন মোদি সরকার। আর্থিকভাবে দুর্বল, তপশিলি জাতি বা আদিবাসীদের মতো যারা সংরক্ষণের সুবিধা পান না সেই সব সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা, সরকারি চাকরিতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেছে কেন্দ্র। শুভেন্দুর অভিযোগ, বিধানসভায় সেই বিল অনুমোদিত হলেও তা কার্যকর করছে না রাজ্য। উলটে আর্থিক অনগ্রসরতার দোহাই দিয়ে আরও তিনটি মুসলিম সম্প্রদায়কে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে রাজ্য।

৭৬টি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে তৈরি রাজ্যের ওবিসি তালিকা আদালতের গেরোয় এখনও আটকে। তালিকা চূড়ান্ত না হওয়ায় সংরক্ষণ নিয়ে জটিলতায় ছাত্র ভর্তি ও নিয়োগ নিয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়। আদালতের নির্দেশে অচলাবস্থা কাটলেও, তালিকা এখনও চূড়ান্ত নয়। এরই মধ্যে আর্থিকভাবে অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষণের তালিকায় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের তিনটি জনগোষ্ঠীকে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীগুলিকে আবেদন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার বিধানসভার বাইরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ইতিমধ্যেই ২৭ শতাংশ মুসলিমকে আর্থিকভাবে অনগ্রসর দেখিয়ে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তারপরেও বেলদার, খোট্টা, সর্দার এই তিনটি জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে রাজ্য।' শুভেন্দুর মতে, '২৬-এর ভোটে জিততে ভোটব্যাংকের জন্য নানা পথে মুসলিমদের জন্য ১০০ শতাংশ সংরক্ষণের সুযোগ করতেই এই উদ্যোগ।

ডিভিশন বেঞ্চও অযোগ্যদের সুযোগ দিল না

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ জুলাই : শেষরক্ষা হল না। শত চেষ্টাতেও রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের আবেদনে আমল দিল না কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। চিহ্নিত দাগিরা কোনওভাবেই নতুন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না, একক বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রেখে স্পষ্ট জানিয়ে দিল বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। 'অযোগ্য'রা নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন না তা আগেই রায় দিয়েছিল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য ও এসএসসি। তবে একক বেঞ্চের রায়ে হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ৩০ মে'র নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে। ওই রুলের অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না।

এদিনও এসএসসির আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিহ্নিত দাগিদের হয়ে জোর সওয়াল করেন। তিনি বলেন, 'এঁদের পরীক্ষায় বসতে না দেওয়া স্বাভাবিক ন্যায়ের পরিপন্থী। প্রতারণা একপ্রকার ফৌজদারি প্রক্রিয়া। অনুত্তীর্ণ প্রার্থীরা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণির অন্তর্গত নন। এখন যতবারই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার পদক্ষেপ করা হচ্ছে ততবারই বাধা দেওয়া হচ্ছে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শাস্তি হয়েছে। কিন্তু এঁরা এখনও তদন্তে নিজেদের প্রমাণিত করার সুযোগ পাননি।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, 'যাঁদের চাকরি বিক্রি হয়েছে, তাঁদেরই ফের নতুন পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে কীভাবে? আদালতের নির্দেশে এটা করা হচ্ছে বলতে পারে না রাজ্য। এসএসসি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পরিবর্তিত করতে চাইছে। রাজ্য ও এসএসসি উভয়পক্ষ জানে, অযোগ্যদের নিয়োগে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। এটা স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নয়।' আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্রও একই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'দুর্নীতির পরিপ্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত যোগ্য ও অযোগ্য ভাগ করেছে। বাকিরা পরিস্থিতির শিকার।'

আদালতের নির্দেশ সামনে আসতেই সন্তুষ্ট চাকরিহারা শিক্ষকরা। চাকরিহারাদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'সরকারের

> এসএসসি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পরিবর্তিত করতে চাইছে। রাজ্য ও এসএসসি উভয়পক্ষ জানে, অযোগ্যদের নিয়োগে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। এটা স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নয়।
>
> **বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য**
> আইনজীবী

দুর্নীতির কারণে আমরা এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ তাঁদের হয়ে সওয়াল করা হচ্ছে। আদালতও বুঝতে পারছে পুরো প্যানেলে যোগ্য ও অযোগ্য রয়েছেন। এখন আমরা ন্যায় বিচারের অপেক্ষায়।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'জনগণের টাকা খরচ করে অযোগ্যদের বাঁচানোর চেষ্টার উদ্দেশ্য কেন রাজ্যের তা জানতে চায় মানুষ।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এঁদের ঘুরপথে বাঁচানোই রাজ্যের লক্ষ্য। আদালত সঠিক রায় দিয়েছে।'

বিপ্লবীরা 'সন্ত্রাসবাদী', ভুল মানল বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ১০ জুলাই : বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেওয়া নিয়ে উত্তাল রাজ্যের শিক্ষা মহল। বুধবার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ষষ্ঠ সিমেস্টারের ইতিহাস পরীক্ষা ছিল। সেই প্রশ্নপত্রে জানতে চাওয়া হয়, 'মেদিনীপুরের তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম করো, যাঁরা সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হন?' প্রশ্নপত্র ভাইরাল হতেই নিন্দায় সরব হয়েছেন অধ্যাপক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহল। ১৯৩১ সালের ৭ এপ্রিল, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পেডিকে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ গুলি ছুড়ে হত্যা করেছিলেন। ১৯৩২ সালের ৩০ এপ্রিল আর এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাসকে জেলা বোর্ডের অফিসে ঢুকে হত্যা করেছিলেন বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, প্রভাংশুশেখর পাল। ১৯৩৩-এর ২ সেপ্টেম্বরে মেদিনীপুরের খেলার মাঠে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্নার্ড ই জে বার্জকে বিপ্লবী অনাথবন্ধু পাঁজা, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মলজীবন ঘোষ হত্যা করেছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশ্নপত্রের ১২

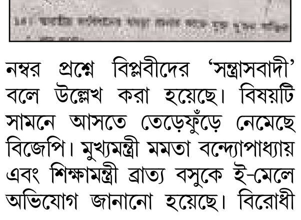

নম্বর প্রশ্নে বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতে তেড়েফুঁড়ে নেমেছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ই-মেলে অভিযোগ জানানো হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্বে যিনি ছিলেন তাঁর নাম প্রকাশ্যে এনে অবিলম্বে শোকজ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সাসপেন্ড করতে হবে।'

বিষয়টি জটিল হতেই তড়িঘড়ি বৈঠকে সমস্ত বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার কর। দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'এটা অনিচ্ছাকৃত ভুল। ইতিহাস প্রশ্নপত্রে এই ভুল মুদ্রণের জন্য দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। ইউজি বোর্ড অফ স্টাডিজের চেয়ারম্যান (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) এবং মডারেশন বোর্ডের এক সদস্যের (একটি কলেজের অধ্যাপক) সই ছিল তাঁদের দু'জনকে ওই পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।'

খরচে লাগাম রাজ্য সরকারের

কলকাতা, ১০ জুলাই : অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া এবার দপ্তর প্রধানদের নতুন প্রকল্পে অর্থ খরচের ক্ষমতা খর্ব করল রাজ্য সরকার। চলতি আর্থিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ খরচের বিষয়ে লাগাম টানতেই সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে বলেই বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রের খবর।

এই মুহূর্তে রাজস্ব ঘাটতির জন্য সরকারের ভাঁড়ারে টান রীতিমতো উল্লেখজনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সামাল দিতে সরকারের ঋণের বোঝাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে অর্থ জোগাড়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে অর্থ দপ্তরকে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ আষাঢ় ১৪৩২

রাজনীতির শত্রুমিত্র

রাজনীতিতে চিরস্থায়ী বলে কিছু হয় না। সে বন্ধুত্বই হোক আর শত্রুতা। আজ যাঁর সঙ্গে সুসম্পর্ক, কাল তিনি প্রতিপক্ষ হয়ে যেতে পারেন। আবার বর্তমানে যাঁর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ, দু'দিন বাদে তিনিই হয়তো হয়ে উঠবেন নয়নের মণি। বিশ্বের রাজনীতির ময়দানে এটাই চালু রেওয়াজ।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী টেসলা-এক্স-স্পেসএক্সের কর্ণধার এলন মাস্কের ছিল গলায় গলায় বন্ধুত্ব। গতবার পেনসিলভেনিয়ায় নির্বাচনি প্রচারে ট্রাম্পের প্রাণনাশের চেষ্টার পর থেকেই মাস্ক তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। সেই অনুরাগ এমনই যে, রিপাবলিকান প্রার্থীর প্রচারে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছিলেন তিনি।

দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট-কুর্সিতে বসার আগেই মন্ত্রীসভা সাজানোর সময় সেই অনুরাগের পুরস্কার দিয়েছিলেন ট্রাম্প। মাস্ককে তিনি দেন সরকারি দক্ষতা বিষয়ক দপ্তর। দায়িত্ব পেয়ে ব্যয়সংকোচনের নামে গণছাঁটাই শুরু করেছিলেন মাস্ক। পাশাপাশি নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে নিত্যনতুন ফতোয়া জারি শুরু হয়। এই গণছাঁটাই এবং কড়াকড়ির প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু হল দেশজুড়ে।

অন্যদিকে, বিগ, বিউটিফুল বিল পাশ করানো নিয়ে ট্রাম্প-মাস্ক মতবিরোধ দেখা দেয়। যার জেরে মাস্ক মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেন। সম্প্রতি তিনি 'আমেরিকা পার্টি' নামে নতুন দল গঠন করেছেন। মাস্কের বক্তব্য, আমেরিকার মানুষকে এতদিন একদলীয় ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করতেই আমেরিকা পার্টির জন্ম হয়েছে। এখন মাস্ক-ট্রাম্প বাগযুদ্ধ চলছেই।

মার্কিন নাগরিক হলেও মাস্কের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। ইদানীং ট্রাম্প কথায় কথায় তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরত পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। ট্রাম্প কোনওদিন সেটা পারবেন না বলে পালটা হুমকি দিয়েছেন মাস্কও। ট্রাম্প-মাস্ক মধুচন্দ্রিমা পর্ব যেমন মার্কিন ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে, তেমনি ভারতের রাজনীতিতে এই ধরনের কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মার্কিন মুলুকের ঘটনার সঙ্গে হয়তো হুবহু সাদৃশ্য নেই। তা সত্ত্বেও চমকপ্রদ।

যেমন, দৃষ্টান্ত (এক) : প্রয়াত দুই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি এবং বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও পরে ছাড়াছাড়ি। ৮৪ সালে নিজের দেহরক্ষীদের গুলিতে ইন্দিরা গান্ধি নিহত হওয়ার পর অন্তর্বর্তী ভোটে রাজীবের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে ক্ষমতায় আসে। প্রধানমন্ত্রী হন রাজীব। আর ভিপি অর্থমন্ত্রী। কিছুকাল পরে বফর্স কেলেঙ্কারি ফাঁস হতেই রাজীবের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হল বিরোধীদের। সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে মন্ত্রীপদ এবং কংগ্রেস ছাড়লেন ভিপি। ৮৯-এর ভোটে সেই ভিপি-র নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় মোর্চা রাজীবের কংগ্রেসকে হারিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এল।

দৃষ্টান্ত (দুই) : পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল দারুণভাবে জিতে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এল। আজকের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তখন মমতার বিশ্বস্ত সৈনিক। সরকারের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছিলেন শুভেন্দু। কিছুকাল পরে শুভেন্দু মন্ত্রীসভা এবং তৃণমূল, দুটোই ছাড়লেন। ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে ব্যর্থ হলেও নন্দীগ্রাম আসনে মুখ্যমন্ত্রীকে ১৯৫৬ ভোটে হারিয়ে দেন শুভেন্দু। ভারতীয় রাজনীতিতে খুঁজলে এমন আরও নজির মিলতে পারে।

রাজীব-ভিপি কিংবা মমতা-শুভেন্দুর দুটো ঘটনাই রাজনৈতিক সখ্য শত্রুতায় বদলে যাওয়ার বড় নজির। ভিপি বা শুভেন্দুর মতো ভোটে লড়ার উপায় হয়তো মাস্কের নেই। রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ছাড়াও গ্রিন পার্টি, পিপলস পার্টি, লিবারটারিয়ান পার্টি রয়েছে আমেরিকায়। তবে এযাবৎ প্রেসিডেন্ট পদে প্রধান দুই দলের প্রার্থীরাই বসেছেন। মার্কিন কংগ্রেস বা অঙ্গরাজ্যগুলোর আইনসভাতেও প্রাধান্য দুই দলের। এই পরিস্থিতিতে এল মাস্কের নতুন দল। মাস্ক নিজে লড়তে না পারলেও আমেরিকা পার্টিই যে একদিন নির্বাচনি আসর মাতাবে না, সেটা কি জোরগলায় বলা যায়?

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

উন্নয়নের নামে মাঠ ধ্বংসের চক্রান্ত

একটি নদী বা একটি পাহাড় যেমন অপরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ, শহরের মাঝখানে একটি বিরাট মাঠও তাই।

সুমন গোস্বামী

আলিপুরদুয়ার শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্যারেড গ্রাউন্ড এখন সংবাদ শিরোনামে। গত ২৯ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই মাঠে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সভা করেছিলেন। ওই সভাস্থল নির্মাণের জন্য মাঠটিতে যা যা করা হয়েছে তাতে মাঠটির একরকম মৃত্যু হয়েছে। মাঠের সবুজ ঘাস মাটি সহ উপড়ে বিরাট বিরাট কংক্রিট এবং পেভার্স ব্লকের রাস্তা নির্মাণ, যথেচ্ছ বালি-পাথর ফেলা, নির্মম খোঁড়াখুঁড়ি ইত্যাদি মাঠের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে।

মাঠটিকে আলিপুরদুয়ার শহরের ফুসফুস বলা যায়। শহরের বাস্তুতন্ত্রকে ধরে রেখেছে। শহরের শেষ সবুজ ভূখণ্ড বলা যায় প্যারেড গ্রাউন্ডকে। যে কোনও জনপদের মধ্যে এরকম মাঠের পরিবেশগত প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত। এখন এই প্যারেড গ্রাউন্ড ধ্বংস হওয়ার মূল দায় কার, এ নিয়ে চলছে চাপানউতোর। প্রধানমন্ত্রী যেহেতু কেবল রাজনৈতিক জনসভা করেননি, প্রশাসনিক সভাও করেছেন, ফলে এই দায় সম্পূর্ণত প্রশাসনের ওপর ঠেলে দিতে চাইছে জনসভার আয়োজক ভারতীয় জনতা পার্টি। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস আবার এই দায় সম্পূর্ণত বিজেপির বলতে চাইছে। কিন্তু সাধারণ জনতা দায় ঠেলার এই সার্কাস দেখতে চায় না। তারা চায় মাঠটির পুনরুজ্জীবন। এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা দরকার, রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের পূর্বতন বিবিধ কর্মকাণ্ডও এই মাঠের ক্ষতিসাধন করেছে ইতিপূর্বে। পরিবর্তিত পশ্চিমবঙ্গে তো 'উন্নয়ন' মানেই 'কনস্ট্রাকশন', 'কনস্ট্রাকশন' মানেই 'উন্নয়ন'! সেই 'উন্নয়ন' ঘটানোর তাগিদে এতবড় 'জমি' ফেলে রাখা সমীচীন মনে করেনি শাসকদল!

মাঠের পশ্চিম প্রান্তে কংক্রিটের ড্রেন নির্মাণ হয়েছে যাতে প্রাকৃতিক জল নিঃসরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাতে ঘাসের চরিত্র বদল ঘটেছে। খেয়ালখুশি মতো এখানে-সেখানে নানা ইট-কংক্রিটের নির্মাণ করা হয়েছে। কোনওটা শৌচাগারের নাম করে কোনওটা মুক্তমঞ্চের নাম করে। মাঠের ভেতরে পেভার্স ব্লকের যে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে, সেটাও তো জল নিঃসরণের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে বাধা দিচ্ছে! উন্মুক্ত মাঠকে রেলিংযুক্ত প্রাচীরে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ফলে সাধারণের সম্পদ আর উন্মুক্ত থাকল না, 'রেস্ট্রিকটেড' হয়ে গেল। এই কাজকর্মগুলির সরকারি নাম উন্নয়ন এবং সৌন্দর্যায়ন! কর্তারা কখনোই এসব করার আগে পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেননি। বলা ভালো নিতে চাননি। বরং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে তৃণমূল সরকারের প্রশাসন ও শাসকদলের উদ্যোগে আগেও মাঠ আক্রান্ত হয়েছে। সবুজ মাঠের ওপর বালি-বজরি-ইটের টুকরো ফেলে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্যারেড গ্রাউন্ডে তিনখানা হেলিপ্যাড বানানো হয়েছিল। ভুললে চলবে না, মুখ্যমন্ত্রীর জন্যও একখানা বানানো হয়েছিল। সবসময়ই এই বার্তাটি যেন পরিচিত হয়েছিল যে, ক্ষমতাবানরা এই মাঠ নিয়ে ইচ্ছেমতো আচরণ করতে পারেন। প্রতিবাদ যে তখন হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রতিবাদী কণ্ঠগুলি জনগণের ব্যাপক সমর্থন পায়নি। তবে এবার ধ্বংসের ব্যাপকতা আর কদর্যতা দেখে বিপুল সংখ্যক নাগরিক ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে পূর্বতন ঘটনাবলিতে ক্ষীণ প্রতিবাদী স্বরগুলো এবার বলীয়ান হয়েছে।

চাষের জমি নয়, আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ড।

প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে আন্দোলনের ব্যাপকতা আর তীব্রতা এবার বেশি। কারণ জনগণের ক্ষোভ বেশি। মাঠটি বাঁচানোর ডাক দিয়ে পিপল ফর প্যারেড গ্রাউন্ড নামে একটি নাগরিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। মাঠের সবুজায়নের লক্ষ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে শহরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মিলেছে। স্পষ্ট হয়েছে যে, এই মাঠের সঙ্গে অধিকাংশ নাগরিক নাড়ির টান অনুভব করেন। এই মাঠ তো আসলে এক মায়ার আশ্রয়ও বটে! অল্পবয়সিদের খেলাধুলো এবং জীবনের প্রথম বন্ধুদের খুঁজে পাওয়ার জায়গা এই মাঠ। বড় হয়ে বহু অভিমানে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখার জায়গাও প্যারেড গ্রাউন্ড। কত সহস্র প্রথম প্রেমের স্মৃতি ঘুরে বেড়ায় প্যারেড গ্রাউন্ডের ঘাসের গোড়ায়!

প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্যারেড গ্রাউন্ডে তিনখানা হেলিপ্যাড বানানো হয়েছিল। ভুললে চলবে না, মুখ্যমন্ত্রীর জন্যও একখানা বানানো হয়েছিল। সবসময়ই এই বার্তাটি যেন পরিচিত হয়েছিল যে, ক্ষমতাবানরা এই মাঠ নিয়ে ইচ্ছেমতো আচরণ করতে পারেন। প্রতিবাদ যে তখন হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রতিবাদী কণ্ঠগুলি জনগণের ব্যাপক সমর্থন পায়নি।

সেই মায়ার বন্ধন, সেই নাড়ির টানেই বোধহয় রাজনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রচুর মানুষ জড়ো হচ্ছেন প্যারেড গ্রাউন্ডের পুনরুজ্জীবনের দাবিতে। তাঁরা কেবল ধ্বংসস্তূপে পরিণত প্যারেড গ্রাউন্ডের পুনরায় সবুজ হয়ে ওঠা চান না। এই কর্মযজ্ঞে যে বিপুল অর্থ প্রয়োজন, তা যাতে জনগণের করের পয়সা থেকে না আসে, এই দাবিও স্পষ্ট করেছেন। মাঠের ক্ষতি যে বা যাঁরা করেছেন, যতটুকু করেছেন, মাঠের পুনরুজ্জীবনের আর্থিক দায়ভার তাঁদেরই বহন করাই এই মুহূর্তে আন্দোলনের দাবি।

দাবি মাঠকে ভবিষ্যতের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করারও। এই ধরনের অপরিণামদর্শী কাজ যে ভবিষ্যতে হবে না, তা কেউ বলতে পারে না। কারণ, হতশ্রী, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্যারেড গ্রাউন্ডকে রক্ষার নামে আর একটি উদ্যোগের কথা শোনা যাচ্ছে। সেই উদ্যোগটি হল, ধ্বংসপ্রাপ্ত মাঠটিকে কাজে লাগিয়ে এই তালে আরও কিছু 'উন্নয়ন' করে নেওয়া। আসল সমস্যা মূলগত ধারণা নিয়ে। মাঠ যাঁরা নষ্ট করলেন বা নষ্ট হওয়া মাঠে এই সুযোগে বিরাট 'উন্নয়ন' করার পাঁয়তারা যাঁরা কষছেন, তাঁরা প্যারেড গ্রাউন্ডকে নিছক একটি ফাঁকা জমি হিসেবে দেখেন। আর এখন ফাঁকা জমি মানেই কামাইয়ের হাতিয়ার। নেতা ও মাফিয়াদের চোখ পড়ে যেখানে।

অথচ শুভচিন্তক নাগরিকরা আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডকে কেবল জমি হিসেবে দেখেন না। দেখেন শহরের সম্পদ হিসেবে, শহরের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার হাতিয়ার হিসাবে। একটি নদী বা একটি পাহাড় যেমন অপরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ, শহরের মাঝখানে একটি বিরাট মাঠও তাই। নদী বা পাহাড় যেমন অপরিবর্তনীয় যাকে নিজের মতো থাকতে দেওয়া উচিত, আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডকেও তাই। এই সোজা কথাটা হয় কেউ বুঝতে চাইছেন না, অথবা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

আমাদের দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন থাকলেও তার প্রয়োগ অনেক সময়ই ব্যাপক সংখ্যক মানুষের চাওয়া-পাওয়ার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে কিন্তু জনতাই পরিবেশ সংক্রান্ত আইন বা পরিবেশ আদালতের চমৎকার ব্যবহার করেছেন। যেমন মুম্বইয়ের আরি কলোনির সবুজ মাঠ রক্ষায় মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাত বা দিল্লির উপকণ্ঠে যমুনা নদী সংলগ্ন সবুজক্ষেত্র বাঁচাতে আর্ট অফ লিভিং সংস্থার বিপক্ষে জনগণের লড়াই ইত্যাদি পরিবেশ আইন ব্যবহারের কয়েকটি চমৎকার উদাহরণ।

এরাজ্যেও কলকাতা শহরে রবীন্দ্র সরোবর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল রক্ষার জন্য সবুজ মঞ্চ ও অন্যদের লড়াই একটি সদর্থক উদাহরণ তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লন্ডনের গ্রিন বেল্ট বা হিথ্রো এয়ারপোর্ট সম্প্রসারণ বিরোধী আন্দোলন, নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্ক বিরোধী আন্দোলন অথবা আমাদের ঘরের পাশে ঢাকা শহরের তেঁতুলতলা মাঠ সংরক্ষণের আন্দোলন ঐতিহাসিক কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আলিপুরদুয়ার শহরে প্যারেড গ্রাউন্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে চলমান আন্দোলন কি তেমনই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে না? না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য পরিবেশ না রেখে যাওয়ার অপরাধে দুষ্ট হব আমরা সবাই। কেননা, মাঠ শুধু পড়ে থাকা জমি নয়। এটা প্রাকৃতিক সম্পদ। যাকে সংরক্ষণ করতে হয়। সভ্য মানুষ সেই সংরক্ষণ করেন। যাঁরা মাঠ ধ্বংস করেন, তাঁদের কি সেই আখ্যা দেওয়া যায়?

(লেখক সমাজকর্মী। আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা।)

আজ

১৯৬৭

লেখিকা ঝুম্পা লাহিড়ির জন্ম আজকের দিনে।

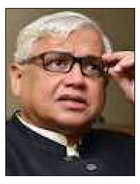

১৯৫৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন লেখক অমিতাভ ঘোষ।

আলোচিত

মোরোপন্ত পিঙ্গলে (আরএসএসের প্রাক্তন প্রচারক) একবার বলেছিলেন, যখন আপনার ৭৫-এর শাল গায়ে পড়ে, তখন আপনার থেমে যাওয়া উচিত। একথার মানে হল, আপনার বয়স হয়েছে। এখন আপনি সরে যান। আমাদের কাজ করতে দিন।

- মোহন ভাগবত

ভাইরাল/১

ঝাড়খণ্ডে বৃদ্ধার বিপজ্জনক নদী পার হওয়ার ভিডিও ভাইরাল। বর্ষায় জল থইথই নদী। তার ওপর ভাঙা ব্রিজ। ভয়ে কেউ পার হচ্ছেন না। সেই ব্রিজ ধীরে ধীরে পার হলেন বৃদ্ধা। তাঁর সাহসিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেট দুনিয়া।

ভাইরাল/২

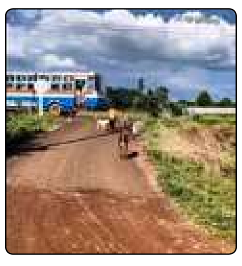

সঙ্গীর অপেক্ষায় বসে ছিল তারা। বাস দেখে দৌড় লাগায় স্ট্যান্ডের দিকে। ছোট্ট মেয়ে বাস থেকে নামতেই খেলা শুরু করে কুকুরগুলি। কেউ হাত টানছে, কেউ টানছে ব্যাগ। তারপর সবাই মিলে দৌড় লাগায় বাড়ির দিকে।

জনমন জনমত

পুলিশের আরেকটু সহনশীল হওয়া উচিত সবক্ষেত্রেই

ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত গানের লাইন 'একটু সহানুভূতি মানুষ কি পেতে পারে না?' উত্তরটা হয়তো হবে না পেতে পারে না, যদি সেই মানুষটি বিরোধী দলের কেউ হন। সরকারের কেউ শাসক দলের বিরোধিতা করে মিছিল-মিটিং করলেই পুলিশ বাধা দিচ্ছে। অনুমতি দিচ্ছে না, আদালত থেকে অনুমতি নিতে হয়। অথচ আমরা দেখেছি, শাসকদলের নেতা অনুব্রত মণ্ডল পুলিশের সঙ্গে কুরুচিকর বক্তব্য ও অশালীন আচরণ করার পরেও পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না। তখনও আমরা সাধারণ মানুষ অনুব্রতর আচরণের বিরোধিতা করে পুলিশের পক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাঁড়িয়েছিলাম।

কিন্তু বুনিয়াদপুরের ঘটনা প্রমাণ করে দিল এই রাজ্যের পুলিশ শাসকদলের অনুগত বাহিনী।

বিরোধিতা করে আন্দোলন সহ্য করে না শাসক। লেলিয়ে দেয় পুলিশ সহ দলের লেঠেল বাহিনীদের। সে তুমি শিক্ষক হও বা সাধারণ মানুষ।

৯ জুলাই বামপন্থীদের ডাকা ভারত ধর্মঘটের দিন দেখলাম বুনিয়াদপুরে আন্দোলনরত একজন বয়স্ক বাম নেতাকে পুলিশ আধিকারিক অকারণে প্রকাশ্য রাস্তায় চড় মারলেন। ভাইরাল ভিডিওটি বারবার দেখে চড় মারার মতো পরিস্থিতি ছিল না বলেই আমার মনে হয়েছে। আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। সহানুভূতি, মানবিকতা, আইন এদের কাছে তুচ্ছ। শাসকদলকে সন্তুষ্ট করাই যেন এদের দায়িত্ব। তাতে কিছু পুলিশ অফিসার অপমানিত হয় হোক, বিরোধী নেতাদের অসাংবিধানিকভাবে রাস্তায় মারা হয় হোক, তাতে এদের কিছু যায় আসে না। এইভাবে প্রশাসন চালালে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হবে কি? প্রশ্নটা কিন্তু রয়েই যায়।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রখর অন্তর্দৃষ্টিতেই নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত

সমাজের সর্বস্তরে ব্যক্তি সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে তবেই আক্ষরিকভাবে নারী সুরক্ষা বাস্তবায়িত হবে। এজন্য উপযুক্ত শিক্ষা চাই।

দেবদত্তা বিশ্বাস

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঝড়ের গতিতে বয়ে চলা স্ক্রলিং-এর দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক রোজনামচায় যে পৃথিবীটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। রোজ রোজ নতুন নতুনভাবে। আর তাতে বুঁদ হয়ে থাকা মানুষগুলো অন্তর্জালে জড়িয়েছে রঙিন পৃথিবীর সন্ধানে। কিছুদিন পরপর যখন আচমকাই কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা সামনে আসে, তখন কিছুদিনের জন্য এই মাধ্যমগুলিই হয়ে ওঠে সমাজসচেতনতার জায়গা। আমরা তখন ঘটনার গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখে 'সচেতনতা' দেখাই। কিছুদিন লাইক, কমেন্ট, শেয়ারে অভ্যস্ত হই। আর তারপর বালিশে মাথা রেখে হাই তুলে পাশ ফিরি।

এক অদ্ভুত অস্থির দুনিয়া চারপাশে। নীতি বা মূল্যবোধ যেখানে নিত্যদিন সংজ্ঞা বদলাচ্ছে সেখানে অবশ্যম্ভাবী রূপে নিরাপত্তা শব্দটার সঠিক প্রয়োগ নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। অতীতে নিরাপত্তা যখন কেবল সংকুচিত অর্থে বসতি বা সম্পত্তির রক্ষা বোঝাত তখন নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত ছিল সমষ্টি চেতনা। ধীরে ধীরে সমাজ এগিয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ আর শুধু গোষ্ঠীগত নিরাপত্তা নয়, নিরাপত্তার প্রশ্ন প্রতিটা মানুষের নিজের জন্য। অর্থাৎ শারীরিক নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। আর নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আজ তো সবচেয়ে মুখরোচক মুচমুচে গল্পই তৈরি হয় নারী নিরাপত্তা প্রসঙ্গে। নিরাপত্তা শব্দ যেখানে উদ্বেগ মুক্তির সমার্থক সেখানে বড় প্রশ্ন থাকে উদ্বেগ কেন? সমাজের লয়-তাল-ছন্দ যদি স্বাভাবিকভাবে গতিশীলতা পায় তবে নিরাপত্তার প্রশ্নই বা আসছে কোথায়? এ এক বিতর্কিত প্রশ্ন তো বটেই।

ছবি : এআই

এবারে যদি শুধুই নারী নিরাপত্তার প্রসঙ্গে আসি তবে আজকাল যেন একটা সুরক্ষা কবজের আওতায় মোড়ানোর চেষ্টা চলছে সবটাকে। নানা প্রকল্প, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেঁধে দেওয়া নিয়মকানুন তাছাড়া ক্ষতিপূরণের গল্প। এখানেই গল্পটা অন্যরকম। যদি নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক হন তবে একটু আলাদা করে নারীকেই শুধু রক্ষা করার অঙ্গীকার কেন? সমাজে নারী-পুরুষ সহযোদ্ধা রূপে থাকবেন এটাই তো স্বাভাবিক।

স্থান-কাল-দেশ ভেদে নারী নিরাপত্তার গল্পটা বোধহয় একই। তবে যদি উত্তরবঙ্গের কথা বলতে হয় তবে কিছু আলাদা পরিসর বা সম্ভাবনা উঠে আসে। দেশভাগ উত্তরবঙ্গকে এমন একটি সংবেদনশীল প্রাকৃতিক অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে যেখানে সংমিশ্রণ ঘটেছে নানা জাতির। চারপাশজুড়ে রয়েছে একাধিক দেশের সীমান্ত। কাঁটাতারের ধারজুড়ে রয়েছে নানা ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম, চোরাচালান। স্বভাবতই যখন নারী পাচার বা নারীঘটিত অসামাজিক ব্যবসা শুরু হয় তখন কোমল লক্ষ্যই হয় কাছেপিঠে থাকা এই মেয়েরাই। আবার কখনও উপজাতীয় মহিলাদের নানাভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলা হচ্ছে নানা খারাপ চক্রের। নানা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের ভাঁওতাবাজির আওতায় বিশ্বজুড়ে যে উদ্বেগ তার আঁচ উত্তরবঙ্গেও পড়েছে। ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা হোমস্টে, লজগুলো আদতে কতটা সুরক্ষিত সেই নিয়ে প্রশাসনের সচেতনতাও জরুরি।

তবে নিয়মের আওতায় বেঁধে কখনোই সম্পূর্ণরূপে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। নারী নিরাপত্তা বা নারী সুরক্ষা তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন সমাজের সর্বস্তরে ব্যক্তি সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি নারীরাও সচেতন হবেন নিজেদের অধিকার রক্ষায়। তবে অধিকার রক্ষা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে যে বিভেদ রেখা তাকে বুঝতে শেখাও জরুরি। আর সবকিছুর জন্য অতি অবশ্যই প্রয়োজন অনেক বেশি অন্তর্দৃষ্টি। আর অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করবার পাঠই তো দেয় শিক্ষা।

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৯

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। বলরামের আদরের নাম ৩। বাংলার মাস ৫। গোলমাল, চ্যাঁচামেচি ৬। কাঠ বা ধাতুর বাঁশি ৮। সপ্ত পাতালের দ্বিতীয়টি ১০। সূর্যপত্নী ছায়া ১২। উগ্র, রাগচটা ১৪। শটি সচরাচর শিশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় ১৫। প্রশ্রয়, আশকারা ১৬। উগ্র, চরমপন্থী, আপসবিরোধী।

উপর-নীচ : ১। হাফ আখড়াই ২। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ৪। সংগীতের অনুশীলন রীতি ৭। বিস্ময়সূচক ধ্বনি ৯। শেষ, সমাপ্ত, অন্ত ১০। পুরাণে বর্ণিত সপ্তভুবনের অন্যতম ১১। জৈন ধর্মগুরু সংখ্যায় যাঁরা ছাব্বিশজন, জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রকার, সিদ্ধপুরুষ ১৩। অশ্বারোহী সৈন্যদল।

সমাধান ■ ৪১৮৮

পাশাপাশি : ১। দরাজ ৩। জমিজমা ৪। বকরি ৫। মারদাঙ্গা ৭। জতু ১০। কচা ১২। আনচান ১৪। কোকেন ১৫। বারিধারা ১৬। কদাপি।

উপর-নীচ : ১। দস্তাবেজ ২। জবর ৩। জরিমানা ৬। দারক ৮। তুফান ৯। আনকোয়া ১১। চাপাচুপি ১৩। কনক।

বিন্দুবিসর্গ

দিল্লিতে শমীকও

সংঘের যোগে স্বমহিমায় দিলীপ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : শুভেন্দু-সুকান্ত জমানায় যা বাপপ্রাপ্ত হচ্ছিল, শমীক যুগে সেটাই ফের নয়া অবতারে ফিরতে চলেছে পদ্মশিবিরে। শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি হওয়ার পর প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে দলের সম্পর্ক অনেকটাই সহজ, স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, এই পট পরিবর্তনে মূল ভূমিকা নিয়েছে আরএসএস। সংঘের হস্তক্ষেপেই দিলীপ ঘোষের হাতে গুরুত্বপূর্ণ কোনও দায়িত্ব আনা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

এই বিষয়ে বিজেপির এক অভিজ্ঞ সাংসদ বলেন, 'কথাবার্তা চলছে সংঘের তরফে। পুরো বিষয়টা ওরাই দেখছে।' শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বিজেপির রাজ্য সংগঠনে যেভাবে দিলীপ ঘোষ কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন, শমীক ভট্টাচার্য সভাপতি হওয়ার পর সেই দূরত্ব অনেকটাই কমেছে। এই ব্যাপারে কলকাঠি নাড়ছে সংঘ পরিবার।

মাঝে তাঁর তৃণমূলে যাওয়ার ব্যাপারে যে জল্পনা চলছিল তাতে আগেই জল পড়ে গিয়েছে। দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'বাংলায় যে দলকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছি, বাইরে থেকে আসা কয়েকজনের কথায় সেটা ছেড়ে যাব কেন?' রাজ্যে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা শিব প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে সেই ব্যাপারে নিজের ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন দিলীপ। এমনকি দলের অন্দরের কিছু নেতা তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে বলেও তিনি প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে শমীক এদিন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'যাঁরা অতীতে দূরে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা আবার ফিরে আসবেন।'

এদিন দিল্লিতে বিজেপির সংসদীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দেন শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার রাতে দেখা করেন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা সুনীল বনসলের সঙ্গেও। শুক্রবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। শমীক ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, দলীয় রীতি অনুযায়ী তিনি একটি নতুন রাজ্য কমিটি গঠন করবেন, যেখানে ৫০ শতাংশ নতুন মুখ ও ৫০ শতাংশ পুরোনো নেতাদের রাখা হবে। নতুন সভাপতি জানিয়েছেন, 'আজ থেকে ছয় মাস আগেই কেন্দ্রের নির্দেশে বাংলায় কাজ শুরু হয়েছে। সেই পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে সব কিছু।' শমীক এদিনও দাবি করেছেন, 'সংখ্যালঘু ভোট ছাড়াই বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে। আমরা হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন চাই না। তবে মুক্তমনা, প্রগতিশীল মুসলমানরাও আমাদের পাশে রয়েছেন।'

ভিসার বাঁধন আলগা চিনের

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : পথ চেনা থাক বা না থাক, চিনে যেতে আর ভিসা লাগবে না। চিন এখন আরও উন্মুক্ত। ভিসা ছাড়াই সে দেশে এখন থেকে যেতে পারবেন ৭৪টি দেশের নাগরিকরা। তবে পরিতাপের কথা ভারত নেই সেই তালিকায়।

তবে ঘটা করে নয়, চুপিসারেই দরজা খুলেছে বেজিং। তারা জানিয়েছে, ৭৪টি দেশের পর্যটকরা ৩০ দিন পর্যন্ত ভিসা ছাড়াই ঘুরতে পারবেন চিনে। নতুন এই সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যে ২ কোটি বিদেশি পর্যটক ঢুকে পড়েছেন চিনা মুলুকে, যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ।

গত ডিসেম্বরে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন ও মালয়েশিয়ার নাগরিকদের জন্য চিনে প্রথম ভিসামুক্ত প্রবেশ চালু হয়। পরে একে একে ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিও তালিকায় যুক্ত হয়। ১৬ জুলাই আজারবাইজানও এই তালিকায় যোগ হচ্ছে।এই খবরে পর্যটন ব্যবসায়ীরা রীতিমতো উল্লসিত। ইতিমধ্যে সাংহাই ভিত্তিক ট্রিপডটকম জানিয়েছে, বছরের প্রথম তিন মাসেই হোটেল বুকিং ও ফ্লাইট রিজার্ভেশন দ্বিগুণ হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ পর্যটকই ভিসামুক্ত দেশের।

বিমান ধ্বংসের দায় রাশিয়ার

স্ট্রাসবুর্গ, ১০ জুলাই : ১৭ জুলাই, ২০১৪। আমস্টারডাম থেকে কুয়ালালামপুর যাওয়ার পথে পূর্ব ইউক্রেনে ভেঙে পড়েছিল মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের এমএইচ-১৭ যাত্রীবিমান। ঘটনায় ২৮৩ জন যাত্রী এবং ১৫ বিমানকর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। জানা যায়, ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সেটি ধ্বংস হয়েছে। ওই ঘটনায় রাশিয়ার জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত। ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গে হওয়া শুনানিতে আদালতের সভাপতি ম্যাটিয়াস গুয়োমার বলেন, 'প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ক্ষেপণাস্ত্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে ফ্লাইট এমএইচ-১৭-কে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছিল। সম্ভবত এটিকে সামরিক বিমান ভেবে ভুলবশত নিশানা করা হয়।' পূর্ব ইউক্রেনের যে এলাকা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রটি ছোড়া হয়েছিল সেটি রুশ সমর্থিত বিদ্রোহীদের দখলে রয়েছে। যদিও শুরু থেকে বিমান ধ্বংসের যাবতীয় দায় অস্বীকার করেছে রাশিয়া। বিচারকদের মতে, বিমান ধ্বংসের দায় না নিয়ে আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছে ভ্লাদিমির পুতিনের সরকার।

নিমিশা শেষ চেষ্টা কোর্টে

ইয়েমেনে কেরলের নার্সের ফাঁসির দণ্ড

নয়াদিল্লি ও সানা, ১০ জুলাই : সময় শেষ হয়ে আসছে। হাতে আর মাত্র ৬দিন। ইয়েমেনের রাজধানী সানায় ১৬ জুলাই ভারতের নিমিশা প্রিয়ার ফাঁসির সাজা কার্যকর হবে। বিদেশমন্ত্রকের যাবতীয় তৎপরতা সত্ত্বেও নিমিশার প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট রশিদ মহম্মদ আল আলিমি। ভারতীয় তরুণীর প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসাবে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে 'সেভ নিমিশা প্রিয়া অ্যাকশন কাউন্সিল'। সংগঠনের আবেদন, নিমিশাকে বাঁচাতে কূটনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করুক সরকার।

ফাঁসির একদিন আগে ১৪ জুলাই মামলার শুনানি হবে বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে। এত কম সময়ের মধ্যে বিদেশি আদালতে সাজাপ্রাপ্ত এক ভারতীয়কে মুক্ত করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে কোনও নির্দেশ বা পরামর্শ দেয় কি না আপাতত সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সব মহল। ইয়েমেনের এক নাগরিককে খুনের অপরাধে ২০১৭ থেকে সেদেশের জেলে রয়েছেন কেরলের বাসিন্দা নিমিশা। পেশায় নার্স ওই ভারতীয় তরুণীকে ২০১৮-তে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছিল স্থানীয় আদালত। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন সেই চেষ্টায় শরিক হয়েছে। তবে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট

নিমিশা প্রিয়া

বিদেশে বিপদ

- প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করেছেন ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট রশিদ মহম্মদ আল আলিমির
- বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের সেভ নিমিশা প্রিয়া অ্যাকশন কাউন্সিলের
- সংগঠনের আবেদন, নিমিশাকে বাঁচাতে কূটনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করুক কেন্দ্র
- আট বছর ধরে ইয়েমেনের জেলে বন্দি নিমিশা

২০২০-তে ইয়েমেনের ট্রায়াল কোর্টও নিম্ন আদালতের সাজা বহাল রাখে। তখন থেকে নিমিশাকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাঁর পরিবার।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের নিমিশার প্রাণদণ্ডের সাজা মকুবের আবেদন খারিজ করে দেওয়ায়। কর্মসূত্রে ২০০৮ থেকে ইয়েমেনে রয়েছেন নিমিশা।

স্বামী টমি থমাস এবং একমাত্র মেয়েও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। ২০১৪-তে স্বামী ও কন্যা ভারতে ফিরে এলেও নিমিশা ইয়েমেনে রয়ে যান। ওই বছরই আব্দো মেহেদি নামে এক ইয়েমেনির সাহায্যে সানায় একটি ক্লিনিক খোলেন নিমিশা। কিছুদিনের মধ্যে অংশীদারি নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। নিমিশার টাকা ও পাসপোর্ট কেড়ে নেন মেহেদি। ভারতীয় তরুণীকে নিয়মিত মারধর, নির্যাতন এবং মাদক সেবনে বাধ্য করা হত বলেও অভিযোগ।

এখানেই শেষ নয়, নিমিশাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে ভুয়ো কাগজপত্র তৈরি করে ফেলেছিলেন মেহেদি। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নিমিশা। সাহায্য পাননি।

মরিয়া হয়ে ২০১৭-র ২৫ জুলাই মেহেদিকে ঘুমের ইনজেকশন দেন নিমিশা। কিন্তু ওভারডোজের কারণে মৃত্যু হয় মেহেদির। তখন হানান নামে এক সহকর্মীর সাহায্যে মেহেদির দেহ টুকরো করে জলের ট্যাংকে ফেলে দেন নিমিশা।

তারপর ইয়েমেন ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান তিনি। এখন ইয়েমেনের জেলে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন ৩৬ বছর বয়সি ভারতীয় কন্যা।

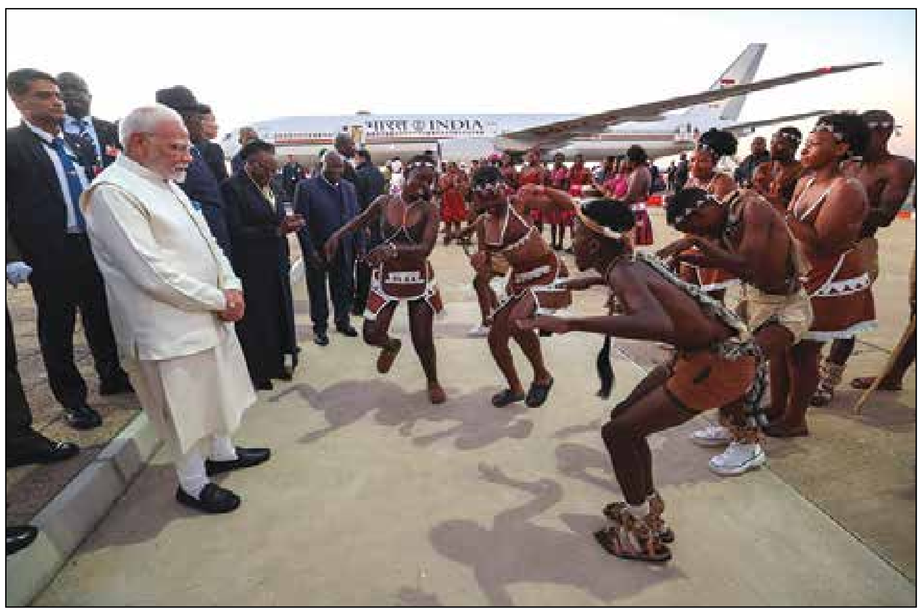

নৃত্যের তালে তালে... নামিবিয়ায় মোদিকে স্বাগত জানাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের নৃত্যগীত।

বন্ধু কাঠগড়ায়, বদলা নিতে বাড়তি শুল্ক

ওয়াশিংটন, ১০ জুলাই : নির্বাচনে কারচুপি, ভোটে হেরেও ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা, দুর্নীতি সহ নানা অভিযোগে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে ব্রাজিল সরকার। বলসোনারোকে আদালতে পেশ করার তোড়জোড় চলছে। এই দুর্দিনে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পুরোনো বন্ধুকে কাঠগড়ায় তোলা আটকাতে ব্রাজিল সরকারের ওপর পালটা চাপ তৈরির কৌশল নিয়েছেন তিনি।

বুধবার হোয়াইট হাউসের জারি করা বিবৃতিতে ব্রাজিল থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর কথা জানানো হয়েছে। আগামী ১ আগস্টের থেকে নতুন করের হার কার্যকর হবে। এখানেই থেমে থাকেননি প্রেসিডেন্ট। বলসোনারোর সমর্থনে ট্রুথ সোশ্যালে বড়সড়ো পোস্ট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর বক্তব্য, 'রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলসোনারো। তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে সেটা আন্তর্জাতিক লজ্জা। এ ধরনের বিচার অনুচিত।' তিনি আরও লিখেছেন, 'বলসোনারোকে একটু একা থাকতে দিন। আপনারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে ওঁর পিছনে লেগে থাকা ছাড়া আর কিছুই করেননি।'

ট্রাম্পের কোপে ব্রাজিল

গত কয়েকদিনে বাংলাদেশ সহ বেশ কয়েকটি দেশের ওপর বর্ধিত হারে শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প সরকার। তবে ট্রাম্পের যে দেশটির ওপর আমেরিকা অনেকাংশে নির্ভরশীল সেই ব্রাজিলের বিরুদ্ধে এ ধরনের পদক্ষেপে কূটনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দৃশ্যত ক্ষুব্ধ ব্রাজিলের বিদেশমন্ত্রক সেখানকার মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করে ট্রাম্পের বক্তব্যের ব্যাখ্যা চেয়েছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে পালটা পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ব্রাজিলের বামপন্থী প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভা। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'যে কোনও একতরফা শুল্ক বৃদ্ধিকে ব্রাজিল পারস্পরিক আর্থিক আইনের আওতায় মোকাবিলা করবে।' ইঙ্গিত স্পষ্ট। আমেরিকার শুল্ক বৃদ্ধির পালটা হিসাবে সেদেশের পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্ক চাপাবে ব্রাজিল।

দিনকয়েক আগে রিও ডি জেনেইরোতে বসেছিল ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। তখন ব্রিকস দেশগুলির ওপর বড় অঙ্কের শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই টানাপোড়েন মেটার আগেই ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজক দেশ ব্রাজিলের ওপর আমেরিকার বাড়তি শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করল।

গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গঙ্গায় পবিত্র স্নান। বৃহস্পতিবার হরিদ্বারে। -পিটিআই

নোবেল দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : নোবেল পুরস্কারের জন্য নিজেকে যোগ্য বলে দাবি করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর ক্রমাগত বাধা দিলেও আমআদমি পার্টি সরকার দিল্লিতে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে বলে তাঁর দাবি। আবগারি দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জেল হয়েছিল। তারপরেও তিনি নিজেকে নোবেল পাওয়ার যোগ্য বলেছেন। কেজরিওয়ালের দাবিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, আপ সুপ্রিমো দিল্লিতে লুটপাট চালিয়েছেন। তিনি অরাজকতার অর্থ চুরির জন্য 'স্বীকৃতি' পাওয়ার যোগ্য। দুর্নীতি, অদক্ষতা ও নৈরাজ্যবাদের নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন। অনেকের বক্তব্য, কেজরিওয়ালের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে।

বিপাকে লালু

রাঁচি, ১০ জুলাই : বিধানসভা ভোটের মুখে জোর ধাক্কা খেলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় সিবিআই লালু যাদবের দীর্ঘমেয়াদি সাজা চেয়ে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে আবেদন করেছিল। বিচারপতি রঙ্গন মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি অম্বুজ নাথের ডিভিশন বেঞ্চ তা মঞ্জুর করেছে। সিবিআইয়ের বক্তব্য, পশুখাদ্য মামলায় প্রধান অভিযুক্ত ও ষড়যন্ত্রকারী হলেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ। এই মামলায় সহকারী দোষী জগদীশ শর্মার উদাহরণ তুলে সিবিআই জানিয়েছে, জগদীশকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

সেখানে দুর্নীতির মূল কাণ্ডারি লালুপ্রসাদ যাদবের কী করে সাড়ে তিন বছরের কারাবাস হয়? ২০১৮ সালে আরজেডি নেতার ওই কারাদণ্ড হয়। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত। বিহারে ভোটের মুখে মামলাটি ফের চাগিয়ে উঠল। এবার দেখার লালুজি কীভাবে সামলান।

শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'কেন্দ্রীয়মন্ত্রী রাজনাথকে শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি পরিশ্রমী, জ্ঞানী। এই দুটি জিনিসে তিনি নিজেকে পৃথক করে তুলেছেন। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতকে স্বাবলম্বী করে তোলা ও আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন প্রার্থনা করছি।'

ভূমিকম্পে কাঁপল হরিয়ানা, দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হরিয়ানা, রাজধানী দিল্লি এবং লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকা। বৃহস্পতিবার সকালে একাধিক জায়গায় দীর্ঘ কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৪। জাতীয় ভূকম্প পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৪ মিনিটে ভূমিকম্পটি হয়। কম্পনের উৎসস্থল ছিল রাজধানী দিল্লি থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে হরিয়ানার ঝজ্জরে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে কম্পনটি হয়েছে। ভূকম্পের উৎসস্থল দিল্লি থেকে খুব দূরে না হওয়ায় তীব্রতা কম হলেও কম্পন বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে রাজধানীতে।

ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। তবে সাতসকালের এই কম্পনের জেরে রাজধানী দিল্লি এবং আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই ভয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। এলাকাবাসীরা অনেকে জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়িতে ফ্যান এবং অন্য আসবাবপত্র কাঁপতে শুরু করেছিল। এত দীর্ঘক্ষণ কাঁপুনির কথা কেউই মনে করতে পারছেন না।

ভূমিকম্পের উৎসস্থল ঝজ্জর থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্তের মিরাট এবং শামলিতেও কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে। হরিয়ানার সোনিপত এবং হিসারেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, কম্পন প্রবণতার দিক থেকে দিল্লি ও এনসিআর জোন ৪ অর্থাৎ 'তীব্র কম্পন' অঞ্চলে পড়ে। এর প্রধান কারণ, এই এলাকায় সক্রিয় তিনটি ফাটলরেখা আছে — সোহনা, মথুরা আর দিল্লি-মোরাদাবাদ। পাশাপাশি হরিয়ানাতেও আছে সাতটি ফাটলরেখা। উপরন্তু হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল হওয়ায় এই এলাকায় প্রায়ই আফটার শক বা 'প্রত্যাঘাত' অনুভূত হয়।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতেও ভূমিকম্প হয়েছিল দিল্লিতে।

বিতর্কে গ্রেট নিকোবর প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : গ্রেট নিকোবর দ্বীপের বিতর্কিত মেগা পরিকাঠামো প্রকল্পের ফলে স্থানীয় উপজাতিদের ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা হয়েছে। পাশাপাশি টাইগার রিজার্ভের মধ্যে থাকা গ্রামগুলিকে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়ার জন্যও ভোগান্তি বাড়বে স্থানীয় বাসিন্দাদের। উপজাতিদের ওপর মেগা প্রকল্পের প্রভাব এবং টাইগার রিজার্ভে বসবাসকারীদের পুনর্বাসন নিয়ে সরকার কী করছে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল জাতীয় উপজাতি কমিশনের কাছে। কিন্তু তথ্যের অধিকার (আরটিআই) সংক্রান্ত সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কমিশন (এনসিএসটি)। সংসদীয় অধিকার ও কিছু আইনি ছাড় দেখিয়ে কমিশন এই তথ্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

অন্যদিকে পরিবেশ মন্ত্রক নতুন করে একটি 'ওভারআর্চিং কমিটি' তৈরি করেছে, যা পূর্বের সুপারিশগুলির পুনর্মূল্যায়ন করবে। পরিবেশবিদদের দাবি, এই কমিটি জাতীয় গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশে গঠিত কমিটির স্বাতন্ত্র্য খর্ব করতে পারে।

বৃষ্টিতে স্তব্ধ গুরুগ্রাম

গুরুগ্রাম, ১০ জুলাই : বুধবার রাতভর ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে গুরুগ্রাম। ১৩৩ মিমি বৃষ্টিপাতে একাধিক রাস্তা ও এলাকা ডুবে গিয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। দিল্লি-গুরুগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের নারসিংপুর অংশ, বাসাই, গলফ কোর্স এক্সটেনশন রোড সহ রাজীব চক, সদর বাজার এবং একাধিক সেক্টরে জল জমে গাড়ি চলাচল ধীরগতির হয়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে ৪৮-এ ৭-৮ কিলোমিটার লম্বা যানজট দেখা গিয়েছে। জলবন্দি মানুষ ছবি ও ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে পুরসভার জবাবদিহি চেয়েছেন। তবে পুরসভা বলেছে, নালা ও পাম্প চালু আছে। কিন্তু এত বৃষ্টি হচ্ছে যে নিকাশি ব্যবস্থা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না।

বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারি

বেঙ্গালুরু, ১০ জুলাই : বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারিতে ২৯জন সেলিব্রিটির বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬ডি ধারায় মামলা দায়ের করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজয় দেবেরকোন্ডা, প্রকাশ রাজ, রানা দুগ্গাবতি, নিধি আগরওয়ালের মতো অভিনেতারা। টেলিভিশন অ্যাঙ্কর শ্রীমুখির নামও রয়েছে।

গোপনে ছবি

বেঙ্গালুরু, ১০ জুলাই : মহিলাদের অজান্তে ভিডিও তুলে ও তাঁদের সম্মতি না নিয়েই ছবি অনলাইনে পোস্ট করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল এক ব্যক্তি। ছবিগুলি দৃশ্যত অস্বস্তিকর। ধৃতের নাম জানা যায়নি। মূলত ছবিগুলি তোলা হয়েছে বেঙ্গালুরুর বাণিজ্যিক কেন্দ্র চার্চস্ট্রিটে। ওই শিক্ষার্থীর ছবি ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হওয়ায় হইচই পড়ে যায়।

আমিই থাকছি, প্রত্যয়ী সিদ্দা

বেঙ্গালুরু, ১০ জুলাই : কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছাড়ার যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন সিদ্দারামাইয়া। উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে পদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস হাইকমান্ড তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে বলে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে। তা খারিজ করে দিয়ে সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'পাঁচ বছরের জন্য আমিই মুখ্যমন্ত্রী থাকছি। আমি আগেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছি। ২ জুলাই এই বিষয়ে আমি বিবৃতিও দিয়েছিলাম। সেদিন ডিকে শিবকুমারও ছিলেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'আড়াই বছর পর পদ ছেড়ে দিতে হবে এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। হাইকমান্ড শুধু বলেছিল, তারা যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা যেন সেগুলি মেনে চলি। হাইকমান্ড যে সিদ্ধান্ত নেবে আমাকে এবং ডিকে শিবকুমারকে উভয়কেই তা মেনে নিতে হবে। শিবকুমার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য ঠিকই। কিন্তু কুর্সি এখন খালি নেই।' সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করতে পারেন সিদ্দারামাইয়া এবং ডিকে শিবকুমার। শিবকুমারকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসানোর ব্যাপারে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছে। তাঁর সমর্থকরাও চাইছেন কর্ণাটকে যেন মুখ্যমন্ত্রী পদে রদবদল করা হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট, তিনি সহজে হাল ছাড়ার মানুষ নন। তাকে নিয়ে যতই বিতর্ক চলুক, তাঁর আমলে যে রাজ্যের অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে সেই কথাও জানাতেও ভোলেননি সিদ্দারামাইয়া।

কংগ্রেসের শশী বিড়ম্বনা

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুরের সঙ্গে কংগ্রেসের স্নায়ুর লড়াই থামার আপাতত কোনও লক্ষণ নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে আগেই কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। এবার বিজেপির সুরে সুর মিলিয়ে জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করায় হাত শিবিরের বিড়ম্বনা আরও বেড়েছে। একটি উড়িয়া সম্পাদকীয়তে জরুরি অবস্থার সময় দেশজুড়ে যে বাড়াবাড়ি হয়েছিল, তার জন্য তিনি সরাসরি নেহরু-গান্ধি পরিবারকে নিশানা করেছেন। থারুরের সাফ কথা, 'শৃঙ্খলা আনার উদ্দেশ্যে যে পদক্ষেপগুলি করা হয়েছিল সেগুলি আদতে নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত হয়েছিল।' তিনি লিখেছেন, 'ইন্দিরা গান্ধির ছেলে সঞ্জয় গান্ধি বলপূর্বক নির্বীজকরণ কর্মসূচিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যা নিষ্ঠুরতার সবথেকে বড় উদাহরণ ছিল। দরিদ্র গ্রামীণ এলাকাগুলিতে হিংসা ও জোর জবরদস্তি করা হয়েছিল। নয়াদিল্লির মতো শহরে নিষ্ঠুরভাবে বস্তি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল।'

থারুর এও স্মরণ করিয়ে দেন, জরুরি অবস্থা একটি কঠোর সতর্কবার্তা। যাঁরা গণতন্ত্রের অভিভাবক তাঁদের সবসময়ই সতর্ক থাকতে হবে।' জরুরি অবস্থার পাঁচ দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি দেশজুড়ে সংবিধান হত্যা দিবস পালন করেছে মোদি সরকার। তা নিয়ে কংগ্রেস আগেই সরব হয়েছিল।

হাসিনার বিরুদ্ধে চার্জ ট্রাইবিউনালে

রাজসাক্ষী প্রাক্তন আইজিপি

ঢাকা, ১০ জুলাই : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শাস্তি দিয়ে মরিয়া ইউনূস সরকার। ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা আওয়ামী লিগ সভানেত্রীকে দেশে ফেরানোর জন্য ইতিমধ্যে নয়াদিল্লির ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে ঢাকা।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় হাসিনার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইবিউনাল হাসিনার পাশাপাশি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং বাংলাদেশ পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লা আল-মামুনের বিরুদ্ধেও চার্জ গঠন করেছে। অগাস্ট পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান দুজনকেই পলাতক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এদিন প্রাক্তন আইজিপিকে ট্রাইবিউনালে হাজির করা হলে তিনি এই মামলায় রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন জানান।

ট্রাইবিউনাল সেই আর্জি মঞ্জুর করে। প্রাক্তন পুলিশকর্তা জানান, তিনি দোষ স্বীকার করছেন। কীভাবে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই বিষয়ে তথ্য দিয়ে তিনি ট্রাইবিউনালকে সহযোগিতা করবেন বলে জানান।

শুনানির শেষে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, 'প্রাক্তন আইজিপি এদিন বলেছেন, ২০২৪ সালের জুলাই-অগাস্টে যে মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই অপরাধের সবকিছু তাঁর জানা। ট্রাইবিউনাল তাঁর আর্জি মঞ্জুর করেছে।'

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধ কাদের মাধ্যমে কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল প্রাক্তন আইজিপি সেই তথ্য উদঘাটন করবেন। তবে তিনি এখন কারাগারেই থাকবেন। তাঁকে যথাযথ নিরাপত্তা দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর। এখন দেখার হাসিনার ভাগ্যে কী আছে!

নিউ ইয়র্ক নিয়ন্ত্রণের হুঁশিয়ারি

ওয়াশিংটন, ১০ জুলাই : ক্ষমতায় আসার পর একের পর এক বেনজির পদক্ষেপ করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার নিজের দেশের একটি শহরের শাসনভার সরাসরি হাতে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। নিউ ইয়র্ক সিটির আসন্ন মেয়র নির্বাচনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানি জয়ী হলে শহরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ফেডারেল সরকার অধিগ্রহণ করবে বলে ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প।

হোয়াইট হাউসে মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'একজন কমিউনিস্ট নিউ ইয়র্ক পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হলে এটি আর আগের মতো থাকবে না। প্রয়োজনে এলাকাটি পরিচালনা করব হোয়াইট হাউস আমাদের কাছে অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে।' ট্রাম্প আরও বলেছেন, 'আমরা নিউ ইয়র্কের জন্য বিশেষ কিছু করতে চলেছি। আমি এখনই সব বলছি না। তবে আমরা নিউ ইয়র্ককে আবার মহান করে তুলব।' চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার ও শিক্ষাবিদ মাহমুদ মামদানির ছেলে জোহরানের জন্ম উগান্ডায়। ৭ বছর বয়সে আমেরিকা চলে এসেছিলেন তিনি। নিউ ইয়র্ক সিটিতে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে।

রাজনীতি ছাড়লে চাষবাসই সঙ্গী শা'র

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : নেতা মানুষের নাকি কখনও অবসর হয় না!

কথাটা শুনতে ভালো লাগলেও দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা জানিয়ে দিয়েছেন, আমরণ রাজনীতিতে থাকার ইচ্ছা তাঁর নেই। একদিন না একদিন তিনি ঠিকই সরে যাবেন রাজনীতি থেকে। তখন কীভাবে কাটবে তাঁর অবসর? শা জানিয়েছেন, অবসর জীবনে তাঁর সঙ্গী হবে বেদ, উপনিষদ আর জৈব চাষ!

৬০ বছর বয়সি শা রাজনীতির মাঠে এখনও অক্লান্ত সৈনিক। ভুল বলা হল, আসলে সেনাপতি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতোই। কিন্তু গুজরাটের এক অনুষ্ঠানে সেদিন তিনি হঠাৎই ঘোষণার ভঙ্গিতে জানিয়েছেন, 'আমি ঠিক করেছি অবসরের পরে জীবনটা বেদ, উপনিষদ আর প্রাকৃতিক চাষেই কাটাব।'

শুধু ধর্মশাস্ত্র নয়, নিজের খেতে ক্ষতিকর রাসায়নিক ছাড়া চাষের মজাও শুনিয়েছেন শা।

অমিতের কথায়, 'কেমিক্যাল দিয়ে গম চাষ করলে ক্যানসার, রাড প্রেসার, ডায়াবিটিস, থাইরয়েড কী না হয়! ওসবের ওষুধ খেতে পড়ার কী দরকার। দরকার কী যেচে মৃত্যুকে ডেকে আনার! তার চেয়ে একেবারে দেশীয় পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক চাষই ভালো। জৈব চাষে কোনও ক্ষতি হয় না। আর এটা সবাই মিলে করতে পারলে ওষুধের দোকান উঠে যাবে!'

এখানেই না থেমে শা জানিয়েছেন, নিজের খামারে হাত পাকাতে তিনি ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক চাষ শুরু করে দিয়েছেন। তাতে ফলন নাকি আগের চেয়ে দেড় গুণ বেড়ে গিয়েছে! শা বলছেন, 'জমিতে ভারী বৃষ্টি হলে জলের ধারা বেরিয়ে যায়। কিন্তু অর্গানিক চাষে একফোঁটাও জল বেরোয় না—সব মাটি শুষে নেয়।'

> আমি ঠিক করেছি অবসরের পরে জীবনটা বেদ, উপনিষদ আর প্রাকৃতিক চাষেই কাটাব।
>
> অমিত শা

একই সঙ্গে শা কথা বলেছেন কেঁচো জাতীয় প্রাণীর উপকারিতা নিয়েও। মানুষের ভালোভাবে বেঁচেবর্তে থাকার ক্ষেত্রে কেঁচোর ভূমিকা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, 'সিন্থেটিক ফার্টিলাইজার মাটির কেঁচো মেরে যায়। অথচ কেঁচোই তো প্রকৃতির নিজস্ব ইউরিয়া-ফ্যাক্টরি! দেখা দরকার, সেই কারখানায় যেন লকআউট না হয়!'

সব মিলিয়ে রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়ার পর শা'র বানপ্রস্থ জীবনের সকালটা কাটবে খেতখামারে হাল চাষ করে। আর সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোয় তিনি পড়বেন বেদ-উপনিষদ।

চলো পালটাই...

এরা সবাই নাবালিকা। স্কুল পড়ুয়া। প্রত্যেকে নিজের বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাবের হয়ে সচেতন করে বাকিদের। ছোটদের ভাবতে শেখাটা জরুরি। এখন থেকেই তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি হওয়াটাও জরুরি। কিছু কথা একঘেয়ে মনে হতে পারে। মনে হতে পারে এসব তো সবাই জানে, নতুন কিছু তো বলেনি। কিন্তু কথা হল, আমরা সবাই সবকিছু জেনেও চোখের সামনে ভুলটা দেখে চুপ করে থাকি। তাই আজ ওরা বলুক, আমরা শুনি। সেই সুযোগ করে দিল 'ক্যাম্পাস'।

অনুলিখন : শুভজিৎ দত্ত, ভাস্কর শর্মা ও শিবশংকর সূত্রধর

ভোরের আলো ফোটাব

আদৃতা বীর
(দশম শ্রেণির পড়ুয়া, কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়)

এই তো কয়েকমাস আগের কথা। আমাদের স্কুলেরই একাদশ শ্রেণির এক দিদির বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিল তার পরিবার। দিদিটি সবসময় চাইত, পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। ওর পরিবার তাতে আবার রাজি ছিল না। দিদির পাশেই আমাদের এক বান্ধবীর বাড়ি। তার কাছ থেকে খবরটি পেয়েছিলাম। এরপর ম্যাডামদের জানাই। আমাদের স্কুলে 'আরুষি' নামে কন্যাশ্রী ক্লাব রয়েছে। আমি সেই ক্লাবের সদস্য। আরুষি শব্দের অর্থ 'ভোরের আলো'।

আমরা সবাই মিলে ওই দিদির জীবনে নতুন ভোরের আলো ফুটিয়েছিলাম। কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যরা ম্যাডামদের সঙ্গে নিয়ে ওর বাড়িতে যাই। বাল্যবিবাহ কেন উচিত নয়, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে কতটা ক্ষতি হয়- সেসব বোঝাই। শেষপর্যন্ত আমাদের কথায় রাজি হয়ে বিয়েটা বাতিল করা হয়। দিদি এখন নিয়মিত স্কুলে আসছে। ওই ঘটনার পর থেকে আমি কন্যাশ্রী ক্লাবের হয়ে কাজ করতে আরও বেশি করে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি।

দিদির বিয়ের আগেই আমরা জানতে পেরেছি। তাই ঠেকাতে পেরেছি। এরকম না জানি কত জায়গায় কত নাবালিকার বিবাহ হয়ে যাচ্ছে। কেউ আবার মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে ইটভাটা, চাষাবাদের কাজে যোগ দিচ্ছে! শুধু সরকারের একার পক্ষে তো এই ধরনের ঘটনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব নয়। আমাদের সবাইকে এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাহলে সমাজে বদল আনা সম্ভব।

আমি একটা জিনিস লক্ষ করেছি, এই ধরনের ঘটনার পিছনে আর্থিক অনটন অনেকাংশে দায়ী। সংসার চালাতে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া, বাবা আর পড়াশোনা চালাতে পারবেন না অজুহাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। চিন্তাভাবনাতেও গলদ রয়েছে। 'লেখাপড়া শিখে কী হবে, দেশে চাকরিবাকরি তো নেই। এখন কাজে ঢুকলে সংসারের হালটা ধরতে পারবে।' -এর মতো কথা অনেকের মুখে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে খুব শোনা যায়। তাই সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থানে জোর দিতে হবে সরকারকে। শিল্পস্থাপন, সরকারি চাকরিতে নিয়মিত নিয়োগ, নিজের ব্যবসা শুরু করতে সহজে ঋণ পাওয়া ইত্যাদি। শুধু ভাতা-নির্ভরতা নয়, মানুষ যাতে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। পাশাপাশি যাঁরা সচেতন, তাঁরা বাকিদের সচেতন করার দায়িত্ব নিক। সরকারিভাবে প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। আপনাকে-আমাকেও দায়িত্ব নিতে হবে।

পরিবেশের ভালো নিয়ে কথা বলি

দেবস্মিতা সাহা
(একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া, পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ উচ্চবিদ্যালয়, ফালাকাটা)

বাল্যবিবাহ মানে কিন্তু একটি সম্ভাবনাকে গলা টিপে মেরে ফেলা। তাকে সুযোগ দিতে হবে পড়াশোনার। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। স্বাবলম্বী হলে সে পরিবারের পাশেও দাঁড়াতে পারবে। শিক্ষাকে হাতিয়ার করে সমাজের প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে আমাদের প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। স্বনির্ভর হতে হবে। কোথাও নাবালিকা বিবাহ, শিশুশ্রমের মতো ঘটনা ঘটলে আমরা প্রতিবাদ জানাব।

এর বাইরেও কিছু দিক রয়েছে। ডুয়ার্সে নাবালিকাদের ফুসলিয়ে পাচারের এক বিষাক্ত চক্র সক্রিয়। তাই কন্যাশ্রী ক্লাবের মাধ্যমে আমরা সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছি। আমি স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের সম্পাদক। প্রলোভনে পা না দেওয়া, ভুলবশত বা অসচেতনভাবে পা দিয়ে ফেললেও বাবা-মা কিংবা অন্তত স্কুলে শিক্ষকদের জানানো। সঠিক সময়ে জানালে বিপদ এড়ানো যায়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, মোবাইল ফোনের সাবধানি ব্যবহার। প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার শেখাটা জরুরি। লেখাপড়ায় ইন্টারনেট অনেক সাহায্য করে। গুগলে সারা দুনিয়ার তথ্য থাকে, ই-বুক ফ্রিতে পাওয়া যায়, ইউটিইউবে বিষয়ভিত্তিক ভিডিও থাকে। অন্যদিকে আবার সেই ইন্টারনেটের সৌজন্যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার বিপদ ডেকে আনছে। পড়াশোনা লাটে উঠছে। সবাই রিল বানাচ্ছে, তাই আমাকেও ট্রেন্ড মেনে বানাতে হবে। এই ধরনের মানসিকতা থেকে দূরে থাকাই ভালো। পড়াশোনা বা চরিত্র গঠনের পথে মোবাইল যেন প্রতিবন্ধক না হয়ে ওঠে।

আমরা শুধু নিজের ভালো নয়, অন্যের, এমনকি পরিবেশের ভালো নিয়ে কথা বলি। গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও সবুজায়ন নিয়ে আলোচনা করতে হাতেগোনা লোকজন ছাড়া বাকিরা খুব একটা আগ্রহী নয়। এসব নিয়ে চিন্তাও করে না। ভবিষ্যৎ কতটা অন্ধকার, তা নিয়েও ভাবে না। অথচ প্রতিবছর যে হারে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বাড়ছে, তাতে আমরা বা আমাদের ভাই-বোনদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা হয়। আমরা কিন্তু নিজের বাড়ি, স্কুল, পাড়ায় গাছ লাগাতে পারি। সেটার দেখভাল করতে পারি। আমাদের দেখেই না হয় আরও দশটা লোক এগিয়ে আসবে।

এবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরি। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম সমাজের পুরোনো রোগ। সহজে সারবে না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পুলিশ, প্রশাসনকে আরও কড়াভাবে হাল ধরতে হবে। আমার মনে হয়, ডেকোরেটার, ব্যবসায়ী, খাবার পরিবেশক, পুরোহিত, ইমামদের নিয়ে আলোচনা ভালো ফল দিতে পারে।

শিক্ষার আলোয় মনের অন্ধকার দূর হয়

তৃষা মিত্র
(দশম শ্রেণির পড়ুয়া, নাগরাকাটা হাইস্কুল)

আমি বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্য। স্কুলছুট বিশেষ করে মাঝপথে মেয়েদের পড়াশোনা পাট চুকিয়ে দেওয়া আমাদের সমাজের বড় কলঙ্ক। এর একটি অন্যতম কারণ কিন্তু দারিদ্র্য। অনেক পরিবারেই দেখা যায়, কন্যাসন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব তাঁদের কাছে বোঝা। এর পেছনে কাজ করে সামাজিক কিছু ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণাও। সবাইকে শিক্ষার অঙ্গনে আনতে আরও সক্রিয় হতে হবে প্রশাসনকে। বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি স্কুলে যেতে পড়ুয়াকে উৎসাহিত করা, পড়াশোনা চালিয়ে গেলে কী ধরনের সরকারি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে ও লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হওয়া কতটা ভালো ইত্যাদি সম্পর্কে তার পরিবারকে সচেতন করা। শিক্ষার আলোয় মানুষের মনের অন্ধকার দূর হয়।

স্কুলছুটের সঙ্গে বাল্যবিবাহ আর শিশুশ্রমের সম্পর্ক সমানুপাতিক। প্রথমটির হার যত বাড়বে, বাকি দুটোও সেই হারে বৃদ্ধি পাবে। এরসঙ্গে যুক্ত হয় নারীপাচার। চা বলয়ে যা জ্বলন্ত সমস্যা। বাল্যবিবাহের মতো ঘটনার সব খবর হয়তো সবাই জানতে পারে না। যেটুকু তথ্য সামনে আসে, তা হিমশৈলের চূড়া। বাল্যবিবাহ নারীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দূর্বল করে দেয়। মারাত্মক প্রভাব পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ মৃত্যু ডেকে আনে।

পুলিশ-প্রশাসনকে এ ব্যাপারে আরও বেশি করে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রচলিত যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা আরও শক্তিশালী করতে হবে। সমাজের সচেতন মানুষকে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। পাশাপাশি প্রয়োজন দারিদ্র্য দূরীকরণ, কুসংস্কার ও কিছু নেতিবাচক সামাজিক রীতিনীতিকে সমূলে উৎখাত করা। ধারাবাহিক প্রচার চালাতে হবে চা বাগানে।

ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প যে গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে পড়াশোনা শেষ করার পর মেয়েদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত না হলে এই ধরনের সমস্যা পুরোপুরি মেটার নয়। রাষ্ট্রকে সেই বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার দিয়ে ভাবতে হবে।

পাকিস্তানি গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত উরির একটি বাড়ি। -ফাইল চিত্র

বিদ্বেষ বিষে হানাহানির আঁধার

অরুণাভ পাল

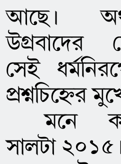

শেষ দশ বছরে আমাদের দেশে চেনা চিত্রের অনেক বদল ঘটেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। যাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সামাজিক পিরামিডের একদম তলায় থাকা অথবা ধর্মচর্চা থেকে অনেক দূরে থাকা মানুষ। কেউ ধর্মকে খুঁটি করে আরেক ধর্মের মানুষের ওপর আঘাত হেনেছে। ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে বিভেদ, মনে জন্ম নিয়েছে ভয় কিংবা অবিশ্বাস, ঘৃণা ও ক্ষোভ।

এই মুষ্টিমেয় কিছু লোক, যাঁরা আদপে সমস্যা সৃষ্টি করেন, তাঁরা সব মানুষকে দুর্দশার মধ্যে দেখতে চান। তাতেই তাঁদের লাভ। বিশেষ করে রাজনীতি ও ভোটবাক্সের অঙ্কে ফায়দা নির্ধারণে। এঁরা অন্তরালে বসে খুব সুচতুরভাবে কলকাঠি নাড়েন। আমাদের দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি স্পষ্টভাবে লেখা আছে। অথচ ধর্মীয় উগ্রবাদের চোখরাঙানিতে সেই ধর্মনিরপেক্ষতা আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

মনে করে দেখুন, সালটা ২০১৫। উত্তরপ্রদেশে একদল উন্মত্ত জনতা এক বাড়িতে অতর্কিতে ঢুকে ফ্রিজে রাখা মাংস নিয়ে হইচই জুড়ে দিয়েছিল। এরপর শুরু হয় মারধর, যার জেরে মৃত্যু হয় ওই বাড়ির মালিকের। তোলপাড় ফেলে দেওয়া সেই ঘটনার ঠিক দুই বছর পর, আবার দেশকে নাড়িয়ে দেয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকেই রাজস্থানে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যাওয়া একজনের হত্যাকাণ্ড।

এক ধর্মীয় মৌলবাদীর হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন। ধর্মরক্ষার ধ্বজাধারী সেই মৌলবাদীর অনুশোচনা দূরে থাক, দাবি করেছিলেন, ন্যায্য কারণেই তিনি খুন করেছেন। কারণ তিনি খুন করেছেন এক বিধর্মীকে। যে বিধর্মী অন্য ধর্মের এক মহিলার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। ধর্মরক্ষার মসিহা হয়ে তাই তিনি খুন করেছেন সেই বিধর্মীকে।

এরপর কর্ণাটকে কলেজে ঢোকার সময় এক ছাত্রীকে হেনস্তা করা হয় তাঁর পোশাকের কারণে। যে দেশের সংবিধানে ব্যক্তিস্বাধীনতা, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতার উল্লেখ রয়েছে, সেখানে কে কী খাবে, কে কী পরবে, কে কার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করবে, কে কোন মতে বিশ্বাস করবে ইত্যাদি নিয়ে নীতি পুলিশি করছে একদল লোক, সংগঠন।

ভালোবাসাকে, মানুষ-মানুষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করাকে কেন্দ্র করে পালটে যাচ্ছে আমাদের পরিচিত পরিবেশ। এই গোষ্ঠী-সেই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ঘরছাড়া হন একদল মানুষ। প্রান্তিক তাঁরা, সাধারণত চাষবাস অথবা শ্রমনিবিড় কাজকর্ম করে দিন গুজরান করেন। দাঙ্গার জেরে তাঁদের কখনও গঙ্গা পার হয়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে হয় ঘর থেকে অনেক দূরে, অচেনা জায়গায়।

দাঙ্গাবাজরা এক বৃদ্ধার ঘরে ঢুকে শেষ সম্বলটুকু লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। দেশভাগের স্মৃতি আবার আমাদের মস্তিস্কে হানা দিতে থাকে। তারপর একদিন বসন্তের শেষ লগ্নে পরিবার নিয়ে ভূস্বর্গে বেড়াতে গিয়ে আচমকা প্রাণসংশয় হল একদল পর্যটকের। মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ট্রিগার টেপার আগের মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁদের ধর্ম কী! জানার পর ভূস্বর্গের সবুজ জমিন কলঙ্কিত হয় রক্তে।

আনন্দমুহূর্ত বদলে যায় বিষাদমুহূর্তে। সেই দুঃখজনক ঘটনার পরপরই সামাজিক মাধ্যমে একদল মানুষ আরেক দলের প্রতি বিদ্বেষমূলক মন্তব্য ও কটূক্তি করতে থাকে। দেশের এমন কঠিন মুহূর্তে যখন আরও কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন, তখন ওই হত্যাকারীদের মতোই একদল উগ্রবাদী সামাজিক স্থিতিশীলতাকে ভাঙতে মাঠে নেমে পড়ে। তারপর সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পড়শি দেশে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে আমাদের দেশ।

পড়শি দেশেও মৃত্যু হয় বহু সাধারণ মানুষের! পড়শি দেশ পালটা আক্রমণ করায় মরে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষই। যাঁরা হয়তো পাহাড়ি এলাকায় ছোটখাটো কাজ বা পশুপালন করে পেট চালান। দু'দেশেই চোখের জল একইরকম বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে। তারপর যুদ্ধ লাগে লাগে পরিস্থিতি! সেই যুদ্ধের মতো পরিস্থিতিতে বিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢালে সংবাদমাধ্যমের একাংশ।

প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও না কোনও ধর্ম বা পক্ষের মৌলবাদীরা দোষ করছে, অথচ প্রত্যেকটি ঘটনার পর অভিযোগের আঙুল তোলা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষদের দিকে। তাঁরাই সফট টার্গেট হচ্ছেন। অথচ যাঁরা নিরপেক্ষ, তাঁরা কখনোই হানাহানি চান না। চান শুধু, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে মানুষের সহাবস্থান।

এইভাবে পালটে যাচ্ছে আমাদের চেনা পৃথিবী। প্রতি মুহূর্তে, প্রতিদিন নেমে আসছে আঁধার, শুধু আঁধার।

নতুনের ভাবনায়

স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তুমি? এই প্রজন্মের আগ্রহ, চিন্তাভাবনা, সমস্যা, পছন্দ-অপছন্দ থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে নিজের আর নিজবয়সিদের মনের কথা তুলে ধরতে চাও? যে কোনও ইস্যু নিয়ে লিখতে পারো ক্যাম্পাস বিভাগে। সহজ-সরল বাংলায় নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ নিজের লেখাটি পাঠাতে পারো এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে- 8145553331. শব্দসংখ্যা ৪৫০-৫৫০। এমএস ওয়ার্ড কিংবা মেসেজ আকারে। বাছাই করা লেখা প্রকাশিত হবে 'ক্যাম্পাস' পাতায়।

ক্যাম্পাস কথা

নাচ-গানে ত্রয়ী প্রণাম

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৫ মাঝিরবাড়িতে পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুল ও পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য দিনটি ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। রোজকার মতো পিঠে বইয়ের বোঝা নিয়ে আসা-যাওয়া নেই। পরপর ক্লাস করা নেই। স্কুল ইউনিফর্ম নেই। রংবেরংয়ের শাড়ি আর পাঞ্জাবি পরে সেজেগুজে ক্যাম্পাসে হাজির হয়েছিল কচিকাঁচার দল। দুই স্কুলের সমবেত প্রয়াসে সেদিন পালিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান 'ত্রয়ী প্রণাম'। তিন কবির ছবিতে ফুল নিবেদন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান।

প্রথমেই সকলকে একছন্দে বেঁধে রাখার গান 'আয় তবে সহচরী'তে পড়ুয়াদের সমবেত উদ্বোধনী নৃত্যে মুগ্ধ হন দর্শকরা। এরপর একে একে নাচ পরিবেশন করে তৃতীয় শ্রেণির রুমঝুম রায় (আমি যার নূপুরের ছন্দে), 'নিম ফুলের মৌ পিয়ে' গানে ষষ্ঠ শ্রেণির প্রীতি রায়। এরই মাঝে রবিঠাকুরের 'বোঝাপড়া' কবিতাপাঠে প্রশংসা কুড়িয়ে নেয় অষ্টম শ্রেণির তানিয়া সুলতানা। নজরুলের প্রভাতী সমবেতভাবে উপস্থাপন করে অভীক, অর্কজিৎ ও পলাশ। সুকান্ত ভট্টাচার্যর 'অতিকিশোরের ছড়া' শোনায় চতুর্থ শ্রেণির টুম্পা রায়। 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' গানে অষ্টমের অরমিকা ও তৃষার সমবেত নাচ চলাকালীন বাইরে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি এক মনোরম পরিবেশ তৈরি করেছিল। জীবনে প্রথমবার মঞ্চে উঠে দাদা-দিদিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নজরুল ইসলামের 'লুকোচুরি' কবিতা পাঠ করে প্রথম শ্রেণির জয়দীপ রায় ভীষণ উচ্ছ্বসিত।

পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সোনাই বণিক বলছিলেন, 'ত্রয়ী প্রণামের অনুষ্ঠানে বর্তমান পড়ুয়াদের পাশাপাশি শামিল হয়েছিল বহু প্রাক্তনী। তাদের অনেকেই অবশ্য বিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটা অনুষ্ঠানে আসে। আসেন অভিভাবকরাও। এতে আমরা আপ্লুত। উৎসাহিত। অনুষ্ঠান শেষে সকলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেছে।'

পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভূগোল শিক্ষিকা লাবণি পাল। তাঁর কথায়, 'দুই সপ্তাহ ধরে পড়ুয়াদের মহড়া দিয়ে তৈরি করেছি সবাই মিলে। ওরা মঞ্চে খুব সুন্দরভাবে পরিবেশন করল। আমাদের পরিশ্রম সার্থক।'

আঁকা, কুইজে সচেতনতা প্রচার

ভবিষ্যতে একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ছোটবেলা থেকেই পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই উদ্দেশ্যে চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়েছিল দুটো ভিন্ন কর্মসূচি।

প্রথম কর্মসূচির আয়োজক ছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। সেখানে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গির বিরুদ্ধে মোকাবিলার পাঠ পড়ানো হয়। ছিল আঁকা প্রতিযোগিতাও। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবুলাল সিং'এর কথায়, 'সচেতনতাই পারে মশাবাহিত রোগের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে। এলাকাকে রোগমুক্ত রাখতে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের উপস্থিতিতে সচেতনতামূলক অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা।'

প্রতিযোগিতাকে ঘিরে পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। পড়ুয়া অনীশ রায়ের কথায়, 'ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গি থেকে বাঁচতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমাতে হবে। জমা জলে মশা ডিম পাড়ে, তাই কোথাও জল জমতে দেওয়া যাবে না। হাত-পা ঢাকা জামা পড়তে হবে। এসব বিষয় আমরা এঁকে দেখিয়েছি।'

সেদিনের পরবর্তী কর্মসূচি ছিল, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা। ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড (বিআইএস)-এর উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কোচবিহার জেলার বিআইএস রিসোর্স পার্সন তথা কোচবিহার জেনকিন্স বিদ্যালয়ের শিক্ষক সঞ্জিতকুমার দাস উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড ক্লাবের মেন্টর তথা বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রলয়কুমার মিত্র বললেন, 'বিআইএস-এর অধীনে এই স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড ক্লাবে ৪৪ জন সদস্য রয়েছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া সবাই। তারা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য, পড়ুয়াদের মাধ্যমে সমাজে, বিশেষ করে অভিভাবকদের মধ্যে সঠিক মানের সামগ্রী ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা। কেনাকাটা করার সময় হলোগ্রাম, প্রস্তুতকারী সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা, কোনও নির্দিষ্ট সামগ্রী কী ধরনের উপকরণ দিয়ে তৈরি, কতদিন ব্যবহার করা যাবে ইত্যাদি যাচাই

করে নিতে হবে। দামের পাশাপাশি মানেও গুরুত্ব দিতে হবে। সঠিক সামগ্রী বেছে নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হলেই জীবনযাপনের মান উন্নত হতে পারে।' সবশেষে আঁকা ও কুইজ প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে।

পেশাদারি কোর্সের হদিস দেওয়ার চেষ্টা

মহম্মদ আশরাফুল হক

উচ্চমাধ্যমিকের পর কেরিয়ার গঠন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে দিশা দেখাতে চাকুলিয়া হাইস্কুলে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালাটিতে এবছরের উচ্চমাধ্যমিকের কৃতীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধর। সংগঠনের জেলা সম্পাদক সাইদুর রহমান ও চাকুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

চিরাচরিত ডিগ্রি কোর্স বাদেও বর্তমানে একাধিক পেশাদারি কোর্সের চাহিদা বাড়ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ। তবে সেগুলো সম্পর্কে সবাই জানে না। এরজন্য প্রচার প্রয়োজন। সরকারিস্তরে উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেরিয়ার কাউন্সেলারের সাহায্যে বা অন্ততপক্ষে শিক্ষকরা পেশাদারি কোর্সের ব্যাপারে পড়ুয়াদের অবগত করতে পারেন। কীভাবে কোথায় পেশাদারি কোর্সগুলো পড়ানো হয়, কোর্স শেষে কেরিয়ার হিসেবে কী কী সুযোগ মিলতে পারে ইত্যাদি জানাতে পারেন। ফ্যাশন ডিজাইনিং, গ্রাফিকস ডিজাইনিং, আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষাবাদ ইত্যাদি শিখে আজ অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। পড়ুয়ারা মেইন স্ট্রিমে পড়াশোনার পাশাপাশি এই ধরনের কোর্স করতে পারেন, পরামর্শ বিডিও'র।

চাকুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে'র বক্তব্যে উঠে এসেছিল পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা। রাজ্যে কাজের সুযোগ না পেয়ে অনেক কৃতী গরিব পড়ুয়া ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজে চলে যায়। তিনি বললেন, 'আইআইটি-তে বিভিন্ন কোর্স, টেলারিং, নার্সিং, ফার্মাসি, কম্পিউটার, হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি চাকরিমুখী কোর্সের পর কাজের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু কোথা থেকে ও কীভাবে এই কোর্স করা যায়, সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে শেখা যায় কি না- সে বিষয়ে গ্রামাঞ্চলের একটা বড় অংশ পড়ুয়া কিংবা তাদের অভিভাবকরা সচেতন নন। প্রাথমিক ধারণাটুকু দিতে আয়োজন করেছি।'

কর্মশালায় অংশ নিয়েছিল চাকুলিয়া হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ শ্রেয়া দাস, জামিলা খাতুন, পল্লবী সাহা, মাসকুরা খাতুনরা। জামিলার কথায়, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের ভাবনা এর আগে খুব সীমিত ছিল। এই কর্মশালায় এসে অনেক কিছু জানতে পারলাম। নতুন করে ভাবতে শুরু করেছি।'

বাঁধে নির্মাণ চলছেই, ক্ষতির আশঙ্কা

সময়ের সঙ্গে দখল হচ্ছে শহর রক্ষাকারী বাঁধের জমি। অভিযোগ, জবরদখলকারীদের মদত দিচ্ছেন একশ্রেণির রাজনৈতিক নেতা। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরাও কিছু বলতে নারাজ। অথচ যে কোনও সময় বাঁধে ফাটল ধরে শহরের বড় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন সেচ দপ্তরের কর্তারা। বিশেষ প্রতিবেদন অনীক চৌধুরীর কলমে

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : জলপাইগুড়ি শহরকে ভয়াল তিস্তা থেকে বাঁচায় যে প্রধান বাঁধ, সেই বাঁধের বড় অংশ সময়ের সঙ্গে দখল হয়েছে। জবরদখলকারীরা বাঁধের ধারে কিংবা তিস্তার চরে চাষাবাদের পাশাপাশি টিনের বাড়ি তৈরি থেকে শুরু করে হোটেল, মুদিখানা, সেলুন সহ বিভিন্ন দোকান তৈরি করেছেন। এমনকি গত এক দশকে পাকাপোক্ত বসতবাড়িও তৈরি হয়েছে। ইদানীং তো বাঁধের জমি দখল করে যথেচ্ছভাবে বালি, পাথর ও ইটের ব্যবসাও করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে জবরদখলকারীদের যুক্তি, র‍্যাশন কার্ড, আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড দিয়েছে সরকারই। বেআইনি বলে উঠে যেতে তো কেউ বলেনি।

সত্যি তো, সেচ দপ্তর কিংবা জেলা প্রশাসনের তরফে জবরদখলকারীদের হটিয়ে দেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অথচ এভাবে দখলে বাঁধের অস্তিত্ব যে সংকটের মুখে সে ব্যাপারে একমত প্রায় সব পরিবেশপ্রেমী সংগঠন।

বিশিষ্ট পরিবেশপ্রেমী এবং জীববিদ ডঃ রাজা রাউতের কথায়, ‘বাঁধের ধারে খাটাল তৈরি করা হয়েছে। বাঁধের উপরে প্রতিনিয়ত গোরু, মোষ প্রতিপালন করা হচ্ছে। চাষের জন্য নদীর চরে ছোট ছোট বাঁধ বানিয়ে নদীর গতিমুখ পরিবর্তন করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাঁধের উপর যথেচ্ছভাবে চলছে নির্মাণকাজ, যা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। এতে যেমন নদীর জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে, তেমনি ধীরে ধীরে বাঁধ দুর্বল হচ্ছে।’ পরিবেশপ্রেমীদের মতে, বাঁধ দখলের জেরে প্রবল বৃষ্টির সময়ে জল স্বাভাবিক গতিতে তিস্তায় গিয়ে পড়ছে না।

তিস্তার বাঁধের উপর বাড়ছে নির্মাণ। জলপাইগুড়িতে।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, জবরদখলকারীদের মদত দিচ্ছেন একশ্রেণির রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু এই নেতাদের নাম সামনে আনতে নারাজ বাঁধ সংলগ্ন এলাকার মানুষ। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের আধিকারিক কিংবা জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাঁরাও ‘স্পিকটি নট’। বাঁধের উপর বেড়ে চলা নির্মাণে বাঁধের ধারণশক্তি কমতে শুরু করেছে। এভাবে চললে যে কোনও সময় বাঁধে ফাটল ধরে শহরের বড় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন সেচ দপ্তরের কর্তারাও।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের বক্তব্য, ‘নদীর বাঁধে বা চরে বসতি বা কোনও রকমের নির্মাণকাজ নদীর ভারসাম্য বিঘ্ন করার পক্ষে যথেষ্ট। যে কোনও সময় বড় বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু উচ্ছেদ করার দায়িত্ব প্রশাসন ও পুলিশের।’

জিলা স্কুলের পিছনেই রয়েছে শহর রক্ষাকারী প্রধান বাঁধ, যা কি না একদিকে মিলেছে জাতীয় সড়কে। অন্যদিকে, এসে মিলেছে জুবিলি পার্কে। এই বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় বনপাল, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, জলপাইগুড়ি বিভাগীয় কমিশনার, জেলা শাসক সহ গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের বাংলো।

রংধামালি থেকে বিবেকানন্দপল্লি হয়ে সুকান্তপল্লির মধ্য দিয়ে সারদাপল্লি পর্যন্ত প্রায় ২২ কিলোমিটার লম্বা শহর রক্ষাকারী প্রধান বাঁধ। তিস্তা বিগত কয়েক বছর ধরে নিয়মিতভাবে গতি পরিবর্তন করেছে। কোনও সময় নদীর ধারা ঘুরে যাচ্ছে শহরের দিকে, কোনও সময় বার্নিশের দিকে। এই গতি পরিবর্তনের জেরে আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। বাড়ছে ভাঙনের সম্ভাবনা।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ভাঙন প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের আমলেও মন্ত্রীরা এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ কিছু করেননি। বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলে নদীবাঁধ সংস্কার হলেও বাড়ছে বাঁধ দখল করে অবৈধ নির্মাণ, যা বিপদের কারণ হতে পারে শহরবাসীর জন্য। পরিবেশপ্রেমী রাজার কথায়, ‘শহর রক্ষাকারী বাঁধের বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি, অবিলম্বে বাঁধ সংলগ্ন এলাকা থেকে জবরদখলকারীদের সরিয়ে না দেওয়া হলে সমূহ বিপদ।’

এর আগে একবার বাঁধের জবরদখলকারীদের সরিয়ে দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারপর সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জবরদখলকারীরা ফের সক্রিয়। পরিণতিতে অবৈধ বসতবাড়ি তৈরি ও অন্যান্য নির্মাণকাজ হচ্ছে।

সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, শহর রক্ষাকারী প্রধান বাঁধের উপর জবরদখলের বিষয়টি কারওই অজানা নয়। কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া নিয়ে গড়িমসি কেন তার উত্তর নেই কারও কাছেই।

সক্রিয় জবরদখলকারীরা

- বাঁধের দুই ধারে গড়ে উঠেছে পাকাবাড়ি, হোটেল, মুদিখানা, সেলুন সহ বিভিন্ন দোকান
- বাঁধের জমি দখল করে যথেচ্ছভাবে বালি, পাথর এবং ইটের ব্যবসা চলছে
- প্রশাসনের তরফে জবরদখলকারীদের হটিয়ে দেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেই
- দখলের জেরে প্রবল বৃষ্টির সময়ে জল স্বাভাবিক গতিতে তিস্তায় গিয়ে পড়ছে না
- বাঁধের উপর বেড়ে চলা নির্মাণে বাঁধের ধারণশক্তি কমতে শুরু করেছে

ধূপগুড়ি বাজার এলাকা।

আবাসিক বহুতলে বাণিজ্য

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১০ জুলাই : শহরজুড়ে আবাসিক বিল্ডিংয়ে দেদারে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ বারবার শোনা যায় পুরকর্তা এবং আধিকারিকদের মুখে। এনিয়ে দীর্ঘদিন চোখ বুজে থাকলেও এবারে অভিযানে নামতে চলেছে ধূপগুড়ি পুরসভা। কর আদায় করে নিজস্ব তহবিলের ঘাটতি মেটানোর পাশাপাশি আবাসিক বিল্ডিংয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলা বেআইনি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড রুখতে তৎপর পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

পুরসভার যুক্তি, আবাসিক বিল্ডিংয়ে বাণিজ্যিক বিল্ডিংয়ের মতো ফায়ার সেফটি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ সহ অন্যান্য খরচ কম। তাই অনেকেই বিল্ডিং গড়ার সময় আবাসিক প্ল্যান পাশ করিয়ে বহুতল গড়ে সেখানে দেদারে মোটা অঙ্কের ভাড়া দিচ্ছেন বাণিজ্যিক সংস্থাকে কিংবা নিজেরাই সেই ভবনে চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড। সেখানে বাণিজ্যিক কাজেই নিয়মিত যাতায়াত করছেন সাধারণ মানুষ। ফলে নিরাপত্তার দিক থেকেও আবাসিক বিল্ডিংয়ের বাণিজ্যিক ব্যবহার বিপজ্জনক বলে দাবি পুরকর্তাদের।

এবিষয়ে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘যাঁরা আবাসিক বিল্ডিং বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করছেন কিংবা ভাড়া দিচ্ছেন এবং যাঁরা সেটা ভাড়া নিচ্ছেন তাঁরাও বেআইনি কাজ করছেন। পুর অভিযানে এমন ঘটনা ধরা পড়লে দুই পক্ষকেই আইনি পদক্ষেপে এবং জরিমানার মুখে পড়তে হবে। এনিয়ে সকলের সতর্ক হওয়া উচিত।’

ধূপগুড়ি পুরসভার হোল্ডিং এবং পানীয় জলের সংযোগের সংখ্যা অনুসারে শহরে আবাসিক বাড়ির সংখ্যা সাড়ে তেরো হাজারের মতো। এইসব বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আবাসিক বাড়ির হারেই পুরকর আদায় করে পুরসভা। অথচ কোনও বিল্ডিংয়ে বাণিজ্যিক কাজ হলে তার ক্ষেত্রে পুরকরের হার আবাসিক বিল্ডিংয়ের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

আবাসিক ভবনে বাণিজ্যিক কাজ নিয়ে পুরসভার মাথাব্যথার আরেক কারণ, প্রতি মাসে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন মেটাতে ধূপগুড়ি পুরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রায় চোদ্দো লক্ষ টাকা জোগান দেওয়া। এর বাইরে গাড়িভাড়া সহ পুরসভার নিজস্ব খরচের পরিমাণও মাসে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। ফলে নিজস্ব তহবিলের টাকা জোগাড়ে কার্যত দেওয়ালে পিঠ ঠেকার দশা পুরকর্তা এবং আধিকারিকদের। আবাসিক ভবনের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিয়ে পুরসভার অবস্থানকে সমর্থন করে ধূপগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দেবাশিস দত্ত বলেন, ‘ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে নিজেদের কারবার চালাতে চান। এজন্য কোনও বিল্ডিং বা ঘর ভাড়া নিয়ে ব্যবসায়িক কাজ শুরুর আগে সমস্ত দস্তাবেজ খতিয়ে দেখে নেওয়া দরকার।’

কড়া অবস্থান ধূপগুড়ি পুরসভার

আবাসিক বিল্ডিংয়ের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিয়ে কড়া অবস্থান নিলেও আগামী বছরের বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে বাস্তবে পুরসভার পক্ষে কতটা জোরদার অভিযান সম্ভব হবে তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে পুরসভার অন্দরেই। সেই সুযোগে এই প্রবণতা শহরে আরও বাড়বে বলেই মনে করেন পুরকর্মী ও আধিকারিকদের বড় অংশ।

কাজ শুরু

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : বৃহস্পতিবার শহরের কদমতলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মিউনিসিপ্যালিটি মার্কেটের সংস্কারের কাজ শুরু হল। বুধবার সংস্কারে নিযুক্ত কনট্রাক্টর নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি মার্কেট ঘুরে দেখেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপকুমার বর্মা।

তিনি বলেন, ‘মার্কেটের বাউন্ডারির সংস্কারের পাশাপাশি হাঁটার পথে পেভার্স ব্লক বসানো হবে। আপাতত এই দুটি কাজ শুরু করছি। পরবর্তীতে সব স্টলে লাইট লাগানো এবং পুরো মার্কেটটিকে উন্নত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও ওয়েস্ট ডাম্প এবং নিকাশি ব্যবস্থার কাজ করানোর জন্য পুরসভার কাছে আবেদন করেছি।’ মার্কেট সংস্কারে খুশি এলাকাবাসী থেকে ব্যবসায়ীরা।

নেশার ভিডিও

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে দুজনের নেশা করার একটি ভিডিও (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সানুপাড়া এলাকার বলে দাবি করা হচ্ছে। সেই সূত্রে এলাকায় মাদকের কারবার জমে উঠছে বলে অভিযোগ। গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য গণেশ ঘোষ জানান, তিনি ওই ভিডিওটি জেলা শাসক, জেলার পুলিশ সুপার এবং কোতোয়ালি থানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, ‘এভাবে মাদকের আড্ডায় এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, চুরিও বাড়ছে। পুলিশ টহলদারি বন্ধ করলেই উৎপাত শুরু হয়।’ পুলিশের অবশ্য দাবি, ওই এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছে।

জখম এক

ধূপগুড়ি, ১০ জুলাই : বৃহস্পতিবার বিকেলে এশিয়ান হাইওয়ের সার্ভিস রোডে লরির ধাক্কায় এক বাইক আরোহী ছিটকে পাশের নয়ানজুলিতে গিয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সবজিবোঝাই লরিটি বিহারের। লরিটি বাঁদিকের সার্ভিস রোডে ঢুকতে গিয়ে বাইকটিকে ধাক্কা মারে। যার জেরে বাইক আরোহী ছিটকে গিয়ে পাশের নয়ানজুলিতে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। জখম আরোহীর আঘাত গুরুতর নয়। ঘটনাস্থলে ট্রাফিক পুলিশ পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি নিয়ে গিয়েছে।

প্রতিবাদ মিছিল

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : সাধারণ ধর্মঘটের দিন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ মিছিল হয় জলপাইগুড়িতে। বৃহস্পতিবার শ্রমিক কর্মচারী সংগঠন ও ফেডারেশনের যৌথ মঞ্চের ডাকে পোস্ট অফিস মোড়ের সামনে থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে। পরে থানা মোড়ে পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান কর্মী-সমর্থকেরা। উপস্থিত ছিলেন ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বায়ক বাণীব্রত সাহা, কৃষক নেতা সলিল আচার্য প্রমুখ।

ঠিক যেন রেলগাড়ি। জলপাইগুড়ির বাবুঘাটে শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

শৌচাগার মেরামত নিয়ে প্রশ্ন

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১০ জুলাই : জেলা পরিষদের জমিতে শৌচাগার মেরামত করিয়ে বিতর্কে জড়াল ময়নাগুড়ি পুরসভা। কয়েক মাস আগে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অনুমতি না নিয়ে এই কাজের টেন্ডার ডাকে পুরসভা। জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, ‘উন্নয়ন নিয়ে দ্বিমতের প্রশ্ন নেই। জায়গা যাদেরই হোক, শেষকথা উন্নয়ন। তবে একটা অনুমতি নিলে ভালো হত। যতদূর জানি, সেটা নেওয়া হয়নি।’

পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী কিন্তু ওই বক্তব্য মানছেন না। তাঁর কথায়, ‘জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে পরিদর্শন করিয়ে কাজটি করানো হয়। শৌচাগারগুলো পড়ে থাকায় মানুষের সমস্যা হচ্ছিল। জেলা পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করেই করানো হয়।’ ময়নাগুড়ির নতুন বাজার বাস টার্মিনাস, পুরোনো বাজারের ভেতরে দুটি এবং থানা মোড়ে সুপার মার্কেটের ভেতরে শৌচাগার মেরামত করিয়েছে পুরসভা।

টেন্ডার ডেকে ছয় মাস আগে এই কাজ করানো হয়েছে। পুরসভার এই উদ্যোগে স্বস্তি পেয়েছেন সাধারণ মানুষ। বাসচালক দেবেশ রায় বলেন, ‘বাস টার্মিনাসের শৌচাগারের বেহাল অবস্থা ছিল। মেরামত হওয়ায় আমরা উপকৃত হয়েছি।’ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল বলেন, ‘শৌচাগারগুলো মেরামত করানো জরুরি ছিল। ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে ছিল। আমরা জরুরি ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ করেছি।’

> উন্নয়ন নিয়ে দ্বিমতের প্রশ্ন নেই। জায়গা যাদেরই হোক, শেষকথা উন্নয়ন। তবে একটা অনুমতি নিলে ভালো হত। যতদূর জানি, সেটা নেওয়া হয়নি।
>
> **- কৃষ্ণা রায় বর্মন**
> *সভাধিপতি, জেলা পরিষদ*

পাড়ায় পাড়ায়

মালবাজার

সীমানা প্রাচীর মেরামত শুরু

মালবাজার, ১০ জুলাই : প্রায় পাঁচ মাস পর ভাঙা প্রাচীর মেরামতের কাজ শুরু করল মালবাজার পুরসভা। চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, ‘জোর গতিতে কাজ চলছে, শীঘ্র মেরামতির কাজ শেষ হবে।’

গত ১২ জানুয়ারি চালসার দিক থেকে ফেরার সময় একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে পুরসভার গেটের একটি অংশে। গেটের সামনেই রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি। ডাম্পারটি বালি-পাথরবোঝাই ছিল না বলে, ধাক্কায় মূর্তির কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে সীমানা প্রাচীরটি সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। যে লাইটের খুঁটিটি ভেঙেছিল, সেটি এখনও সরানো হয়নি। প্রায় প্রতিদিন অনেকে সেখানে গাড়ি রেখে যান। লাইটের পোলটি যে কোনও সময় ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা। প্রায় পাঁচ মাস হয়ে গেলেও সেই প্রাচীর মেরামত না করায় পুরসভার ঢিলেঢালা মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। মেরামতির কাজ শুরু হওয়ায় খুশি শহরের নাগরিকরা।

তথ্য : অভিষেক ঘোষ

ব্যবসায়ীকে মারধর করে টাকা ছিনতাই

ময়নাগুড়ি, ১০ জুলাই : ব্যবসায়ীকে মারধর করে প্রায় ৭০ হাজার টাকা ছিনতাই করার অভিযোগ উঠল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বুধবার ময়নাগুড়ি শহরের ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। আইসি সুবল ঘোষ বলেন, ‘অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।’

অভিজিৎ ঘোষ নামে ওই ব্যবসায়ীর জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ডে একটি ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে। দোকান বন্ধ করার পর এক সঙ্গীকে নিয়ে তিনি মোটর সাইকেল করে ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন এলাকায় আবর্জনা ফেলতে যান। আবর্জনা ফেলে ফেরার সময় গাড়ি নিয়ে ছয়জন দুষ্কৃতী ওই ব্যবসায়ীর পথ আটকে তাকে মারধর করে এবং পকেটে থাকা ৭০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। অভিজিৎ বলেন, ‘ভিডিও করার চেষ্টা করায় আমার মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে।’

অযত্নে লক্ষাধিক টাকায় তৈরি টার্মিনাস

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১০ জুলাই : রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অযত্নে পড়ে আছে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে তৈরি মালের আধুনিক বাস টার্মিনাল। একই অবস্থা ফুড কোর্টের। জ্বলে না বাহারি আলো, বাজে না গান। পরিচ্ছন্নতার অভাবে ক্রেতা হারাচ্ছে ফুড কোর্ট। সাতটি দোকানের মধ্যে এখন চালু মাত্র দুটি। প্রশ্ন উঠছে, জনসাধারণের করের টাকায় তৈরি সৌন্দর্যায়িত বাস টার্মিনাসের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না কেন?

২০১৬ সালে একক ক্ষমতায় মাল পুরসভা দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর থেকে রাজ্য সরকারের অনুদান পেতে থাকে পুরসভা। শহরের আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে লক্ষাধিক টাকার প্রকল্প তৈরি হতে থাকে। সন্ধের পর জনশূন্য মাল বাসস্ট্যান্ডকে নতুন রূপ দিতে ২০১৮ সালে উদ্যোগ নেওয়া হয়। পাশেই পর্যটন আবাস এবং হোটেল চত্বর। বিনোদনের স্থান তৈরি করে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করেছিল পুরসভা। ফুড কোর্ট এবং দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জায় বাস টার্মিনাস সাজানো হয়। উদ্বোধনের পর থেকে এই চত্বর শহরবাসীর কাছে সান্ধ্যকালীন বিনোদনের অংশ হয়ে ওঠে। ২০২০ পর্যন্ত ব্যাপক সাড়া পায় এই উদ্যোগ। সন্ধ্যা নামতেই লাইন পড়ে যেত বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে গান উপভোগ করত নতুন প্রজন্ম।

অভিযোগ, লকডাউন পরবর্তী সময় থেকে ধীরে ধীরে দেখভালের অভাবে ক্রেতাদের ভিড় কমতে থাকে। দোকানের দরজাও বন্ধ হতে শুরু করে একে একে। সাতটি দোকান নিয়ে ফুড কোর্ট চালু হলেও এখন খোলে মাত্র দুটো দোকান। আলো বন্ধ। সাফাই পরিষেবা নেই বললেই চলে। ফলে ক্রেতা হারাচ্ছিল দোকানগুলো। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এক বেসরকারি সংস্থাকে। তারা ফুড কোর্টের দোকান থেকে ভাড়া সংগ্রহ করত। অভিযোগ, কোনও দরপত্র না ডেকে ওই সংস্থাকে দেখভালের দায়িত্ব দেয় পুরসভা। এখন তাদের উদাসীনতার কারণে জীর্ণদশা মাল বাস টার্মিনাস চত্বরের।

মালবাজারের আধুনিক বাস টার্মিনাস।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, ‘ব্যবসা বন্ধ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। জলের সমস্যায় ক্রেতা হারাচ্ছিলাম। পুঁজি উঠছিল না।’

পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুপ্রতিম সরকার বলেন, ‘আমাদের অন্ধকারে রেখে এই নির্মাণ হয়েছিল। পুরসভার বিদ্যুৎ ও নিকাশি বিভাগ থাকা সত্ত্বেও কেন বেসরকারি সংস্থার হাতে দেওয়া হল?’ বিজেপির কাউন্সিলার সুশান্ত সাহার বক্তব্য, ‘সাধারণ মানুষের করের টাকায় অনেক কিছুই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। যার ফলে সবই নষ্টের মুখে। পরিকল্পনামাফিক এগোলে পুরসভার আয়ের রাস্তা হত।’

পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির বক্তব্য, ‘আমি চেয়ারম্যান হয়েছি কয়েক মাস। কিন্তু কোন সংস্থা এটা দেখত, কেন এই দুরবস্থা, তা খোঁজ নিয়ে দেখছি।’

মোহন জাদু দেখাবে ব্রাজিলে

পতিরাম, ১০ জুলাই : পারপতিরাম থেকে ব্রাজিল কতদূর? গুগল ম্যাপে বলছে প্রায় ১৭ হাজার কিলোমিটার। এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবে পারপতিরাম গ্রামের এগারো বছরের কিশোরমোহন ঘোষ। ফুটবল খেলার প্রতিভাই যেন তার 'টিকিট'।

পতিরাম উচ্চবিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির এই ছাত্র ফুটবল খেলতে পাড়ি দিচ্ছে ব্রাজিলে। সেখানে আন্তর্জাতিক স্তরের অনূর্ধ্ব-১২ 'গো কাপ' ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছে আন্ধেরি ফুটবল অ্যাকাডেমি। আর সেই দলের গোলকিপার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে মোহন।

মোহনের বাবা শিলিগুড়ির একটি হোটেলে কাজ করেন। মা অপর্ণা দাস ঘোষ স্থানীয় একটি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে সহায়িকার কাজ করেন। তবে আর্থিক অবস্থা কখনই মোহনের ফুটবল খেলার প্রতি ভালোবাসা ও প্রতিভা প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

সেই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বিশ্বের নামী ক্লাবগুলির অনূর্ধ্ব-১২ দল। পিএসজি, এসি মিলান, ভাস্কো ডা গামার মতো ক্লাবগুলোর সঙ্গে একই প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পাবে মোহনের দল। ব্রাজিলের গোইয়ানিয়া শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই 'গো কাপ' টুর্নামেন্ট ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক তারকাদের তুলে ধরার এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

আন্তর্জাতিক কোচ এবং আন্ধেরি ফুটবল অ্যাকাডেমির কর্ণধার মলয় দাশগুপ্ত বলেন, 'এই টুর্নামেন্ট থেকে অনেক খেলোয়াড়কে বড় আন্তর্জাতিক ক্লাবের অ্যাকাডেমি বেছে নেয়। মোহনের সামনে সেই দরজা খুলে গিয়েছে।' মোহনের ফুটবলের হাতেখড়ি পারপতিরাম মাঠেই। কোচদের বিশ্বাস, মোহনের ফুটবল দক্ষতা ও গোলকিপিং প্রতিভা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তাক লাগাতে পারে। মোহনের মা অপর্ণা দাস ঘোষ আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, 'ছেলে ব্রাজিল যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় আমরা গর্বিত ও কৃতজ্ঞ।'

পেডলার সুন্দরীরা

আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই : আলিপুরদুয়ার শহরে মাদকের কারবার তো দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। বিশেষ করে জংশন লাগোয়া কোন কোন এলাকায় মাদকের হাতবদল হয়, তা কিন্তু 'অভিজ্ঞ' মাত্রেই জানেন। তবে যেটা নতুন সংযোজন, সেটা হল মহিলা ক্যারিয়ার। অল্পবয়সি, চটকদার মহিলাদের এখন কাজে লাগানো হচ্ছে এই মাদকের কারবারে।

তাঁরাই পেডলার। তাঁরাই মাদক পৌঁছে দিচ্ছেন ক্রেতাদের চাহিদামতো বিভিন্ন জায়গায়। তবে আড়ালে থেকে তাঁদের পরিচালনা করছেন মাদক কারবারের এজেন্টরা। সেইসব এজেন্টদের নির্দেশেই মহিলা পেডলাররা কাজ করছেন। কখন কোথায় কতখানি মাদক পৌঁছে দিতে হবে, সেটা সেই এজেন্টরাই সেসব মহিলাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। এখন তো সন্ধ্যা নামতেই শহরের কিছু বিশেষ বিশেষ জায়গায় স্কুটার চেপে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে সেসব সুন্দরী পেডলারদের। কেউ কেউ আবার অটো বা টোটো করেও মাদক পৌঁছে দিচ্ছেন নির্দিষ্ট ঠিকানায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বড় এজেন্টরা মহিলাদের পেডলার হিসেবে কাজে লাগান। কমিশন তো থাকেই। হোটেল, রেস্টুরেন্টে খাবারদাবারেরও ব্যবস্থা থাকে।

চম্পাকলি

প্রথম পাতার পর

শাবকদের মাতৃদুগ্ধ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কেউ সেই দায়িত্ব পালন করেনি। তবে এরজন্য চম্পাকলির মাহুত ও প্রাণী চিকিৎসকদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য ছিল।' পাঁচ বছর আগে চম্পাকলি নিজের শাবক বিদ্যার জন্ম দিয়েছিল। সেই সময় তিতি নামের শাবকটিকে তার মা জঙ্গলে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। একদিকে নিজের শাবক বিদ্যা, অপরদিকে অনাথ শাবক তিতি- দুজনকেই মাতৃদুগ্ধ দিয়ে বড় করে তুলেছিল চম্পাকলি।

জীর্ণ হয়ে পড়া ধূমপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবারে নতুন করে তৈরি হবে। - সংবাদচিত্র

পাঁচ পিএইচসি নির্মাণের অনুমোদন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১০ জুলাই : স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রশাসনিক অনুমোদন মিলেছে উত্তরবঙ্গের ৪ জেলার ৫টি জীর্ণ বা ভবনহীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (পিএইচসি) নতুন করে নির্মাণের। এর মধ্যে রয়েছে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ব্লকের ধূমপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সদর ব্লকের নন্দনপুর বোয়ালমারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কোচবিহার-১ ব্লকের চিলকিরহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী ব্লকের দৌলতপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও জিটিএ-র রংলি রংলিয়ট ব্লকের সিনরিনটাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। নতুন ভবন নির্মাণের তালিকায় গোটা রাজ্যের ১১টি জেলা মিলিয়ে মোট ১৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি ভবন নির্মাণ পিছু ব্যয়বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে ১ কোটি ৪২ লক্ষ বেশি টাকা। জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক কাজ হবে।' নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, 'ধূমপাড়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নতুন করে তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। বিষয়টিকে নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও পদক্ষেপ করেছিলেন। প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি সুখবর তো বটেই।'

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের পঞ্চদশ অর্থ কমিশন (হেলথ গ্র্যান্ট) থেকে ওই নয়া ভবনগুলি তৈরি করা হবে। এর আগে জলপাইগুড়িতে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ময়নাগুড়ি ব্লকের ভুরুঙ্গেরবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সদর ব্লকের রংধামালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন নির্মাণের জন্যও প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। তা বাস্তবায়িত করার সরকারি প্রক্রিয়া চলছে।

জলপাইগুড়ির যে দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নতুন করে তৈরির অনুমোদন মিলেছে তা অত্যন্ত জরুরি ছিল। যেমন নাগরাকাটার ধূমপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পরিস্থিতি বর্তমানে শোচনীয়। বহু পুরোনো ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবনের ছাদ চুঁইয়ে যেখানে-সেখানে জল পড়ে। ওষুধপত্র মজুত রাখার ঘরও জলে থইথই হয়ে যায়। সমস্যা রয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগেরও। সম্প্রতি সেখানে পরিদর্শনে গিয়ে পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখে আসেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ গণেশ ওরাওঁ।

জবাব দিতে পারল না স্কুল

প্রথম পাতার পর

গত মাসে জলপাইগুড়ি শহরের একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে তার এক সহপাঠীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল ওঠে স্কুলের অধ্যক্ষ এবং কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার দিকেও। অভিযোগ, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে চেয়েছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ। যে কারণে তিনি শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা বিষয়টি প্রশাসনের নজরে না এনে চুপ করেছিলেন। পকসো ১৯ ধারা অনুযায়ী কোনও প্রতিষ্ঠানে শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটলে তা পুলিশ এবং প্রশাসনকে জানাতে বাধ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই আইন মানেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের তদন্তেও বিষয়টি উঠে এসেছে। ঘটনার পর কেন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুলিশ এবং প্রশাসনকে না জানিয়ে চুপ করে বসেছিল, তা এদিন সিডব্লিউসির তরফে অধ্যক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয়। অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, ঘটনার পরদিন তিনি কলকাতা চলে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠেছে, স্কুলে সহ অধ্যক্ষ কেন তা জানাননি? অধ্যক্ষের দাবি, সহ অধ্যক্ষ পকসোর এই আইন সম্পর্কে জানতেন না। অধ্যক্ষের এই উত্তরে সন্তুষ্ট হয়নি সিডব্লিউসি কর্তৃপক্ষ।

এদিন অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করা হয়েছিল স্কুলের শ্রেণি শিক্ষিকা এবং অপর এক শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে। অভিযোগ, ওই শিক্ষক ঘটনার দিনকয়েক পরে ছাত্রীকে বাধ্য করেছিলেন অভিযুক্ত ছাত্রের পাশে বসতে। যদিও অধ্যক্ষ সিডব্লিউসির কাছে দাবি করেছেন, এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

তদন্ত রিপোর্টে প্রশ্ন উঠেছে, স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরা নিয়েও। অভিযোগ, স্কুলের বেশ কিছু জায়গা সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে নেই। এমনকি যে ক্লাসে এই ঘটনাটি ঘটে তার সিসিটিভি অন্যদিকে ঘোরানো ছিল বলে জানা গিয়েছে।

আইসিএসই বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, স্কুলে একটি যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি এবং অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি থাকা বাধ্যতামূলক। যার একটিও এই স্কুলে নেই বলে তদন্ত রিপোর্টে উঠে এসেছে। বোর্ডের নিয়ম কেন স্কুল কর্তৃপক্ষ এতদিন মানেনি, সেই প্রশ্নও অধ্যক্ষকে করা হয়েছিল। তার কোনও সদুত্তর অধ্যক্ষ দিতে পারেননি। এছাড়াও বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী স্কুলে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলার থাকা বাধ্যতামূলক, যাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে দ্রুত কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা যায়। তদন্ত রিপোর্টে উঠে এসেছে এই নিয়মও মানেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুলের এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন আইডিএসও'র তরফে মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মনোজিৎ নিয়ে তৃণাঙ্কুরের সাফাই

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : ধর্মতলায় একুশে জুলাইয়ের সভা উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ হলঘরে। বৃহস্পতিবার সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন টিএমসিপি'র রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। সেখানে কসবা ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রকে নিয়ে সব দায় ঝেড়ে ফেললেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, বিরোধীরা এখন তৃণমূলকে ছেড়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের খুঁত খুঁজতে উঠেপড়ে লেগেছে।

এদিন তৃণাঙ্কুর জানিয়ে দেন, মনোজিৎ মিশ্র কখনোই সংগঠনের মুখ হতে পারেন না। তাঁর দাবি, ২০২২ সালেই মনোজিৎকে সংগঠন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলার নেতৃত্বকে নিয়ে আয়োজিত সেই প্রস্তুতি সভায় এদিন তৃণাঙ্কুর বলেন, 'কলেজে অনেক ঘটনাই ঘটে। বন্ধুরা একে অপরের গাল ধরে টিপল। আর তার ভিডিও ছড়িয়ে দিচ্ছে বিরোধীরা।'

তাঁর সাফাই, 'আমার সঙ্গে অনেক ছাত্র নেতাই গ্রুপ ছবি তোলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ একজন ভবিষ্যতে মনোজিৎ মিশ্র হতেই পারেন। তাই বলে বাকি ছাত্রদের আমি বাদ দিই কী করে?'

এদিনের প্রস্তুতি সভায় জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রামমোহন রায়, সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী, চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল, ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

দীপাকে সরাল বিজেপি

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর কৃষ্ণমোহন রায়ের জমি দখল করে নেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল পঞ্চাননের বিরুদ্ধে। পঞ্চাননের হুমকির একটি অডিও ক্লিপও ভাইরাল হয়েছিল সেই সময়ে। যদিও সেই ভাইরাল হওয়া অডিও ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমিনেরটারি থেকে বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করা পঞ্চায়েত সদস্য কামনাবালা বিশ্বাস গত এপ্রিলে তৃণমূলে যোগদান করেন। এর কয়েকদিন পরেই দীপা লোকজন নিয়ে চড়াও হন তাঁর বাড়িতে। অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর স্বামীকে বেধড়ক মারধর করা হয়।

রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের রাস্তায় এই দুই নেতা-নেত্রীর একসঙ্গে মদের আসর বসানোর ছবি প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপি ও তৃণমূল দু'দলেই অস্বস্তি বেড়েছে। ফালাকাটার বিধায়ক তথা বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন বলেন, 'ঘটনার পর দীপা বণিককে দলীয় সমস্ত কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।'

তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'গোটা বিষয়টি শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তারাই নেবে।' যদিও এই বিষয়ে দীপা ফোন না ধরায় তাঁর কোনও মন্তব্য মেলেনি। পঞ্চানন অবশ্য এই বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বৃষ্টিভেজা তাজমহলে। বৃহস্পতিবার আগ্রায়।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে কড়া পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই : গত এক মাসে একাধিক গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়েছে শহর শিলিগুড়ি। প্রশাসনিক মহলের মতে, ভোট এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এধরনের উসকানিমূলক ঘটনা আরও ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। এই অবস্থায় এ ধরনের ঘটনা ঘটলেই 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেওয়ার নির্দেশ এসেছে পুলিশের ওপরমহল থেকে। ইতিমধ্যেই সেই নির্দেশ প্রতিটি থানায় দেওয়া হয়েছে।

সেই নির্দেশমতোই বুধবারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করার পর স্থানীয় নেতা, দাদাদের তরফে একের পর এক ফোন কল এলেও পুলিশকর্তারা তা ধরছেন বা বিশেষ আমল দিচ্ছেন না। এদিকে, বুধবারের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের আত্মীয়পরিজনরা বৃহস্পতিবার থানায় এসে কার্যত অনুশোচনায় ভাসলেন। তাঁদের মধ্যে অনেককেই বলতে শোনা গেল, বুধবার কী থেকে কী হয়ে গেল। এলাকার নামটাই খারাপ হল।

বুধবার গোলমাল চলাকালীন চারজনকে প্রথমে আটক করেছিল পুলিশ। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিভিন্ন সিসিটিভি মারফত চিহ্নিত করে আরও চারজনকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতরা মজদুর কলোনি, বাগরাকোট এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে অমরনাথ ভগত এলাকার বিজেপি নেতা হিসেবেই পরিচিত। বাকিরা হল, জিয়াউল শেখ, পাপ্পু পাসোয়ান, গোবিন্দ দাস, টিটোন ঘোষ, প্রেমকুমার পাসোয়ান, মহম্মদ আলম ও মহম্মদ ফিরোজ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

এদিকে, বৃহস্পতিবার অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে বাগরাকোট ও মজদুর কলোনি এলাকা। দোকানপাটও খোলা হয়। ফের যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য এলাকায় এদিনও পুলিশ পিকেট ছিল। টহলদারি চালিয়েছেন পুলিশকর্তারা। তবে ক্ষোভের তুলনায় এদিন অধিকাংশের মুখে এসেছে অনুশোচনার কথা।

পরিজন গ্রেপ্তার হওয়ার পর এদিন শিলিগুড়ি থানার একপাশে একসঙ্গেই বসেছিলেন বাবলি খাতুন, জুলি প্রসাদ, নাসিমা খাতুনরা। মজদুর কলোনির বাসিন্দা বাবলি খাতুন বলছিলেন, 'অন্য জায়গার ঝামেলা নিয়ে আমরা নিজেরা প্রতিবেশীদের মধ্যেই লড়াই করে ফেললাম। কী আর বলব, বাড়ির ছেলেদের মাথায় যে তখন কী ঢুকে গিয়েছিল। সত্যি, আমাদের এলাকার নামটাই খারাপ হয়ে গেল।'

ঘর কিংবা পথেই প্রসব

কোচবিহার, ১০ জুলাই : কোচবিহার জেলায় গত একবছরে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই ১২০ জন সন্তানপ্রসব করেছেন। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সর্বত্রই প্রচার করা হচ্ছে তখন এই প্রবণতায় রাজ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। ওই সংখ্যার সিংহভাগই তুফানগঞ্জের বালাভূত ও দিনহাটার দরিবশ এলাকা বলে পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে এই দুটি এলাকা কার্যত বিচ্ছিন্ন বলে অভিযোগ। ফলে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই বাড়ি কিংবা রাস্তাতেই সন্তানপ্রসবের মতো ঘটনা ঘটে যায়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ওই দুটি এলাকা নদী দিয়ে পরিবেষ্টিত। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো নয়। ফলে তাঁদের দূরবর্তী জায়গায় না গিয়ে ওই এলাকাতেই সন্তানপ্রসব করানোর মতো ব্যবস্থা যাতে করা যায় সেজন্য স্বাস্থ্য দপ্তর তোড়জোড় শুরু করেছে।

কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রীকুমার আড়ির কথায়, 'জেলায় ৯৯.৮ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হয়। বালাভূত ও দরিবশে কিছুটা সমস্যা রয়েছে।' স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, গত একবছরে ৩৮ হাজার শিশুর জন্ম হয়েছে। তার মধ্যে ১২০ জনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হয়নি। অর্থাৎ, হাসপাতাল, নার্সিংহোম বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে তাদের জন্ম হয়েছে। বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি সম্প্রতি কোচবিহারে আসে। দলের সদস্যরা এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ফের ভিডিও বার্তায় তোপ জীবনের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১০ জুলাই : নাম না করে ফের রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কঠোর সমালোচনা করলেন কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহ। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জীবনের একটি ভিডিও বার্তা ভাইরাল হয় (যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ওই ভিডিও বার্তায় তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'এই কলকাতিয়া সরকার আমাদের জাতি মাটির সরকার হতে পারে না। এই সরকার সম্পূর্ণ অবৈধভাবে অসংবিধানিকভাবে আমাদের সি ক্যাটিগোরির রাজ্যকে জোরজবরদস্তি দখল করে আছে।' বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে জীবনের এই ভিডিও বার্তার খবর জানাজানি হতে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলে নতুন চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই। বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরে। এরই মাঝে কেএলও সুপ্রিমোর ভিডিও বার্তা। ভিডিওটিতে শুধু তৃণমূলের সমালোচনা করা হয়নি। জীবন বিস্তর অভিযোগ এনেছেন। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'এই সরকার কোচ কামতাপুরদের উপর ব্যাপক হারে লুটপাট চালাচ্ছে। প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে এখানে কোচ রাজবংশীদের সংখ্যালঘু করে তোলার চেষ্টা করছে। এরা কোচ রাজবংশীদের চরম শত্রু। এই সরকার কোচ রাজবংশীদের উপর দলীয় ও পুলিশি সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ফলে কোচ রাজবংশীরা এই সরকারের পরাধীন হয়ে থাকতে চায় না।'

ফাঁসির সাজা

প্রথম পাতার পর

তদন্তে উঠে আসে নাবালিকার চুল কেটে ছেলে সাজিয়ে তামিরুলের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল রহমান এবং জামিরুল। সেখানে তামিরুলও একাধিকবার নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছিল। পুলিশের তদন্তে উঠে আসে রহমান ওই নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপহরণ করে তাকে ধর্ষণ করে। কিন্তু লাগাতার একাধিক ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষণের শিকার হওয়ায় কার্যত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল নাবালিকা।

পুলিশের জেরায় রহমান এবং জামিরুল স্বীকার করে রাজগঞ্জের চেওয়াই নদীর ধারে একটি চা বাগানে তারা নাবালিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর দেহ লোপাটের জন্য ওই সেপটিক ট্যাংকে ফেলে দিয়েছিল। আদালত এই ঘটনাটিকে পরিকল্পিত ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা বলে মনে করেছে। জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'দুই পুলিশ অফিসার এই ঘটনায় যথেষ্টই দক্ষতার সঙ্গে তদন্ত করে চার্জশিট পেশ করেছিলেন। আমরা দুই অফিসারকে তাঁদের কাজের জন্য সংবর্ধিত করব।' মামলার সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, 'আদালতের চোখে এটি বিরলতম সংগঠিত অপরাধ। যে কারণে আদালত তিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে তিনজনকেই ফাঁসির সাজা দিয়েছে। এই মামলায় মোট ২৭ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। এদিন আদালতে উপস্থিত থেকে রায় ঘোষণার পর নাবালিকার বাবা বলেন, 'আমরা এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম। আজ আমার মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে।'

ঋণ ভাবাচ্ছে পুলিশকে

প্রথম পাতার পর

মোর্চার সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও বিজেপি। সময়ের হাওয়ায় জিতে জেলা পরিষদ সদস্যাও হন।

জেলা পরিষদে থাকাকালীন নিজের এলাকার জন্য কিছু উন্নয়নমূলক কাজও করেছেন পূজা। ২০১৮-তে পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন পূজা। তবে শাসকদলে তাঁকে আর সক্রিয় রাজনীতিতে খুব একটা দেখা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূজার পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা, নাগরাকাটার প্রাক্তন বিধায়ক শুক্রা মুন্ডার। এখনও পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগ নেই পূজার বিরুদ্ধে।

২০২২ সালে সোমনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে মেটেলি থানায় গাড়ি ফেরত দেওয়ার পরেও পূজার বিষয়ে খুব একটা নজর দেয়নি পুলিশ। কিন্তু সোমনাথ গ্রেপ্তার হওয়ার পর পরিস্থিতি অনেকটাই পালটে গিয়েছে। পুলিশকে পূজা জানিয়েছিলেন, ২ কোটি টাকার বিনিময়ে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ২৬টি গাড়ি বিক্রি করেন। কিন্তু দিনের পর দিন চেয়েও গাড়ির কাগজপত্র না পাওয়ায় পূজার সন্দেহ হয়। গাড়িগুলি তিনি মেটেলি থানায় জমা দিয়ে আসেন। সূত্রের খবর, সেই সময় মেটেলি থানায় জমা পড়া এমন প্রায় ৪৫টি গাড়ির মধ্যে পূজার ২৬টি গাড়ি ছাড়াও আরও অনেকের গাড়ি ছিল। পূজার দাবি, গাড়িগুলি থানায় রেখে আসার পর সোমনাথ দু'কোটি টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তীতে দু'বছরেও টাকা না পাওয়ায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

প্রশ্ন উঠেছে পূজার ২ কোটি টাকার উৎস নিয়ে। জেলা পরিষদের সাধারণ সদস্যের মাসিক ভাতা ২০১৯ সালে দেড় হাজার থেকে এক লাফে বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার টাকা। সেই হিসেবে ২০১৩-২০১৮'র মধ্যে পূজার বাৎসরিক আয় কমবেশি ১৮ থেকে ২০ হাজার হওয়ার কথা। সেখানে দু'কোটি টাকার গাড়ি কীভাবে কিনলেন পূজা, এই প্রশ্ন ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। সম্প্রতি সামসিং ফাঁড়ির কাছাকাছি এলাকায় একটি হোমস্টে লিজে নিয়ে ব্যবসা করছেন পূজা। মেটেলি ইনডং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের কাছে একটি দোকান আছে তাঁর। হোমস্টে ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস-এর ব্যবসা শুরুর চিন্তাভাবনা ছিল পূজার। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর সঙ্গে গাড়ি কেনার কথা হয় সোমনাথের। তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের একাংশ মনে করছেন, ২ কোটি টাকা ঋণ জোগাড় করা খুব একটা সহজ কথা নয়। ব্যাংক তো বটেই, বেসরকারি আর্থিক সংস্থাও মর্টগেজ ও গ্যারান্টার ছাড়া এই অঙ্কের টাকা ঋণ দিতে রাজি হবে না। সেক্ষেত্রে পূজা কোথা থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, গ্যারান্টার কারা ছিলেন সে সবই খতিয়ে দেখা দরকার।

পূজার দাবি, ধারদেনা করেই এই টাকা জোগাড় করতে হয়েছে। গাড়ির ব্যবসা তো গেল। এখন সেই টাকা ফেরত না পেলে ঋণ শোধ করব কীভাবে? পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করুক।

সুপ্রিম পরামর্শ

প্রথম পাতার পর

শীর্ষ আদালতের নির্দেশে বলা হয়েছে, 'প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হচ্ছে, যেহেতু ওই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, তাই ন্যায়বিচারের স্বার্থে আধার কার্ড, সচিত্র পরিচয়পত্র এবং র‍্যাশন কার্ডকে বিবেচনা করা উচিত বিচারপতির।'

যদিও বিচারপতিরা বলেন, 'এই নথিগুলি গ্রাহ্য করা হবে কি না, সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন। তবে নথিগুলিকে মান্যতা না দিলে, কমিশনকে তার কারণ দেখাতে হবে।' মামলাকারীদের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আদালতে বলেন, 'বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা আদতে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। গোটা দেশ আধার কার্ডের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে। অথচ কমিশন বলেছে, সেটা গ্রহণ করা হবে না।'

মামলাকারীদের আরেক আইনজীবী সিবাল যুক্তি দেন, 'আমরা নাগরিক কি না, সেটা নির্বাচন কমিশন বলার কে? দায় তো তাদের। আমার নয়। আমি যে নাগরিক নই, সেটা বলার জন্য তাদের হাতে কিছু তথ্যপ্রমাণ তো থাকতে হবে।' শীর্ষ আদালতও প্রশ্ন তোলে, 'যদি জাতিগত শংসাপত্রের জন্য আধার কার্ড গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে নাগরিকত্ব প্রমাণে তা গ্রহণযোগ্য কেন নয়?' নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। কারও আধার নম্বর থাকার অর্থ এই নয় যে তিনি ভারতীয় নাগরিক।'

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল ছাড়াও অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস নামে একটি সংগঠনের মামলার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয়। বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার প্রক্রিয়ায় সময় নিয়ে প্রশ্ন তোলে শীর্ষ আদালতই। বিচারপতি ধুলিয়া বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়াটা সমস্যা নয়। সমস্যা হল তার সময়। বিহারে সমীক্ষার সঙ্গে বিধানসভা ভোটকে সংযুক্ত করা হচ্ছে কেন?'

অযোগ্য এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দিতে বিহারে ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা শুরু করা হয়েছে বলে কমিশনের বক্তব্য। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে, আদালত আর সেই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অতএব, ভোটার তালিকা প্রস্তুতের আগে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি।

মামলাকারীদের আইনজীবীরা বলেন, 'নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে সন্দেহের কারণ নেই। তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে।'

অবিশ্বাস আর ঘৃণার দরজা-জানলা

প্রথম পাতার পর

কবিতার নাম ছিল 'প্রিয় কমরেডস'। পরিস্থিতি আজও এতটাই এক, স্বচ্ছন্দে শিরোনাম পালটে দেওয়া যায়। প্রিয় দিদি হতে পারে। প্রিয় মোদিও চলতে পারে। প্রিয় রাহুল, প্রিয় বেবিও দিব্যি চলে যাবে। এবং সবচেয়ে আক্ষেপের কথা, বাম আমলে বাংলার কুখ্যাত ব্যাধি থেকে গিয়েছে আজও। কী দেশে, কী রাজ্যে!

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে কার্যত দাবা খেলার মতো। বাংলায় যে সব ঘটনায় শিউরে উঠছি, দু'দিন পরে দেখি, দেশের অন্য প্রান্তে আরও ভয়ংকর কিছু ঘটছে। আবার ভিনরাজ্যে ভয়ংকর কিছু দেখে পাথর হয়ে যাই। দিন দুই পরেই সেই ধরনের ঘটনা দেখছি বাংলায়। সব পার্টির কর্মী বা পুলিশের দুষ্কর্মে মুখ পুড়ছে সব শাসকের শীর্ষ নেতৃত্বের।

যা দেখে দুটো সিদ্ধান্তে আসতে পারি আমরা। দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে আর পাত্তাই দিচ্ছে না নীচুতলার কর্মীরা। অথবা নীচুতলার কর্মীদের ওপর আর নিয়ন্ত্রণই নেই শীর্ষ নেতৃত্বের। এখানে দিদি-মোদির সঙ্গে এক লাইনে থাকবেন যোগী-স্ট্যালিন-বিজয়ন-প্যাটেল-ফড়নবীশ-রেখা-মাঝি-নীতীশ-সিদ্দা-রেড্ডি-হেমন্ত-হিমন্ত।

এই মুহূর্তে দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী কে? এই প্রশ্ন নিয়ে জনসমীক্ষা হলে কোনও সুস্পষ্ট উত্তর আসবে না। সব রাজ্য এতটাই টালমাটাল। রামরাজ্য বলে কিছু নেই আর।

ঠিক সেভাবে, এই মুহূর্তে কেন্দ্র বা রাজ্যের সেরা মন্ত্রী কে? এই মুহূর্তে বাংলার সেরা পুরসভা কোনটা? দুটো প্রশ্নে সমীক্ষা হলেও স্পষ্ট উত্তর আসা কঠিন। আমাদের দেশজ রাজনীতির পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে। সব রাজ্যেই। বাকি মন্ত্রীরা ল্যাম্পপোস্ট হয়ে উঠছেন সর্বত্র। মেয়ররা ক্ষমতাহীন এটা ভারতের নতুন প্রবণতা। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন নেই।

প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী অধিকাংশ জায়গায় প্রশাসন চালাচ্ছেন অনেক উঁচু জায়গা থেকে। ফলে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে।

অনেক ক্ষেত্রেই নীচুতলার নেতা ও মন্ত্রীরা জনতার মাথা কাটছেন জনবিচ্ছিন্ন বড় নেতাদের প্রতিনিধি হয়ে। প্রয়াত অভিনেতা-সাংসদ তাপস পাল রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দিয়েছিলেন শুধু এক কুৎসিত কথার প্রয়োগে। এই একই জাতীয় কথা বিনিময়, আচরণ এখন তৃণমূল-বিজেপির অন্দরে ঢুকে গিয়েছে সর্বত্র। তাপসকে সেজন্য অভাগাই মনে হয় এখন।

আরও অশ্লীল ভঙ্গিতে সোনারপুরে ছাত্র নেতা ইউনিয়ন রুমে ছাত্রীকে দিয়ে গা টেপাচ্ছেন। বংশীহারীতে সিপিএম নেতাকে চড় মারছেন পুলিশ অফিসার। খড়্গপুর-পানিহাটিতে রাজপথে মারমুখী কাউন্সিলার। তৃণমূল নেতৃত্ব এত বিভ্রান্ত, কোথায় কী স্ট্যান্ড নেবেন জানেন না। খড়্গপুরের বেবি কোলেকে বহিষ্কার করা হল। শাস্তি হল না বাকিদের। সম্ভবত বেবি ভদ্রমহিলার ওপর মহলে দাদা বা দিদি নেই।

যে কারণে রাজন্যা হালদারের মতো পরিচিত মুখ তৃণমূল ছাত্র নেতাদের অশ্লীল আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় প্রশ্নগুলোই ঘুরিয়ে দেওয়া হল। ধরে নেওয়া গেল, রাজন্যা বিজেপিতে ঝুঁকে, প্রচারপ্রিয়। ধরে নেওয়া গেল, তৃণমূলের ছাত্র নেতাদের আরও কাদায় ফেলতেই এই অভিযোগ। তারপরেও অনিবার্য প্রশ্ন, এইসব ঘটনায় দলীয় তদন্ত বন্ধ কেন? কেন পরপর মনোজিৎ ম্যাঙ্গোভাইদের মতো বহু ছাত্র নেতার নাম জড়ায় অশ্লীল কাণ্ডে? ছাত্র রাজনীতি যখন সম্পূর্ণ শূন্যতে, তখন এরা কারা? এদের কাজটা কী?

রাজন্যাকে নিয়ে পালটা মুখ খুলছেন তৃণমূলের মহিলা মুখমালা। খুলছেন মানে খোলানো হচ্ছে। কলকাতার মেয়র, ডেপুটি মেয়রের কন্যারা নেমে পড়েছেন বিবৃতি দিতে। যাঁর বেশি বলা উচিত, সেই শিক্ষামন্ত্রী ছাড়া সবাই বলে যাচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী কলকাতায় কি না বোঝা যায়, সিনেমার শুটিংয়ের ছবি বেরোলে।

অনেকে আবার আগ বাড়িয়ে বলে বিপদে ফেলছেন মমতা-অভিষেককেই। টালিগঞ্জ পাড়ার এক নম্বর খলনায়ক স্বরূপ বিশ্বাসের স্ত্রী জুঁই কাউন্সিলার। তিনি যা বলছেন, তা আসলে মমতা-অভিষেককেই চ্যালেঞ্জ। নিজের সামাজিক মাধ্যমে জুঁই লেখেন, 'যোগ্যতা বিচারের জন্যও যোগ্যতা লাগে। যারা একে মাথায় তুলেছিলেন, তাদের যোগ্যতা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। না নেত্রী হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, না অভিনেত্রীর। দু'দিন এসেই নেত্রী?'

রাজন্যাকে ২১শে জুলাই মঞ্চে তোলার চূড়ান্ত নির্দেশ ছিল নিশ্চয়ই মমতা বা অভিষেকের। তাঁদের যোগ্যতা নিয়েও কি প্রশ্ন রয়েছে স্বরূপ-পত্নীর? তাঁর পোস্টেই দেখলাম একজন লিখেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তদন্তের আদেশ এলেও স্থানীয় প্রশাসনে তা মান্যতা পায় না। এদের যে জমি ও বাড়ি পছন্দ হবে, তা বহুতলের জন্য দিতে হবে।' নিউ আলিপুর অঞ্চলে এসব বহুদিন শোনা যায়। মমতা-অভিষেক জানেন না, বললে হবে?

কাণ্ডজ্ঞানহীনরা দায়িত্ব পেলে এমনই হয়। গ্রামের দিকে স্ত্রীকে প্রধান বা জেলা পরিষদ সদস্য করে আসলে চাবিকাঠি নিয়ে বসে থাকে পুরুষতন্ত্র। কলকাতার দিকেও এখন এমন হচ্ছে। মনোজিৎ ম্যাঙ্গোভাইয়ের কৃতিত্ব হল, একটি ধর্ষণ করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, জোড়াফুলের এত এত ছাত্র নেতা ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিল চারদিকে। ছাত্র নির্বাচন তো বহু বছর বন্ধ, এরা কী কাজ করে কলেজে?

অমিতাভ দাশগুপ্ত ওই কবিতার শেষ দিকে লিখেছিলেন, 'অবিশ্বাস আর ঘৃণার/ ছোট ছোট দরজা জানালা ভেঙে/ আমরা কি একবারের জন্যেও/ সেই বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর গিয়ে দাঁড়াতে পারি না/ যেখানে/সূর্যের আলো/ সব জায়গায় সমানভাবে এসে পড়ে?'

এত বছর পরেও আমরা বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর দাঁড়াতে পারিনি। বসে আছি ছোট ছোট, অন্ধকার ঘরে। অবিশ্বাস ও ঘৃণার ছোট ছোট দরজা জানলা ভাঙতে পারিনি। সব জায়গায় সমানভাবে সূর্যের আলো পড়বে কী করে?

নাস্তানাবুদ রিয়াল, ফাইনালে পিএসজি

নিউ জার্সি, ১০ জুলাই : ইউরোপ সেরাদের সামনে বিশ্বজয়ের হাতছানি। রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে চূর্ণ করে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে প্যারিস সাঁ জাঁ।

ক্লাব বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের উন্মাদনায় বাড়তি মাত্রা যোগ করেছিল পিএসজি-কিলিয়ান এমবাপে দ্বৈরথ। পুরোনো ক্লাবের বিরুদ্ধে এমবাপে কেমন খেলেন চোখ ছিল সেদিকেই। তবে ম্যাচে সামান্যতম দাগ কাটতেও ব্যর্থ ফরাসি তারকা।

ম্যাচের প্রথম ২৪ মিনিটের ঝড়েই তছনছ রিয়াল দুর্গ। পিএসজি-র ৩ গোলে প্রথমার্ধেই ম্যাচের দেওয়াল লিখন স্পষ্ট হয়ে যায়। ৬ মিনিটে প্রথম গোল ফ্যাবিয়ান রুইজের। মিনিট তিনেকের ব্যবধানে ওসমানে ডেম্বেলের নিখুঁত ফিনিশে স্কোরলাইন ২-০। ২৪ মিনিটে পিএসজি-র তৃতীয় এবং নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন রুইজ। এরপরও দ্বিতীয়ার্ধে মাদ্রিদের মহাকাব্যিক প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন রিয়াল সমর্থকরা। কিন্তু তা হবে কীভাবে? আক্রমণে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, এমবাপেদের সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট। ছন্নছাড়া মাঝমাঠ। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৮৭ মিনিটে রিয়ালের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন গঞ্জালো র‍্যামোস।

রবিবার ফাইনালে চেলসিকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ার অপেক্ষায় পিএসজি। প্যারিসের ক্লাবটির কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, 'ইতিহাস থেকে মাত্র এক ম্যাচ দূরে আমরা। এই মুহূর্তটা পিএসজি সমর্থকদের জন্য গর্বের।' এদিকে রিয়ালের নতুন কোচ জাভি অলন্সো এখনও দলটা গুছিয়ে উঠতে পারেননি। আগামী মরশুমে নতুন শুরুর অঙ্গীকার করে তিনি বলেছেন, 'হারটা স্বীকার করতেই হবে। এই মরশুম থেকে ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে, আমরা নতুন মরশুম শুরু করব। এমন একটা দল গড়ব, যারা একজোট হয়ে লড়বে।'

কিলিয়ান এমবাপেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন প্রাক্তন ক্লাব সতীর্থ জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মা।

গোলের পর দেজিরে দুয়েকে নিয়ে উল্লাস প্যারিস সাঁ জাঁ-র ওসমানে ডেম্বেলের।

'সঠিক পথেই এগোচ্ছে শুভমান'

লর্ডস বেল বাজিয়ে আবেগে ভাসলেন শচীন

লন্ডন, ১০ জুলাই : এমসিসি মিউজিয়ামে নিজের ছবির উদ্বোধন করলেন। ঐতিহাসিক লর্ডস বেল বাজিয়ে ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট শুরুর ঘোষণা করলেন। একইসঙ্গে পবিত্র গুরুপূর্ণিমায় তাঁর গুরুকে স্মরণ করলেন।

বৃহস্পতিবারের 'দ্য হোম অফ ক্রিকেট' ডুবে শচীন তেন্ডুলকার আবেগে। সেই আবেগের মধ্যে রয়েছে অতীতের নানা মণিমুক্তো। পরিসংখ্যান বলছে, লর্ডসে শচীনের কোনও টেস্ট শতরান নেই। মোট পাঁচটি টেস্ট লিটল মাস্টার খেলেছেন লর্ডসে। সর্বাধিক রান ৩৭। কিন্তু তাতে কী? শচীন মানেই যে সীমাহীন আবেগ। বিশাল প্রত্যাশা।

> শুভমান খুব ঠান্ডা মাথার ছেলে। শুরুটাও ভালো হয়েছে ওর। আমি নিশ্চিত এভাবেই দলকে আগামীর দিশা দেবে ও। একজন ব্যাটার যখন শুভমানের মতো ছন্দ দেখাতে পারে, তখন মাঠে অধিনায়ক হিসেবে তার কাজ এমনিই সহজ হয়ে যায়।
>
> **শচীন তেন্ডুলকার**

স্ত্রী অঞ্জলিকে পাশে নিয়ে শচীন আজ যখন লর্ডসে ঐতিহাসিক বেল বাজিয়ে খেলা শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন, তখন কি তাঁর একবারের জন্যও মনে পড়ছিল এই মাঠে তাঁর শতরান না থাকার কথা? কে জানে। হয়তো কখনও জানাও যাবে না শচীনের মনের অন্দরে ঠিক কী চলছিল। যদিও কিংবদন্তি শচীন লর্ডসের আবেগ জানেন। আর এটাও জানেন, বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে লর্ডস আবেগের নাম শুভমান গিল।

চলতি সিরিজে ভারত অধিনায়ক গিল স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার 'রান মেশিন' হয়ে উঠেছেন তিনি। লর্ডসে হাজির হয়ে খেলা শুরুর পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলে অধিনায়ক শুভমান ও বর্তমান টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে তাঁর মনের কথা খুলে বলেছেন তিনি। লিটল মাস্টার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন শুভমানকে। বর্তমান ভারত অধিনায়ককে নিয়ে শচীনের মূল্যায়ন হল, 'শুভমান খুব ঠান্ডা মাথার ছেলে। শুরুটাও ভালো হয়েছে ওর। আমি নিশ্চিত এভাবেই দলকে আগামীর দিশা দেবে ও। একজন ব্যাটার যখন শুভমানের মতো ছন্দ দেখাতে পারে, তখন মাঠে অধিনায়ক হিসেবে তার কাজ এমনিই সহজ হয়ে যায়।' তরুণ শুভমান তাঁর পাশে পেয়েছেন তারুণ্যের জোশে ভরা একটি দল। হেডিংলে ও এজবাস্টন টেস্টে শুভমানের ভারতকে দেখে মনে হয়েছে, নেতার জন্য জান কবুলেও তৈরি তাঁর সতীর্থরা। শচীনের কথায়, 'শুভমান ব্যাট হাতে পারফর্ম করে প্রমাণ করেছে দলের জন্য কী করতে চায় ও। এমন অধিনায়ককে সামনে পেলে দলের বাকিরাও সর্বস্ব দিয়ে ঝাঁপাতে পারে। বর্তমান টিম ইন্ডিয়ার জন্য সেটাই হয়ে চলেছে।'

হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে ভালো খেলার পরও হার। এজবাস্টনে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন। সিরিজের ফল আপাতত ১-১। আজই শুরু হওয়া লর্ডস টেস্টের ফল কী হবে, সময় বলবে। লিটল মাস্টার শচীন অবশ্য শুভমানের টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে আশাবাদী। শচীনের কথায়, 'শুভমান এতটাই ভালো ফর্মে রয়েছে যে, ইংল্যান্ড বুঝতেই পারছে না ওকে কীভাবে আউট করবে। এমন পরিস্থিতি শুভমানের জন্য তো বটেই, টিম ইন্ডিয়ার জন্যও দারুণ ব্যাপার। এই ছন্দ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জটা এখন বজায় রাখতে হবে শুভমানের ভারতকে। এজবাস্টনে টিম ইন্ডিয়া যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে, তারপর এই দলটাকে নিয়ে গর্ব করা যেতেই পারে।'

লর্ডসের বেল বাজিয়ে তৃতীয় টেস্টের সূচনা করলেন শচীন তেন্ডুলকার। বৃহস্পতিবার।

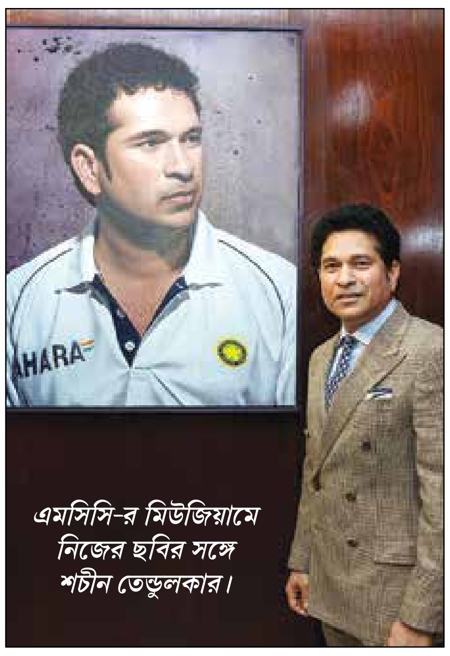

এমসিসি-র মিউজিয়ামে নিজের ছবির সঙ্গে শচীন তেন্ডুলকার।

চার বছর আগের স্মৃতি ফেরাতে চান রাহুলরা

লন্ডন, ১০ জুলাই : ২০২১ সালের লর্ডস। ২০১৫ সালের লর্ডস।

মাঝে চার বছরের ব্যবধান। এই চার বছরের মধ্যে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা টেস্ট ক্রিকেটে প্রাক্তন হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে এখনও প্রবলভাবে রয়েছে চার বছর আগের লর্ডসের স্মৃতি। ১৫১ রানে টেস্ট জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের আজই শুরু হওয়া তিন নম্বর টেস্টের ভবিষ্যৎ কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের তিন তারকা ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুল ও মহম্মদ সিরাজ ডুবে রয়েছেন চার বছর আগের স্মৃতিতে।

২০২১ সালের লর্ডস টেস্টে শতরান করেছিলেন রাহুল। এবারও কি তেমন কিছু ঘটবে? টসে হেরে ফিল্ডিং করতে নামা শুভমান গিলের টিম ইন্ডিয়া এখনও এই প্রশ্নের জবাব জানে না। কিন্তু রাহুল মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক ভিডিওতে রাহুল, ঋষভ, সিরাজরা ঘোষণা করেছেন, তাঁরা চার বছর আগের স্মৃতি ফেরাতে চান। রাহুলের কথায়, '২০২১ সালেও আমাদের জয়ের বিশ্বাস ছিল। ২০২৫ সালেও সেই বিশ্বাস রয়েছে। এই মাঠ আমার কাছে বরাবরই স্পেশাল। সাজঘরের অনার বোর্ডে নিজের নাম দেখতে পাওয়ার অনুভূতিটাই আলাদা। চেষ্টা থাকবে অতীতের স্মৃতি ফেরানোর।' মৃত্যুঞ্জয়ী ঋষভের ভাবনা একই হলেও তাঁর কথায় ভিন্ন সুর। ঋষভ বলেছেন, 'ঈশ্বরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ফের লর্ডসে ফেরার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। চার বছর আগের স্মৃতি এখনও আমার মনে তাজা। যদিও এবারের দলটা অনেকটাই আলাদা। আমার ভূমিকাও ভিন্ন। কিন্তু লক্ষ্য একই, লর্ডস জয় করা। আশা করব, লর্ডসে আমরা সিরিজে এগিয়ে যেতে পারব।'

> ২০২১ সালেও আমাদের জয়ের বিশ্বাস ছিল। ২০২৫ সালেও সেই বিশ্বাস রয়েছে। এই মাঠ আমার কাছে বরাবরই স্পেশাল। সাজঘরের অনার বোর্ডে নিজের নাম দেখতে পাওয়ার অনুভূতিটাই আলাদা। চেষ্টা থাকবে অতীতের স্মৃতি ফেরানোর।
>
> **লোকেশ রাহুল**

টিম ইন্ডিয়া সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যেতে পারবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে ভারতকে সফল হতে হলে বল হাতে সিরাজকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। জোরে বোলার সিরাজের কথায়, 'শেষবার লর্ডসে জিতেছিলাম। এবারও সেই স্মৃতি ফেরাতে চাই। আর হ্যাঁ, একজন গর্বিত ভারতীয় হিসেবে লর্ডসের ঐতিহাসিক অনার বোর্ডে নিজের নাম দেখতে চাই।'

লর্ডস টেস্টের প্রথম দিনে আগ্রাসী ব্যাটিং করতে ব্যর্থ হয় ইংল্যান্ড। যা দেখে বোলিংয়ের ফাঁকে জো রুটকে খোঁচা দিয়ে মহম্মদ সিরাজ বলেন, 'বাজ, বাজ, বাজবল। আজকে খেলে দেখাও দেখি বাজবল।'

বোলিংয়ে টেক্কা দিচ্ছে ভারতই : আজহার

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : জোফ্রা আর্চার ফিরেছেন।

ক্রিস ওকস, ব্রাইডন কার্সের সঙ্গে আছেন শোয়েব বশির। যদিও লর্ডস টেস্টের দ্বৈরথে ইংল্যান্ডের চেয়ে ভারতীয় বোলিংকে এগিয়ে রাখছেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মতে, বার্মিংহামে ভারতীয় বোলাররা সাফল্য এনে দিয়েছে। লর্ডসে জসপ্রীত বুমরাহর প্রত্যাবর্তনে তা আরও শক্তিশালী।

বৃহস্পতিবার শুরু লর্ডস টেস্ট প্রসঙ্গে আজহার বলেছেন, 'বার্মিংহামের জয় আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। দল এই মুহূর্তে ভালো অবস্থায় রয়েছে। বুমরাহর প্রত্যাবর্তন দলের জন্য নিঃসন্দেহে দারুণ খবর। এই মুহূর্তে ওদের চেয়ে আমাদের বোলিং এগিয়ে। ভারতীয় দলের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।'

গত টেস্টে মহম্মদ সিরাজ ও আকাশ দীপ কুড়িটির মধ্যে সতেরোটি উইকেট নেন। ম্যাচে প্রথমবার দশ শিকার আকাশের। শুভমান গিলদের রান বন্যার পাশে আকাশদের বোলিংয়ের যোগফল, ৩৩৬ রানের বিশাল জয়। আজহারের মতে, এই মুহূর্তে মানসিকভাবে এগিয়ে ভারত। যার সুবিধা নিতে হবে। বিশ্বাস, লর্ডসেও জিতে ফিরবে ভারতীয় দল।

চাপে ইংল্যান্ড, দাবি ধাওয়ানের

সিরিজ ১-১। বাকি সিরিজে উত্তেজক দ্বৈরথের হাতছানি। শিখর ধাওয়ান মনে করেন, ঘরের মাঠে বাজবলের মিথ বাঁচিয়ে রাখার বাড়তি চাপ থাকবে ইংল্যান্ডের ওপরই। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজে তরুণ ভারতীয় দল সেখানে অনেকটা চাপমুক্ত হয়ে খেলবে।

শিখর বলেছেন, 'সবার আগে এজবাস্টনে জেতার জন্য অভিনন্দন। ৫৮ বছরের অপেক্ষার অবসান। দারুণ সাফল্য। দ্বিতীয় টেস্টে যেভাবে দল ঘুরে দাঁড়াল, প্রশংসা প্রাপ্য। নিজেদের লড়াকু চরিত্র মেলে ধরল। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিল শুভমান। বুমরাহর অনুপস্থিতিতে বল হাতে মহম্মদ সিরাজ-আকাশ দায়িত্ব সামলাল। প্রথম ম্যাচে হারলেও এক ম্যাচে পাঁচ-পাঁচটা শতরান করেছে ভারতীয় ব্যাটাররা। মোটেই ছোটখাট কৃতিত্ব নয়।'

সিরিজের স্কোরলাইন ১-১ হলেও শিখরের দাবি, মোমেন্টাম এখন ভারতের পক্ষেই। 'জেতা ম্যাচ হাতছাড়া। প্রথম টেস্ট থেকে যে শিক্ষা নিয়ে দ্বিতীয় টেস্টে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দুই ম্যাচই উপভোগ্য এবং কাঁটায় কাঁটায় টক্কর হয়েছে। তাকিয়ে আছি বাকি সিরিজে ইংল্যান্ড কীভাবে প্রত্যাঘাত করে। এই মুহূর্তে চাপে ওরাই। ভারতের জন্য দারুণ সুযোগ এগিয়ে যাওয়ার,' দাবি প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনারের।

শ্রীলঙ্কা বোর্ডের অনুরোধ

মুম্বই, ১০ জুলাই : অগাস্টের শেষে টিম ইন্ডিয়ার বাংলাদেশ সফর স্থগিত হয়ে গিয়েছে আগেই। ২০২৬ সালে টিম ইন্ডিয়ার বাংলাদেশ সফর হওয়ার কথা।

আচমকা স্থগিত হওয়া সিরিজের সময়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের আপাতত কোনও খেলা নেই। তাই অগাস্টের শেষে টিম ইন্ডিয়াকে শ্রীলঙ্কা যাওয়ার আহ্বান জানাল সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে আজ সাদা বলের সিরিজের অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব এসেছে। শ্রীলঙ্কার তরফে এমন প্রস্তাবের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিসিসিআই। যদিও বোর্ডের ভাবনা ও পরিকল্পনার বিষয়ে রাত পর্যন্ত স্পষ্টভাবে কিছুই জানা যায়নি। বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তা বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কা বোর্ডের তরফে সিরিজের প্রস্তাব পেয়েছি আমরা। কিন্তু কিছুই চূড়ান্ত নয় এখনই।'

৭৬ বছরের জন্মদিনে কমেন্ট্রি বক্সে কেক কাটলেন সুনীল গাভাসকার।

মাছ ধরেই হয়তো কাটত জীবন!

৭৬তম জন্মদিনে অবাক গল্প সানির

লন্ডন, ১০ জুলাই : ৭৬ বছর। জন্মদিনের এই বিশেষ দিনে অবাক গল্প শোনালেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার। আর একটু হলেই ক্রিকেট মাঠে ব্যাট ঘোরানো নয়, সমুদ্রে জাল ফেলে জীবন কাটাতে হত! জন্মের পর হাসপাতালে অদলবদল। এক জেলে মায়ের কাছে চলে যান সদ্যোজাত গাভাসকার।

কাকার জন্য শেষরক্ষা। সদ্যোজাত ভাইপোর কানের লতির কাছে একটা ছিদ্র নজর করেছিলেন। যার জন্যই ধরা পড়ে যায় বাচ্চা বদলের ঘটনা। জেলেনি মায়ের কোল থেকে নিজের মায়ের কোলে ফেরেন কিংবদন্তি ব্যাটার। ১৯৪৯ সালের ১০ জুলাই মুম্বইয়ের হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হন। সেখানে দুই মায়ের মধ্যে বাচ্চা বদল।

জন্মদিনে যে মজার গল্প শুনিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'যেদিন আমার জন্ম হয়, সেদিনই কাকা দেখতে এসেছিলেন। উনি লক্ষ্য করেছিলেন, আমার কানের লতির কাছে ছোট্ট ছিদ্র রয়েছে। দুইদিন পর আবার যখন উনি হাসপাতালে আসেন, দেখেন অন্য কোনও বাচ্চা মায়ের পাশে শুয়ে। কান দেখেই উনি বলেন, এ আমাদের ছেলে নয়। খোঁজাখুঁজির পর ফিশারউওম্যানের পাশে আমার দেখা মেলে। সদ্যোজাতদের স্নান করাতে গিয়ে অদলবদল। কাকা লক্ষ্য না করলে হয়তো মাছ ধরেই বড় হতাম। পরে মাকে জিজ্ঞাসা করতাম। উনি অপ্রস্তুতে পড়ে যেতেন। জিজ্ঞাসা করত, কেন জানতে চাইছিস?'

নিজের জন্মদিনে নোভাক জকোভিচের হয়েও প্রার্থনা গাভাসকারের মুখে! বিরাট কোহলির সুর ধরেই সানির বিশ্বাস এবার উইম্বলডন জিতবেন কিংবদন্তি নোভাক। বলেছেন, 'লন্ডনে এসে সুযোগ থাকলে উইম্বলডন মিস করি না। ভালো লাগবে এবার যদি জকোভিচ জেতে। ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম হবে। কেউ টেনিসে ২৫টি মেজর জিততে পারেনি। আমার হৃদয় বলছে জকোভিচ পারবে।'

সুদেবাকে না ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুলাই : নির্বাসিন উঠে যাওয়ার পর তাদের দ্বিতীয় ডিভিশন থেকেই খেলার সুযোগ করে দেওয়া হোক, সুদেবা এফসি-র এই আবেদনে সাড়া দিল না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এদিন লিগ কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, তাদের তৃতীয় ডিভিশন থেকেই খেলতে হবে। আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে অবৈধ ফুটবলার খেলানোর অভিযোগে তাদের নির্বাসিত করেছিল এআইএফএফ। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর তাদের দ্বিতীয় ডিভিশনেই খেলা দেওয়া হোক বলে দাবি ছিল সুদেবার। কিন্তু দিল্লির এই ক্লাবকে তৃতীয় ডিভিশনেই খেলতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ম্যাচ জেতানোর পর জেমিমা রডরিগেজকে আলিঙ্গন রিচা ঘোষের।

ইংল্যান্ডে ইতিহাস, গর্বিত হরমনপ্রীত

ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ জুলাই : ইংল্যান্ডে সিরিজ জিতে ইতিহাস ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের চতুর্থ টি২০ ম্যাচ ছয় উইকেটে জিতল ভারতের মেয়েরা। বুধবার ম্যাঞ্চেস্টারে ভারতীয় স্পিনারদের দাপটে ৭ উইকেটে ১২৬ রানের বেশি তুলতে পারেনি ইংল্যান্ডের মহিলা দল। দুটি করে উইকেট নেন রাধা যাদব ও নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরনি। জবাবে ৪ উইকেট হারিয়ে, ৩ ওভার বাকি থাকতেই জয়ের রান তুলে নেয় ভারত। দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও শেফালি ভার্মা করেন যথাক্রমে ৩২ ও ৩১ রান। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর করেন ২৬। জেমিমা রডরিগেজ অপরাজিত ২৪ রানের ইনিংস খেলে দলকে জয় এনে দেন।

এই জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচের সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতল ভারত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথমবার টি২০ সিরিজ পকেটে পুরে হরমনপ্রীত বলেছেন, 'সিরিজ জয় সত্যিই গর্বের। ইংল্যান্ড আসার আগে জাতীয় শিবিরে সকলে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। সিরিজ জয় তারই ফসল। নির্দিষ্ট পরিকল্পনার বাস্তবায়নেই এই সাফল্য।'

ফিটনেস নিয়ে চিন্তায় জোকার

বিদায় সাবালেঙ্কার

লন্ডন, ১০ জুলাই : চলতি বছরের ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন কোকো গফের প্রথম রাউন্ডে বিদায় এবারের উইম্বলডনে মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রথম অঘটন ছিল। বৃহস্পতিবার আরও একটি অঘটন ঘটালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অখ্যাত আমান্দা আনিসিমোভা। এদিন সেমিফাইনালে তিনি বিশ্বের পয়লা নম্বর আরিয়ানা সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে দেন। খেলার ফল আনিসিমোভার পক্ষে ৬-৪, ৪-৬, ৬-৪।

আনিসিমোভার মতো উইম্বলডনে প্রথমবার ফাইনালে উঠলেন পোল্যান্ডের তারকা ইগা সোয়াতেকও। এদিন সেমিফাইনালে তিনি ৬-২, ৬-০ গেমে বেলিন্দা বেনসিচের বিরুদ্ধে জয় পান।

এদিকে, পঁচিশতম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের দুই ধাপ দূরে দাঁড়িয়ে সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। কোয়ার্টার ফাইনালে জোকার হারিয়েছেন ফ্লাবিও কোবোল্লিকে। তবে ম্যাচ চলাকালীন টেনিস কোর্টে পড়ে যান তিনি। তবে কোনও চোট লেগেছে কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট নয় সার্বিয়ান তারকার কাছে। এই প্রসঙ্গে জকোভিচ বলেছেন, 'খুব বাজেভাবেই পড়ে গিয়েছিলাম। আমার শরীরে আগের মতো সক্ষমতা নেই। তবে কোনও চোট লেগেছে কিনা সেটা পরে বুঝতে পারব।'

উইম্বলডনের সেমিফাইনাল থেকে বিদায়ের পর বিষণ্নমুখে সেন্টার কোর্ট ছাড়ছেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

জর্জের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুলাই : পরপর দুই ম্যাচে জয়।

শুক্রবার জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে নামার আগে আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। তবে কিছুটা দুশ্চিন্তাও রয়েছে। আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় এই ম্যাচে নেই সালাউদ্দিন আদনান। সেই সঙ্গে চোট থাকায় মিডফিল্ডার মিগমা শেরপাকেও বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ লিগে চার ম্যাচ খেলে তিনটি হেরেছে। তারপরেও জর্জকে হালকাভাবে নিচ্ছে না বাগান শিবির। কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেছেন, 'আমরা জর্জের বিরুদ্ধে সতর্ক হয়ে মাঠে নামব। ৩ পয়েন্টই লক্ষ্য।' এই ম্যাচে সালাউদ্দিনের পরিবর্তে শিবম মুন্ডা ও মিগমার পরিবর্তে গুনরাজ সিং গ্রেওয়ালকে খেলানো হতে পারে।

এদিকে বৃহস্পতিবার মোহনবাগান অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন কিয়ান নাসিরি। তবে তাঁকে ও দীপেন্দু বিশ্বাসকে এই ম্যাচে দেখা যাবে না। এখনও তাঁরা ম্যাচ ফিট নন।

কলকাতা লিগে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম জর্জ টেলিগ্রাফ

সময় : দুপুর ৩টা স্থান : নৈহাটি

অনুশীলনে যোগ দিলেন দীপেন্দু বিশ্বাস।

বিনিয়োগকারী চূড়ান্ত মহমেডানে

ঘোষণা হয়তো আগামী সপ্তাহেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুলাই : এবার আরও সাবধানি।

গত মরশুমের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার বিনিয়োগকারী খোঁজার ক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতি নিয়েছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই নতুন 'ইনভেস্টর' চূড়ান্ত করে ফেলেছে তারা। সপ্তাহখানেক আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন সাদা-কালো কর্তারা। মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্থতাতেই বিনিয়োগকারী চূড়ান্ত হয়েছে। কথাবার্তা পাকা স্বীকার করে নিলেও বিনিয়োগকারী সংস্থার নাম এখনই সামনে আসুক, তা চাইছে না মহমেডান কর্তৃপক্ষ। মউ চুক্তি স্বাক্ষরের পর আগামী সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম ঘোষণা করা হতে পারে। জানা গিয়েছে নতুন বিনিয়োগকারীদের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত শেয়ার ছাড়া হতে পারে। সেই অনুপাতেই ক্লাব এবং নতুন বিনিয়োগকারী যৌথভাবে বকেয়া শোধ করবে। দ্রুত ফিফার নিষেধাজ্ঞা তুলে ডুরান্ডের জন্য বেশ কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলারকে সই করিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তারপর আইএসএলের জন্য বিদেশি নেওয়া হবে। পাশাপাশি সঞ্জয় সেন জাতীয় দলের কোচ না হলে তাঁকে কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে মহমেডানের। জামশেদপুর এফসি-র দেখানো পথেই হাঁটতে চাইছে মহমেডান। সেইসঙ্গে ভারতীয় কোচ হলে আর্থিক বোঝাটাও কমবে।

বাজবল ছেড়ে অন্য খেলা ইংল্যান্ডের

মন্থর পিচে বুমরাহদের ‘পরীক্ষা’ নিচ্ছেন রুট

ইংল্যান্ড-২৫১/৪
(প্রথম দিনের শেষে)

লন্ডন, ১০ জুলাই : শচীন তেন্ডুলকারের পোট্রেট উদ্বোধন।

এমসিসি মিউজিয়ামে স্থান পাওয়া নিজের যে প্রতিকৃতির পর্দা তুললেন স্বয়ং মাস্টার ব্লাস্টারই। লর্ডস বেলের দড়িতে টান দিয়ে ম্যাচ শুরুর বার্তাও শচীনের হাত ধরে।

সস্ত্রীক খেলা দেখার ফাঁকে পূর্বসূরি ফারুখ ইঞ্জিনিয়ারকে সম্মান জানিয়ে উঠে গিয়ে কথা বলতে দেখা গেল। কমেন্ট্রি বক্সে আবার বার্থ ডে সেলিব্রেশন সুনীল গাভাসকারের। দুই কিংবদন্তিকে ঘিরে বৃহস্পতিবারের ক্রিকেট মক্কা সকাল থেকেই যেন ভারতময়।

বাইশ গজে যদিও আশা-নিরাশার দোলাচল। শুরুটা অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের টস হারের হ্যাটট্রিকে। হেডিংলে, বার্মিংহামের পর লর্ডসেও কয়েন যুদ্ধে জয়ী বেন স্টোকস। তবে প্রথম দুই টেস্টে ফিল্ডিং নেওয়ার চেনা রাস্তায় এদিন হাঁটেননি।

টসে জিতলে কী করতেন? যে প্রশ্নে শুভমান অবশ্য দ্বিধায়। একশো ভাগ নিশ্চিত নন, জানিয়েও দিলেন। তবে মুখে বোলিংয়ের চ্যালেঞ্জে প্রথম সেশনকে কাজে লাগানোর আত্মবিশ্বাস। যদিও নীতীশ কুমার রেড্ডির জোড়া ধাক্কা (দুই ওপেনারকে আউট করেন) বাদ দিলে উইকেটের জন্য প্রথম দুই সেশনে কার্যত হাপিত্যেশ করা।

স্ট্র্যাটেজিতে চমকপ্রদ পরিবর্তন ইংল্যান্ডেরও। বাজবল ছেড়ে শুরু থেকে ‘ওল্ড ফ্যাশন’ টেস্ট ব্যাটিংয়ের খোলসে ইংরেজ ব্যাটাররা। ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকা। মন্থর ব্যাটিংয়ে ওলি পোপ, জো রুটরা তাঁদের লক্ষ্যে অনেকটা সফলও। লাঞ্চে ৮৩/২। মাঝের সেশনে কোনও উইকেট অটুট রেখে চা পানের বিরতিতে দলকে ১৫৩/২-এ পৌঁছে দেন।

অর্ধশতরানের পর জো রুট (বাঁয়ে)। বাঁ হাতের আঙুলে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ঋষভ পন্থ। বৃহস্পতিবার লর্ডসে।

এক ওভারে বেন ডাকেট ও জ্যাক ক্রলিকে ফিরিয়ে উল্লাস নীতীশ কুমার রেড্ডির।

৩৫ ওভার প্রতীক্ষার পর পোপকে (৪৪) ফিরিয়ে শেষপর্যন্ত ১০৯ রানের জুটি ভাঙেন রবীন্দ্র জাদেজা। পরিবর্ত উইকেটকিপার ধ্রুব জুরেল তৎপরতার সঙ্গে ক্যাচ তালুবন্দি করেন। বাঁ হাতের তর্জনীতে চোট পান ঋষভ। ম্যাজিক স্প্রে, শুশ্রূষা চললেও মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন।

জাদেজার পর জসপ্রীত বুমরাহ ম্যাজিক। মন্থর পিচে প্রথম দুই সেশনে সবরকম প্রয়াস চালিয়েও উইকেট পাননি। অন্তিম সেশনে অপেক্ষার অবসান। বুমরাহ-শক্তিশেলে ভেঙে যায় হ্যারি ব্রুকের (১১) রক্ষণ। রুটকে অবশ্য টলানো যায়নি। দ্বিতীয় নতুন বল বা মাঠে পোকার উপদ্রব, কোনওকিছু মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি।

শুরুর নড়বড়ে হাল সরিয়ে ক্রমশ প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান। দিনের শেষে ৯৯ রানে অপরাজিত রুট। আগামীকাল নামবেন ভারতের বিরুদ্ধে অষ্টম শতরানের লক্ষ্যে। গৌতম গম্ভীরদের চিন্তায় রাখছেন স্টোকসও (৩৯)। প্রথম দিনের শেষে ইংল্যান্ড ২৫১/৪। মন্থর, টু-পেসড উইকেটে যে স্কোরটা কম নয়। পরিস্থিতি বদলাতে মাত্র তিন ওভার পুরোনো দ্বিতীয় নতুন বলে আগামীকাল দ্রুত প্রত্যাঘাত জরুরি।

লর্ডস টেস্টে ভারতীয় দলে একটা পরিবর্তন- প্রসিধ কৃষ্ণর জায়গায় বুমরাহ। ইংল্যান্ড গতকালই প্রথম এগারো (জোশ টাঙ্গের বদলে জোফ্রা আর্চার) ঘোষণা করে দিয়েছিল। টসের সময় স্টোকসের মুখে লর্ডসে ভারত-বধের আত্মবিশ্বাস।

টেস্টের প্রথম ঘণ্টা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। যদিও প্রথম ঘণ্টায় উইকেটহীন ভারতীয় বোলাররা। বুমরাহ-আকাশ দীপদের অবশ্য দোষ দেওয়া যাচ্ছে না। নতুন বলে চেষ্টার কসুর করেননি। বারবার ব্যাটারদের পরাস্ত করলেন। একাধিকবার ব্যাটের কানে ছুঁয়ে বল ফিল্ডারদের সামনে পড়ল। ১৪তম ওভারে আসে আকাঙ্ক্ষিত উইকেট। শুভমানের মাস্টারস্ট্রোক। আক্রমণে অনিয়মিত পেসার নীতীশ। তৃতীয় বলেই সাজঘরে বেন ডাকেট (২৩)। পুল করতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে বসেন।

রেশ ফুরোনোর আগেই ইতি জ্যাক ক্রলির (১৮) ধৈর্যশীল ইনিংসে। হালকা সুইং এবং বাড়তি বাউন্স-ব্যাটের কানা ছুঁয়ে সোজা ঋষভের দস্তানায়। ৪৩/০ থেকে ৪৪/২। জোড়া শিকার শুধু নয়, লম্বা সুইংয়ে (বুমরাহকেও পিছনে ফেলে দেন) সারাক্ষণ পরীক্ষা নিলেন ইংরেজ ব্যাটারদের।

লাঞ্চের আগে চাপটা বজায় থাকলেও আর উইকেট আসেনি। ২৫ ওভারে ৮৩/৩। ওভার পিছু ৩.৩২ রান। বাজবল জমানায় ম্যাচের প্রথম সেশনে যা ইংল্যান্ডের সর্বনিম্ন। লাঞ্চের পরও টিকে থাকার প্রয়াস পোপ-রুটের। তবে টু-পেসড, মন্থর পিচে কখনও নিশ্চিত লাগেনি পোপকে। রুটও অস্বস্তিতে কাটালেন। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে ৩০০০ রানের নজির গড়া দিনে টাইমিংয়ে দৃষ্টিকটু ভুলচুক, যা একেবারে রুটসুলভ নয়।

সুনীল গাভাসকারের দাবি, বুমরাহ-আকাশরা যে চাপ তৈরি করেছিল, শুরুতেই রুট, পোপদের উইকেট চলে আসা উচিত ছিল। প্রথম দুই সেশনে বারবার ভাগ্যের কাছে আটকে যাওয়ার ছবি কিছুটা বদলায় চায়ের পর। জাদেজা-বুমরাহর জোড়া ধাক্কায় ১৫৩/২ থেকে প্রতিপক্ষকে ১৭২/৪ করা। শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ড ২৫১/৪।

তাসখন্দে প্রস্তুতি ম্যাচ মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুলাই : তাসখন্দে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা দল। অগাস্টে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্যই এই প্রস্তুতি। আগামী ১৩ ও ১৬ জুলাই এই দুই ম্যাচের জন্য দলের সুইডিশ কোচ জোয়াকিম অ্যালেক্সন্দারসন ২৪ জনের নাম ঘোষণা করলেন। এদিনই রাতে তাসখন্দ রওনা দিল দল। শুক্রবার তাঁদের পৌঁছানোর কথা।

ঘোষিত দল

গোলকিপার : মোনালিসা দেবী, রিবাংশি জামু, মেলোডি চানু।

ডিফেন্ডার : আলিনা চিঙ্গাখাম, সিন্ডি রেমরুয়াতপুলি, ফ্র্যাগনেন্সি রিওয়ান, জুহি সিং, নিসিমা কুমারী, রেমি থকচোম, সাহেনা টিএইচ, শুভাঙ্গি সিং, ভিকসিত বাররা।

মিডফিল্ডার : অঞ্জু চানু, আরিনা দেবী, ভূমিকা দেবী, খুশবু কাশীরাম, মোনালিসা সিং, নেহা, পূজা।

স্ট্রাইকার : ববিতা কুমারী, দীপিকা পাল, লিংদেলকিম, শিবানী দেবী ও সুলঞ্জনা রাউল।

জয় ডায়মন্ডের

কলকাতা, ১০ জুলাই : টানা দ্বিতীয় জয়। বৃহস্পতিবার ভবানীপুর এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়ে কলকাতা ফুটবল লিগে অপরাজিত দৌড় বজায় রাখল ডায়মন্ড হারবার এফসি। ৩২ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আসে জবি জাস্টিনের পা থেকে।

স্মরণে

শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সরকার
১৮তম প্রয়াণ বর্ষ
স্মৃতি রেখে চলে গেলে-প্রিয়জনেরা

ক্যারাটের শংসাপত্র প্রদান

চালসা, ১০ জুলাই : গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গনে গত ৮ জুন অনুষ্ঠিত আশিহারা ক্যারাটে-ডু কাই কানের বার্ষিক গ্রেডিং পরীক্ষায় সফল ছাত্রছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার চালসা শালবনি সংঘের প্রাঙ্গণে আশিহারা ক্যারাটে হেডকোয়ার্টারের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আশিহারা ক্যারাটের পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রশিক্ষক দীপক ভুজেল জানিয়েছেন, চালসা শালবনী সংঘ মাঠে মাসে একদিন করে ব্ল্যাক বেল্ট প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী, মাস্টার ও প্রশিক্ষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাস্টার দীপক ভুজেল এদিন ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেন।

নাস্তানাবুদ রিয়াল, ফাইনালে পিএসজি

- খবর এগারোর পাতায়

e-Tender Notice
Office Damdim Gram Panchayat
Mal Development Block : Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT Nos. Publish of NIT No. eNIT-01/DAMDIM GP/2025-26, DATE : 07/07/2025. For further information you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Damdim Gram Panchayat

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উল্লাস নেতাজি মডার্ন ক্লাবের। ছবি : অনীক চৌধুরী

সুপার ডিভিশনে সেরা নেতাজি

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগার ক্লাব। বৃহস্পতিবারের তারা ১-১ গোলে জেওয়াইএমএ ক্লাবের বিরুদ্ধে ড্র করে। নেতাজির নিশান্ত লোহার ও জেওয়াইএমএ-র আকাশ ওরাওঁ গোল করেন। ম্যাচের সেরা আকাশ। তবে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, লিগ শেষ হওয়ার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যাম্পিয়ন দলের নাম ঘোষণা করা হবে।

আজ খো খো ফাইনাল

মালবাজার, ১০ জুলাই : আন্তঃব্যাটালিয়ন খো খো প্রতিযোগিতার আয়োজন করল সশস্ত্র সীমা বল। বৃহস্পতিবার সশস্ত্র সীমা বলের ৪৬ নম্বর বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৭, ৩৪, ৫৩ এবং ৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের দল অংশগ্রহণ করে। শুক্রবার ফাইনালে মুখোমুখি হবে ১৭ ও ৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন। এদিনের প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন ৪৬ নম্বর বাহিনীর কমান্ডান্ট সন্তোষ কুমার, ডেপুটি কমান্ডান্ট রবি তেজা ধর্মানা, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট পুষ্পেন্দ্র প্রতাপ সিং প্রমুখ।

বড় জয় প্লেয়ার্সের

জামালদহ, ১০ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিট ৮-০ গোলে আয়োজকদের জুনিয়ার দলকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা তন্ময় রায়। তাদের বাকি গোলগুলি করেন-বিক্রম রায়, দীপঙ্কর রায়, কল্যাণ সরকার ও মনোজ বর্মন। একটি গোল আত্মঘাতী।

উত্তরের খেলা

সেরা সৌমার্য্য, দিব্যাংকা

জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই : মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের মহকুমা পর্যায়ের দাবায় ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ৫ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের সৌমার্য্য সরকার। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হোলি চাইল্ড স্কুলের আকাশ নীল মিত্র এবং অভিরূপ সরকার। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে প্রথম হয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের ধৃতিমান মজুমদার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হোলি চাইল্ড স্কুলের পিনাকী রায় ও তৃতীয় উদয়ন শর্মা। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে প্রথম হিমালয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মুকুন্দ কুমার আগরওয়াল। দ্বিতীয় ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়ের সৌমজিৎ সিংহ। তৃতীয় হিমালয়ান স্কুলের অ্যাডাম এইচ রোহিত।

অন্যদিকে, মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগের প্রথম স্থানে রয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের দিব্যাংকা ছেত্রী, দ্বিতীয় সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়ের কেয়া মজুমদার এবং তৃতীয় সেন্ট্রাল বালিকা বিদ্যালয়ের পল্লবী দাস। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে প্রথম হয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের শোভিকা ছেত্রী, দ্বিতীয় হিমালয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অদ্রিজা রায় এবং তৃতীয় সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়ের মধুরিমা রায়। ছেলেদের বিভাগে প্রথম চারজন এবং মেয়েদের প্রথম তিনজন জেলা পর্যায়ে খেলার সুযোগ পাবে।

ম্যাচের সেরা হয়ে বিপ্লব বেদিয়া। ছবি : রাহুল দেব

জিতল শিবাজি

রায়গঞ্জ, ১০ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে বৃহস্পতিবার শিবাজি সংঘ ২-১ গোলে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে শিবাজির ভীম হেমরম ও মঙ্গল মুর্মু গোল করেন। অরবিন্দর গোলটি অজিত কিস্কুর। ম্যাচের সেরা শিবাজির বিপ্লব বেদিয়া। শুক্রবার খেলবে রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব এবং অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস।

জুবিনের দাপট

মালদা, ১০ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার পিবিপিজেকে ক্লাব ৩-০ গোলে পাবনাপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা জুবিন টুডু। অন্যটি সুকুমার হেমব্রমের। অন্য গুনগাঁও একাদশ ২-০ গোলে হানগ্রাম আদিবাসী মিলন সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন গোবিন্দ হাঁসদা ও ম্যাচের সেরা অজিত হেমব্রম।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে অজিত হেমব্রম।